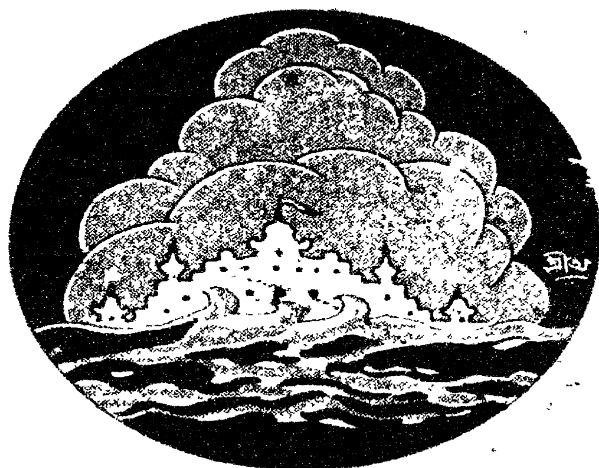


স্বর্ণলঙ্কা

স্বর্ণ-লঙ্কা

পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীশিবপ্রসাদ কর বি. এল. প্রণীত

আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মাঘ—১৩৪১

প্রকাশক—শ্রীঅজিত শ্রীমানী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পাঁচ সিকা

প্রিণ্টার—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী

পুরাণ প্রেস

২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নাতবৌকে

দাদু
২৮.৭.৪০.

উৎসর্গ

৺মাতৃদেবীর শ্রীচরণে—

শিবপ্রসাদ

ভূমিকা

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ-নাট্যকার বন্ধুবর—শ্রীমান্ মন্মথরায়ের উৎসাহে ১৯২৬ সালে বালুরঘাটে এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। তাহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আজ এত বৎসর পরে 'স্বর্ণলঙ্কা' পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। তাহাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার নাই। শ্রীমানের অমৃতলেখনী যুগ-যুগ ধরিয়া বাংলার নাট্যরসিক সুধীবৃন্দকে আনন্দ দান করুক, ভগবানের নিকট ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রযোজক পরম শ্রদ্ধেয়—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় রুগ্ন-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও 'স্বর্ণলঙ্কা'কে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিতে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন সেজন্য তাঁহাকে আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নাট্যজগতে অপরিচিত আমি—পরিচয় দান করিয়া তিনি আমাকে অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নাট্যনিকেতনের সুযোগ্য পরিচালক সহপাঠী সুপ্রিয় বান্ধব নটচূড়ামণি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী মহাশয় 'স্বর্ণলঙ্কা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন। 'রাবণ' চরিত্রকে তিনি যে অপরূপ রূপ-মহিমায় মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় অসাধারণ শক্তিশালী নটের পক্ষেই সম্ভব। 'স্বর্ণলঙ্কা'র প্রধান ভূমিকায় তাঁহাকে পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

'স্বর্ণলঙ্কা'কে সঙ্গীতসম্ভারে সমৃদ্ধ করিয়াছেন সুকবি-শিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী এবং তাঁহার রচিত গানগুলিকে সুর-ঝঙ্কারে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সুর-শিল্পী আমার অভিন্ন-হৃদয়-বন্ধু 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েসের' প্রফেসর বিমল গুপ্ত। 'স্বর্ণলঙ্কা'য় তাঁহাদের দান আমি আজীবন মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করিব।

নৃত্যকলাবিশারদ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সুচারু নৃত্যপরিকল্পনায় 'স্বর্ণলঙ্কা'কে অপূর্ব্ব সুষমায় ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার দানও চিরদিন আমার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে।

পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশঙ্কর নিয়োগী মহাশয় 'স্বর্ণলঙ্কা'র প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন।

পরিশেষে নাট্যনিকেতনের সুনিপুণ শিল্পীবৃন্দ যে ঐকান্তিকতার সহিত 'স্বর্ণলঙ্কা'কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন সেজন্য তাঁহারা সকলেই আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

দিনাজপুর
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১ সাল

শ্রীশিবপ্রসাদ কর

নাট্যনিকেতন

২নং রাজা রাজকিষণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম উদ্বোধন রজনী

২৫শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৪১ সাল।

ইং ২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৪ সাল।

সংগঠনকারিগণ

প্রযোজক	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ
অধ্যক্ষ	„ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সঙ্গীত-রচনা	„ অখিল নিয়োগী
সঙ্গীত-রূপকার	„ বিমল গুপ্ত
নৃত্য-শিক্ষক	„ হীরেন বসু, এম, এ
হারমোনিয়ম-বাদক ও সঙ্গীত-শিক্ষক	„ চারুচন্দ্র শীল

বংশীবাদক	শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায়
তবলা-বাদক	" বনবিহারী পাল
ঐ সহকারী	" মোহনলাল মুখোপাধ্যায়
বেহালা-বাদক	" বিজয়কৃষ্ণ দে
আলোক-সম্পাতকারী	" সুধীরচন্দ্র সুর
ঐ সহকারী	" শৈলেন্দ্রমোহন দত্ত
রঙ্গ পীঠাধ্যক্ষ	" ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
	" মণীন্দ্রনাথ ঘোষ
রূপ সজ্জাকর	" কুঞ্জবিহারী রায়
	" মন্মথনাথ দাসধর
	" গোবিন্দচন্দ্র দাস
স্মারক	" পাঁচকড়ি সান্যাল
	" কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম অভিনয় রজনীর নট-নটীগণ।

পুরুষ

ব্রহ্মা	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
সমুদ্র	...	শ্রীকুঞ্জলাল সেন
রামচন্দ্র	...	শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
লক্ষ্মণ	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
রাবণ	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
বিভীষণ	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
কুম্ভকর্ণ	...	শ্রীকুঞ্জনাথ সেন
ইন্দ্রজিৎ	.	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
তরণীসেন	...	শ্রীঅনাথনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় রজনী হইতে শ্রীসিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী
মারীচ ও নিকুম্ভ	...	শ্রীললিতমোহন মিত্র
বালী	...	শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ
সুগ্রীব	...	শ্রীঅযস্কান্ত বক্সী
অঙ্গদ	...	শ্রীগগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হনুমান	...	শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ
১ম প্রহরী	...	শ্রীযুগলকিশোর দাস
২য় প্রহরী	...	শ্রীভবানীপ্রসাদ দে
অনুচর	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুপ্ত
দূত	..	শ্রীকালীচরণ গোস্বামী
বাদ্যকারগণ	...	শ্রীবনবিহারী বাবু, চারু বাবু, মোহন বাবু, জীবন বাবু, বিমল বাবু, শম্ভু বাবু।

স্ত্রী

জগন্মাতা ও তারা	...	শ্রীমতী পদ্মাবতী
সীতা	...	শ্রীমতী নীহারবালা
মন্দোদরী	...	শ্রীমতী চারুশীলা
সূর্পনখা	...	শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
সরমা	...	শ্রীমতী সরযূবালা
রুমা	...	শ্রীমতী নিরুপমা
প্রমীলা	.	শ্রীমতী বেণুবালা
প্রহরিণী	...	শ্রীমতী সুখদাময়ী

অপ্সরাগণ, বনবালাগণ, জলদেবীগণ, চেড়ীগণ ও পুরবাসিনীগণ
নিরুপমা, পদ্মাবতী, তারকদাসী, লীলাবতী. সুবাসিনী,
সুখদাময়ী, সত্যবালা, রাণীবালা, রেণুবালা,
মুকুলবালা ইত্যাদি।



নাটকীয় চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

ব্রহ্মা, সমুদ্র, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ,
মারীচ, নিকুম্ভ, মেঘনাদ, তরণীসেন, সুগ্রীব,
বালী, অঙ্গদ, হনুমান, প্রহরী, অনুচর,
দূত বাদ্যকারগণ, পুরবাসিগণ
ইত্যাদি।

স্ত্রী

জগন্মাতা, সীতা, মন্দোদরী (রাবণ-মহিষী), সরমা, (বিভীষণ-
পত্নী) প্রমীলা (ইন্দ্রজিৎ-পত্নী), সূর্পণখা (রাবণের
ভগ্নী), তারা (বালীর পত্নী), রুমা (সুগ্রীব-পত্নী),
শবরী (চণ্ডাল-কন্যা), প্রহরিণী, অপ্সরাগণ,
জলদেবীগণ, চেড়ীগণ, পুরবাসিনীগণ
ইত্যাদি।

স্বর্ণ-লঙ্কা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বেলাভূমি—সমুদ্রতট।

অস্তগামী সূর্য্য

সাগর-তটে লঙ্কার পুরবাসী পুরবাসিনীগণ সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন।

রাবণ ধ্যানমগ্ন।

সন্ধ্যা-বন্দনা।

গীত

সন্ধ্যা-সূর্য্য প্রণমি তোমার পায়—
সাঁঝের তারকা জ্বালিছে প্রদীপ—
বিহগ ছন্দে গায়!
মেঘ-দল করে তোমারে ব্যজন—
সাগর-ঊর্ম্মি করে আরাধন—
ব্যাকুল পরাণ ও পদ যুগলে
অঞ্জলি দিতে চায়।॥

[গীতান্তে রাবণ ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল। সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। দূর হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সাগরমধ্য হইতে শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদল শ্যাম মূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। মূর্ত্তি হাত উঠাইয়া রাবণকে আশীর্ব্বাদ করিল। ধ্যাননিমীলিতনেত্রে রাবণ কহিতে লাগিলেন।]

রাবণ। আসিয়াছ? আসিয়াছ প্রভু?
যুগ যুগান্তর ধরি প্রতি সাঁঝে
ঢালিতেছি অশ্রুধারা তোমার উদ্দেশে—
এত কাল পরে পড়িল কি মনে?

(মূর্ত্তি কি কহিল)

কি কহিলে? শত্রুরূপে পাব তোমা?
ভুলি নাই ভুলি নাই প্রভু!
ছায়া মম আছে স্মৃতিপটে,—
ঐ সূত্র লক্ষ্য করি,
চালিত করেছি মোর জীবনের ধারা।
বিবেকেরে রুদ্ধ করি কঠিন পেষণে
সাধিতেছি কার্য্য যত অপ্রিয় তোমার।

(পুনরায় মূর্ত্তি কি কহিল)

ধরামাঝে আসিয়াছ রামচন্দ্র রূপে?
নিপীড়ন তোমারে করিতে হবে?
না, না, প্রভু পারিব না—পারিব না তাহা।
নিশি দিন দ্বন্দ্ব করি বিবেকের সনে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন আমি—
কোন্ প্রাণে নির্য্যাতন করিব তোমারে?

(পুনরায় মূর্ত্তি কি কহিল)

কি কহিছ ? ইহা ছাড়া অন্য পন্থা নাই ?
তাই, তাই যদি অভিপ্রায় তব—
তাই হবে, তাই হবে দেব—
নিপীড়ন করিব তোমারে।
কিন্তু—কিরূপে—কিরূপে প্রভু ?
দাও তুমি পথ দেখাইয়া !—

[সহসা মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল—সূর্পনখা প্রবেশ করিল]

রাবণ। কই—কই—কোথা গেলে ?—কোথা গেলে ?
এ কি সূর্পনখা ? সূর্পনখা ! একি ভগ্নি—
প্রাসাদ ত্যজিয়া কেন সাগবেব কূলে ?
কি হ'য়েছে ?

সূর্প। জীবন ত্যজিতে আজি আসিয়াছি হেথা।
রাক্ষস-দুহিতা আমি, অনুজা তোমার,
নরে করে অপমান মোর !
এ কলঙ্ক সহিতে নারিব !
বিসর্জ্জন দিব প্রাণ সাগর-সলিলে।

রাবণ। করিয়াছে নরে অপমান !
কি কহিছ ?
বুঝিতে না পারি ভগ্নি—
সুরক্ষিত লঙ্কাপুরী মাঝে
নর এলো কোথা হতে ?

শূর্প। নহে লঙ্কাপুরী মাঝে—

রাবণ। তবে ?

শূর্প। সংসারের কোলাহল তিক্ত মনে হ'ল—
তাই গিয়াছিনু পঞ্চবটী বনে
দু' দিনের তরে লভিতে বিরাম।

রাবণ। তারপর ?

শূর্প। একদিন আছি ব'সে গোদাবরী তীরে,
আন্‌মনে দেখিতেছি
তরঙ্গের লীলায়িত গতি—
মন্দ মন্দ তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া
চলিয়াছে দূর কোন্ অসীমের পানে।
হেন কালে—দিব্য দেহধারী
পুরুষসুন্দর এক, আসি তথা,
প্রেম নিবেদন করিল আমায় !—
রোষভরে প্রত্যাখ্যান করিনু তাহারে—
তারপর কি কহিব—মুখে নাহি সরে কথা—
কত না লাঞ্ছনা মোরে করিল দুর্ম্মতি !
কহিলাম রোষে,—আমি ভগ্নী রাবণের—
প্রতিফল এর অচিরে পাইবে ;
অবজ্ঞায় হাসিয়া ফিরাল মুখ।
খর ও দূষণ গিয়াছিল মোর সাথে—
'পঞ্চবটী বনে।

কাঁদিয়া গেলাম যথা ভ্রাতাগণ মোর।
হায়! ভাগ্যদোষে ভ্রাতাগণ মোর—
অকালে হারাল প্রাণ রামচন্দ্র রণে!

রাবণ। কি! কি! কি নাম কহিলে?

স্থর্প। রামচন্দ্র—
পিতৃসত্য পালিবারে জনক-নন্দিনী সহ
পশিয়াছে বনে, লক্ষ্মণ এসেছে সাথে
অনুজ তাহার।

রাবণ। রামচন্দ্র? রামচন্দ্র?
কহ ভগ্নি কি রূপ তাহার?
নবদূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর?
আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু?
আজানুলম্বিত বাহু?
নয়ন ভরিয়া যায় রূপের প্রভায়?

স্থর্প। দেখিয়াছ তুমি তারে?

রাবণ। (স্বগতঃ) রামচন্দ্র, রামচন্দ্র,
(প্রকাশ্যে) মানস দেবতা মোর—
রামচন্দ্র আসিয়াছে নিজে?
সত্য এ সংবাদ! কর নাই ভুল?

স্থর্প। খর, দূষণ হত রামচন্দ্র রণে।

রাবণ। আরম্ভ হ'য়েছে যাগ আর চিন্তা নাই।
মরিয়াছে খর—ম'রেছে দূষণ

একে একে—না, না, ভগ্নি,
কহ কিরূপে তুষিব তোমা ?
কিবা চাহ তুমি ?
রত্ন, অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য, সাম্রাজ্য
যাহা চাহ করিব প্রদান ;
আনিয়াছ অপূর্ব্ব সংবাদ।
উৎকট উল্লাসে হৃদি হ'তেছে চঞ্চল—
সে উল্লাস প্রতি লোমকূপ দিয়া
খুঁজিতেছে পথ বাহিরের।
এমন আনন্দ বার্ত্তা ওরে সূর্পনখা
কেহ কভু দেয় নাই মোরে।

সূর্প। একে জ্বলে' মরি অপমান-বিষের জ্বালায়,
উপহাস করিতেছ তাহে !
মোর নির্য্যাতনে এতই উল্লাস ?
বেশ—যত পার কর উপভোগ
ভগিনীর অপমান ;
চক্ষুশূল হইল বিদায়।— [অগ্রসর হইল]

রাবণ। না, না, ভগ্নি ! ক্ষমা কর মোরে,
উন্মাদ হ'য়েছি আমি,
বিকৃত মস্তিষ্ক মোর—
জ্ঞানহারা সম তাই করি আচরণ।
প্রতিকার ? হাঁ...

প্রতিকার অবশ্য করিব।
করিব না?
উৎপীড়ন করিবার এমন সুযোগ,
ওরে সূর্পনখা, আর আসিবে না—
একবার হারাইলে আর আসিবে না।

সূর্প। কি কহিছ বাতুলের প্রায়?

রাবণ। কিছু না, কিছু না ভগ্নি,
কহ কিবা প্রতিকার চাহ এবে তুমি—
অক্ষরে অক্ষরে তাহা করিব পালন।
তোর মুখ দিয়া পন্থা করিবে প্রকাশ,
তাই নিজে কহিল না কিছু।

সূর্প। কে, কি কহিল না?

রাবণ। কেহ নয়—কিছু নয় বোন,
তোর অপমান কথা শুনি
হারায়েছি জ্ঞান,
বল ভগ্নি, বল প্রকাশিয়া—
চাহ তুমি কোন্ প্রতিকার?

সূর্প। রাক্ষস-দুহিতা আমি,
তোমার ভগিনী,
মোরে করিয়াছে অপমান
অনুজ রামের।
খর ও দূষণ হত রামচন্দ্র রণে।

হরি আন, বণিতা তাহার,
সমুচিত প্রতিফল পাবে দুই ভাই।

রাবণ। যাও ভগ্নি, গৃহে যাও,
কালি প্রাতে দুই ভাই বধি,
জানকীরে আনিব লঙ্কায়।

স্থূর্প। না, না, বধিও না একেবারে—
পলে পলে তিলে তিলে
বধ—কর—দোঁহে—
কি ফল লভিবে যদি বধ একেবারে ?
প্রতিহিংসা তৃষা মিটিবে কি তাহে ?
সীতা-হারা হ'য়ে দুই ভাই—
উন্মত্তের প্রায় ভ্রমিবে কাননে,
সাধের নন্দন, শ্মশানে হইবে পরিণত ;
সীতার বিরহে মরিবে রাঘব,
লক্ষ্মণ মরিবে ভ্রাতৃশোকে ;
প্রতিহিংসা তৃষা তবে তৃপ্ত হবে মোর।

রাবণ। বা—! বা—! কেমন সুন্দর ভাবে
তোর মুখ দিয়া করিছে প্রকাশ
নিজ শান্তি কথা—
কিন্তু ভগ্নি,
কেমনে একাকী পাব কুটীরে সীতায় ?

স্থূর্প। মুগ্ধ হ'য়ে রাক্ষসী মায়ায়,

কুটীর ত্যজিয়া যাবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
একাকিনী রবে সীতা পর্ণশালা মাঝে—
হরিয়া আনিবে তুমি !

রাবণ। বিচক্ষণ ! অতি বিচক্ষণ ভগ্নি !—

(মারীচের প্রবেশ)

মারীচ। স্থূর্পনখা ! হেথা তুই ?
পৌরজন পুরনারী সবে
ভাবিয়া আকুল ;
শত রক্ষী ছুটিয়াছে অন্বেষণে তোর,
পঞ্চবটী বন হ'তে একাকিনী গৃহে ফিরি—
কারও সনে নাহি করি কোন বাক্যালাপ—
উন্মাদিনী সম পুনঃ বাহিরিয়া এলি—
একি তোর অদ্ভুত ব্যাভার ?

রাবণ। মারীচ ! সত্যই এসেছ তুমি !
কিম্বা মম নয়নের ভ্রম ?
যেন মনে হয়—
ঈশ্বর প্রেরিত হ'য়ে আসিয়াছ হেথা,—
সাধিবারে অভীষ্ট আমার।

মারীচ। কহ দেব কিবা অভিলাষ ?
সাধ্যায়ত্ত যদি, অবশ্য পুরাব !

রাবণ। শোন হে মারীচ !
জনক-দুহিতা সনে,

বনবাসে আসিয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
পঞ্চবটী বনে বাঁধিয়া কুটীর
করিতেছে বাস;
প্রিয়তমা ভগ্নী মোর
অশেষ লাঞ্ছিতা হ'য়ে লক্ষ্মণের করে,
আসিয়াছে ফিরে;
খর ও দূষণ হত রামচন্দ্র রণে!
করিয়াছি পণ—
প্রতিকার এই অন্যায়ের
অবশ্য করিব।
রক্ষ-নারী অপমান ক'রেছে যেমন,
তেমনি তাহার নারী আনিব হরিয়া।
শ্রেষ্ঠ মায়া ধর তুমি রাক্ষস ভিতরে,
মুগ্ধ করি রাক্ষসী মায়ায়,—
ল'বে ভুলাইয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
পর্ণশালা হ'তে বহু দূরে;—
একাকিনী রহিবে জানকী—
অবহেলে আনিব হরিয়া—
বল, তুমি মোর হইবে সহায়?

মারীচ। ক্ষমা কর, হে রাজেন্দ্র,
পারিবে না দাস;
নাহি জান শ্রীরাম লক্ষ্মণে,

তাই কহ হেন বাণী।
মহাশক্তি ধরে দোঁহে,
অবহেলে ভুবন জিনিতে পারে।
পঞ্চদশ বর্ষ শিশু,
অনায়াসে বধিল মাতায়,
তাড়কা-নন্দন আমি—নাহি হীনবল—
বিনা ক্লেশে পরাভূত করিল আমারে।
কোন মায়া খাটিবে না রাঘবের কাছে—
ছিন্ন করি মায়াজাল তীক্ষ্ণ শরাঘাতে
বধিবে নিশ্চয় ;—
আর শুনিয়াছি ঋষিমুখে
সামান্য মানব নহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নারায়ণ নিজে অবতীর্ণ ধরামাঝে
রামচন্দ্র রূপে !

রাবণ। অত্যধিক সুরাপানে মস্তিষ্ক বিকল
তাই কহ প্রলাপ বচন—
কিম্বা জরা আসি গ্রাসিয়াছে
দুর্জ্জয় সে সাহস তোমার ;
নহে হেন হাস্যকর বাণী
কেমনে আনিলে মুখে ?
নারায়ণ আসি হেথা বৈকুণ্ঠ তেয়াগী—
ভ্রমিতেছে বনে বনে—

হাঃ হাঃ হাঃ—
মারীচ ! উন্মাদ হ'য়েছ তুমি !
নারায়ণ—নারায়ণ—
সত্য যদি নারায়ণ,
হেন হীন কাজ কেমনে করিল ?

মারীচ। হীন নহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভগ্নি তব মিথ্যা ভাষে—
মিথ্যাভাষে উত্তেজিত করিয়াছে তোমা।

স্পূর্ণ। কহিয়াছি মিথ্যাভাষ আমি ?

রাবণ। মারীচ ! বাক্য তব কর প্রত্যাহার।

স্পূর্ণ। প্রত্যাহারে নাহি প্রয়োজন—
নাহি চাহি প্রতিকার ;
সামান্যা রমণী আমি,
মোর অপমানে কিবা যায় আসে ?

রাবণ। শান্ত হও ভগ্নি,
মারীচ ! বাক্য তব কর প্রত্যাহার !

মারীচ। ভাল, বাক্য মম করিতেছি প্রত্যাহার
আদেশে তোমার।
কিন্তু শোন কহি হিতবাণী,
যদি চাহ আপন মঙ্গল,
জানকীহরণ-আশা কর পরিত্যাগ।
নহে, এক জানকীর হেতু—

স্বর্ণ-লঙ্কা হবে ছারখার ;
সবংশে মজিবে তুমি !

রাবণ। হিতবাণী না চাহি শুনিতে,
চাহি আমি জানকীরে ;
হরিয়া আনিব তাঁরে তোমার সহায়ে—
যাও, প্রস্তুত হইয়া এস।

মারীচ। ক্ষমা কর মোরে।

রাবণ। মানিবে না রাজার আদেশ ?

মারীচ। রাজাদেশ যদি, অবশ্য মানিব।
তবে অনুরোধ মোর—
বৃদ্ধ হইয়াছি, মুক্তিলাভ আশে,
ঈশ্বর চিন্তায় যাপিতেছি দিন ;
পাপ কার্য্যে আর মোরে করোনা নিয়োগ !

রাবণ। পাপ কার্য্য ! পাপ কার্য্য !
শত্রুভাবে—ওরে মূর্খ,
শত্রুভাবে তাঁহারে লভিতে হয়।
কেবা জানে—জরাগ্রস্থ হ'য়ে
কতদিন বাঁচিয়া রহিবে ভবে ?
মৃত্যু অন্তে পাবে কি পাবেনা তায় ?
মুক্তি যদি কাম্য তব ?
সত্য যদি ভগবান তোমার শ্রীরাম,
লহ মৃত্যু শ্রীহস্তে তাঁহার।

যুগ যুগ তপস্যার ফলে মাত্র
যা হয় সম্ভব
এক দণ্ডে পাবে তুমি !
যাও, হওগে প্রস্তুত—
কালি প্রাতে যেতে হবে ! [মারীচের প্রস্থান]
যাও ভগ্নি, গৃহে যাও,
কালি তব অভিলাষ নিশ্চয় পূরাব।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

বনবালাগণের গান।

গীত

পঞ্চবটী—পঞ্চবটী !
শীতল ছায়ায় নৃত্য করি বনের বালা আমরা ক'টি !
পঞ্চবটী—মায়াকানন—মনরে ভোলাও মধুর গানে—
শির নোয়ায়ে নন্দনও তাই আপন জীবন ধন্য মানে !
পঞ্চবটীর সবুজ-বনে সবুজ-মনে আমরা খেলি
মনের-মানুষ মিল্‌লে মোরা মন-কুসুমের পরাগ মেলি
পঞ্চবটী—পঞ্চবটী !
নৃত্য করে দোয়েল যেন সুরপুরের নবীন নটি !

[গীতান্তে বনবালাগণের প্রস্থান]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

পঞ্চবটী

পুষ্পিতবৃক্ষরাজি পরিবৃতা গোদাবরী।

রাম ও সীতা।

সীতা গাহিতেছেন।

গীত

তুমি যদি থাকো পাশে
বনবাস হয় স্বর্গ-মধুর, মেঘে ঢাকা চাঁদ হাসে!
আকাশে বাতাসে হয় কানাকানি—
পুষ্প-পরাগ দেয় হাত ছানি—
না বলা কথায় হয় জানাজানি
কিবা চাই মধুমাসে!
তোমার বাহুর মালিকা পরিয়া তৃণ গণি যত ত্রাসে
তুমি যদি থাকো পাশে॥

রাম। হেমন্তের যাদুদণ্ড পরশনে
কি মোহিনী সাজে সেজেছে বনানী!
সৌন্দর্য্য শোভায় এই পঞ্চবটী—
পরাজিত করিয়াছে নন্দন কাননে।
দেবতা-বাঞ্ছিত এই রম্য উপবন
নহে কি—নহে কি প্রিয়ে?

শ্রেষ্ঠ শতগুণে,
গ্লানিময় সংসারের কোলাহল হ'তে ?

সীতা। সত্য প্রিয়তম, শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
এমন করিয়া, এত কাছে,
নিশিদিন তোমারে পাইব
কল্পনায় আনি নাই মনে—
কভু ভাবি নাই, জননীর অভিশাপে
বনবাস স্বর্গবাসে হবে পরিণত !

রাম। সত্য প্রিয়তমে, অভিমান জেগেছিল মনে-
অভিষেক দিনে যবে বিমাতা আমার,
সত্যে-বদ্ধ করিয়া পিতায়,
পাঠাইলা মোরে বনবাসে,
চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে—
অশ্রুধারা এসেছিল নেমে,
যবে তুমি প্রিয়ে—
ত্যজি স্বর্ণ অলঙ্কার, বসন ভূষণ,
অজীন বল্কল বাসে হইলে সজ্জিতা !
সুগভীর দুঃখে হৃদি উঠেছিল ভরি,
সর্ব্বসুখ পরিহরি, লক্ষ্মণ যখন,
কাঁদায়ে সুমিত্রা মায়ে, কাঁদায়ে জায়ায়,
বল্কল পরিয়া আসি দাঁড়াইল পাশে ;
এবে মনে হয়—চতুর্দ্দশ বর্ষ কেন ?

যুগ যুগান্তর, আজীবন রহি হেথা তোমারে লইয়ে।
রাজ্য সুখ—অতি তুচ্ছ এর কাছে ;
স্বর্গ সুখ—তাও যেন তুচ্ছ মনে হয় !

সীতা। স্বপ্নে মম কেটে যায় দিবস যামিনী,
মধুব বিশ্রম্ভালাপে কেটে যায় দিন,
নিশা কাটে সুনিবীড় বাহুর বন্ধনে,
পুত্রসম সেবা করে দেবর লক্ষ্মণ,
সত্য প্রিযতম, সেই যে গিয়াছে চলি
ফল অন্বেষণে, এত বেলা হ'ল
কই আসিল না ফিবে ?

রাম। আসিবে এখনি, চল প্রিয়তমে,
চল যাই দেখি গিয়া গোদাবরী শোভা !—

[দুইজনে হাত ধরাধবি করিয়া গোদাবরী তটে বেড়াইতে লাগিলেন, হঠাৎ পর্ব্বত পাদ-দেশে সীতা স্বর্ণমৃগ দেখিতে পাইযা উল্লাসে নাচিযা উঠিলেন।]

সীতা। আর্য্য পুত্র, দেখ দেখ, কি সুন্দর মৃগ !
স্বর্ণাকারে রৌপ্য বিন্দু শোভিছে কেমন !
লোমকূপে বত্নপ্রভা ঝলকিছে কিবা,
হেন অপরূপ মৃগ দেখিয়াছ' কভু ?
সাধ হয়, কুটীরে রাখিয়া পালি সযতনে,
অযোধ্যায় যাব যবে লয়ে যাব সাথে,
উর্ম্মিলারে দিব উপহার !
দেহ নাথ ধরিয়া উহারে ?

রাম। চকিত চঞ্চল পশু,
ক্ষীণ শব্দে লুকাইবে ঘোর বন মাঝে,
কেমনে ধরিব প্রিয়ে ?

সীতা। না পার ধরিতে, বধি আন ওরে,
সুন্দর আসন হবে চর্ম্মেতে উহার—
কৌশল্যা জননী তরে লয়ে যাব সাথে।
যাও প্রভু, বিলম্ব করোনা আর,
এখনি লুকাবে কোথা পাবে না খুঁজিয়া।

রাম। ফেরে নাই লক্ষ্মণ এখনো।
একাকিনী রাখিয়া তোমায়
কেমনে যাইব আমি ?

(নানাবিধ ফল লইয়া লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। আর্য্য !

সীতা। এসেছ দেবর ! আঃ বাচিলাম,
যাও প্রভু, বিলম্ব করোনা আর।

লক্ষ্মণ। কোথায় যাইবে প্রভু ?

রাম। ঐ দেখ, স্বর্ণ মৃগ দেখি
জানকীর জাগিয়াছে সাধ,
উহারে ধরিতে হবে।

সীতা। মোর তরে বুঝি ?
বলি নাই লয়ে যাব ঊর্ম্মিলার তরে ?

রাম। জীবিত ধরিতে নারি, বধি যদি ওরে, চর্ম্ম দেবে কারে ?

সীতা। কেন জননীরে !
ভগ্নি মোর, কি করিবে আসন লইয়া ?
(লক্ষ্মণ এক দৃষ্টে মৃগ দেখিতেছিলেন)
লক্ষ্মণ। কভু নহে মৃগ, মায়াধর রাক্ষস নিশ্চয়।
সীতা। কেমনে বুঝিলে ?
লক্ষ্মণ। কেহ কভু দেখিয়াছে—
কভু শুনিয়াছে স্বর্ণমৃগ কথা ?
সীতা। যাহা দেখ নাই, শোন নাই—তাহার অস্তিত্ব নাই,
হেন সত্য আবিষ্কার করিলে কেমনে—
(একটি নূতন ফল লইয়া)
এই যে নূতন ফল পূর্ব্বে দেখ নাই।
ইহাও কি রাক্ষসীয় মায়া !
কি কহ দেবর ?
লক্ষ্মণ। নহে পরিহাস দেবি, সত্য কহি—
নহে মৃগ, মায়াধর রাক্ষস নিশ্চয় !
সীতা। সত্য যদি নহে মৃগ, সত্য যদি ছল করি মায়াধর কেহ,
তপোবন শান্তিভঙ্গ করিবার আশে,
এসে থাকে হেথা—
শাস্তিদান অবশ্য উচিত।
নহে প্রিয়তম ?
রাম। সত্য, সত্য কথা ব'লেছে জানকী
তপোবনে শান্তিরক্ষা কর্ত্তব্য আমার।

লক্ষ্মণ। জানি প্রভু, তবু মনে হয়
ঐ মৃগ হ'তে বিপদ ঘটিবে বুঝি !

রাম। কর্ত্তব্য পালনে বিপদ যদ্যপি আসে,
সানন্দে বরিতে হবে তারে—
যাও ভাই, লয়ে এস শর শরাসন
বিলম্বে লুকাবে মৃগ বন অন্তরালে।

[লক্ষ্মণ শরাসন আনিতে কুটীরে প্রবেশ করিল]

সীতা। ঐ যা পালাল বুঝি !
না, না, ঐ যে আসিছে পুনঃ—
দেবর, আইস সত্বর।

[কুটীর হইতে শরাসন লইয়া লক্ষ্মণ রামকে দিলেন]

রাম। যতক্ষণ নাহি ফিরি,
একাকিনী রাখিয়া সীতায়
কোথাও যেওনা ভাই,
মায়াবী রাক্ষস যদি—
এখনি আসিব ফিরি
বধিয়া তাহারে।
(সীতার প্রতি) আর মৃগ যদি হয়,
জীবিত কি মৃত তোমারে আনিয়া
দিব উপহার !
আসি তবে প্রিয়ে—
লক্ষ্মণ সাবধানে থাকিও কুটীরে। [প্রস্থান]

(সীতা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন।)

সীতা। না, আর দেখা নাহি যায়—(লক্ষ্মণের দিকে ফিরিয়া)
এ কি হে দেবর, মৌন কেন?
কার তরে ভাবান্তর হেন,
সূর্পনখা তরে?

লক্ষ্মণ। সত্য দেবি! যেই দিন হ'তে
সূর্পনখা গেছে ফিরে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে,
সেই দিন হ'তে—

সীতা। ঊর্ম্মিলারে পড়িতেছে মনে অবিরত,
তাই বল—
আমি বলি দেবর আমার
শোকাকুল কাহার বিরহে!

(দূর বন হ'তে করুণ আর্ত্তনাদ ভাসিয়া আসিল)

ও কি ও!
কাহার করুণ কণ্ঠ আসিছে ভাসিয়া
দূর বন হ'তে!

লক্ষ্মণ। বায়ুর ক্রন্দন শুনি
মানুষের কণ্ঠ বলি করিতেছ ভ্রম—
আর পরিহাস কর মোরে—

সীতা। নহে বায়ুর ক্রন্দন,
মানুষের আর্ত্তনাদ ঠিক শুনিয়াছি। [নেপথ্যে আর্ত্তনাদ]
ঐ পুনঃ, ঐ শোন সুস্পষ্ট এবার—

রাঘবের আর্ত্তনাদ,
কি হবে দেবর ?

লক্ষ্মণ। শান্ত হও দেবি,
নহে রাঘবের আর্ত্তনাদ,
রাঘবের শরে হত—
রাক্ষসের অন্তিম চীৎকার।

সীতা। নহে—নহে—রাক্ষসের আর্ত্তনাদ,
রাঘবের কণ্ঠ আমি ঠিক শুনিয়াছি ;
যাও ভাই, দেখ আগুসারি—
বিপদে পড়িল বুঝি রঘুনাথ মোর !

লক্ষ্মণ। বিপদে প'ড়েছে রঘুমণি—
হেন অসম্ভব কথা—
কেমনে আনিলে মনে ?
রাক্ষস কি ছার,
একেশ্বর রামচন্দ্র ভুবন জিনিতে পারে !
স্থির হও দেবি,
এখনি ফিরিবে প্রভু রাক্ষসে বধিয়া।

সীতা। প্রিয়ের কাতর কণ্ঠ বাজিছে শ্রবণে
কেমনে হইব স্থির ?

[নেপথ্যে রামের স্বর অনুকরণে—"কোথায় লক্ষ্মণ, মরিলাম রাক্ষসের শরে"]

সীতা। ঐ শোন,
কাতর ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিছে তোমায়,

যাও ভাই—যাও,
বাঁচায়ে শ্রীরামে মোর—বাঁচাও আমায়।
হায়! হায়!
কি সর্ব্বনাশা সাধই জেগেছিল মনে—
মজানু স্বামীরে মোর, মরিলাম নিজে।

লক্ষ্মণ। শঙ্কা ত্যজ দেবি,
শ্রীরামে বধিতে পারে
ত্রিভুবনে নাহি হেন জন!
নিশ্চয় রাক্ষসী মায়া।
ছলে ভুলাইয়া নিতে চায় মোরে
কুটীর বাহিরে।

সীতা। মায়া! মায়া! মায়াতঙ্ক হইয়াছে তব—
সর্ব্বঘটে দেখিতেছ মায়ার বিকাশ।
কেন নাহি কহ!
শঙ্কা তব জাগিয়াছে হৃদে?
না, না, বৎস কহিয়াছি কটুভাষ—করিও না ক্ষোভ,
স্বামীর বিপদ ভাবি হারায়েছি জ্ঞান।

[নেপথ্যে—"কোথায় লক্ষ্মণ, মরিলাম রাক্ষসের শরে"]

সীতা। ঐ শুন, কাতরে ডাকিছে রঘুমণি;
যাও ভাই, যাও ত্বরা— [লক্ষ্মণের মৌনভাবে অবস্থান]
তথাপি নিশ্চল?
লক্ষ্মণ! ভ্রাতৃজায়া আমি তব—

করজোড়ে—না, না,
পদে ধরি করিহে মিনতি—
রক্ষা কর স্বামীরে আমার !

লক্ষ্মণ। ক্ষম মোরে দেবি !
বিপদের মুখে তোমারে ফেলিয়া একা,—
কোনমতে যাইতে নারিব।

সীতা। বিপদ !
স্বামীর বিপদ হ'তে কি আছে বিপদ ?
চরম বিপদ আজি গ্রাসিয়াছে মোরে।
অবুঝ লক্ষ্মণ, কেমনে বুঝাব তোমা !
স্বামীর মঙ্গল তরে,—
বিপদ সামান্য কথা,
অনায়াসে এ জীবন দিতে পারি ডালি।

[নেপথ্যে—"কোথায় লক্ষ্মণ, মরিলাম রাক্ষসের শরে"]

সীতা। ঐ পুনঃ উঠে আর্ত্তনাদ—
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ, পাষাণে বাঁধিয়া হৃদি
কেমনে রয়েছ' স্থির আকুল আহ্বানে ?

লক্ষ্মণ। শুন দেবি,—

সীতা। না—না—না—
কোন কথা শুনিব না আমি।
যাও তুমি, দিতেছি আদেশ—
আজ্ঞা মোর পালিতেই হবে।

লক্ষ্মণ। ক্ষমা কর মোরে,
পারিবে না দাস।

সীতা। পারিবে না!— [বিস্ময়ে লক্ষ্মণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]
সত্যই লক্ষ্মণ তুমি?
কিম্বা লক্ষ্মণের ছদ্মবেশধারী কোন জন?
না, না, ভুলেছিনু, বিমাতা-নন্দন তুমি,
ধীরে ধীরে আত্মরূপ করিছ প্রকাশ,
ভরত ল'য়েছে রাজ্য, তুমি চাহ নারী!

লক্ষ্মণ। দেবি! দেবি!—

সীতা। স্তব্ধ হও পশু!
অন্ধ নহি আমি।
ক'দিন হইতে ভাবান্তর তব
লক্ষ্য করিতেছি।
বুঝি নাই এত ছল তোমার হৃদয়ে!
মায়া-মৃগ তোমারই সৃজন।
শ্রীরামেরে হত্যা করি রাক্ষস-সহায়ে
আমারে লভিতে চাহ!

লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও দেবী।
উন্মত্তার সম—

সীতা। কিন্তু বৃথা আশা তব,
বৃথা তুমি করিয়াছ এত আয়োজন,
অকারণে ভ্রাতৃবধ করিতেছ পশু।

যদি ভেবে থাকো মনে—
রামের বিহনে সীতা ভজিবে লক্ষ্মণে,
জেন' মনে, ভ্রম—ভ্রম—মহাভ্রম তব।

লক্ষ্মণ। মাতা! মাতা! আর নাহি কহ,
গলিত সীসক সম তব বাক্য বিষ
পশিয়া শ্রবণে মোর,
জ্বালাইছে সর্ব্ব অঙ্গ অসহ্য দহনে;
মাতা হ'য়ে পুত্র প্রতি হেন কুবচন
কোন্ প্রাণে করিলে প্রয়োগ?
হেন নিদারুণ বাণী কেমনে আনিলে মুখে?

সীতা। ভান্, ভান্, সব ভান্ তব।
ইক্ষাকু বংশের গ্লানি,
সাধুত্বের মুখস পরিয়া
আর মোরে ভুলাতে নারিবে।

লক্ষ্মণ। মাতা! [নেপথ্যে "লক্ষ্মণ"]

সীতা। যাও, দূর হও কাপুরুষ,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর যদি
আত্মঘাতী হব আমি!

লক্ষ্মণ। নাহি প্রয়োজন দেবি, যাইতেছি আমি—
অটুট ধৈর্য্যের বাঁধ টুটেছে এবার;
যাইতেছি মাতা—
নিশ্চিত বিপদ আছে দাঁড়ায়ে দুয়ারে,

তবু যাইতেছি।
শোন দেবি—
যত না দিয়াছে ব্যথা রূঢ় ভাষ তব,
তা' হ'তে অধিক ব্যথা বাজিয়াছে প্রাণে—
তব হীনতায়।
মাতা হ'য়ে কহ হেন দুরক্ষর বাণী!
ত্রয়োদশ বর্ষ ধরি নিশি দিন
পুত্ররূপে করিয়াছি সেবা—
আজি তুমি, সে সেবা ভুলিয়া,
বিনা দোষে অকারণে
কটু ভাষে বিঁধিলে আমায়!
শোন মাতা!
সত্য যদি একনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী আমি,
সত্য যদি রাম মোর জীবন অধিক,
সত্য যদি থাকে ধর্ম্ম, সত্য ভগবান,
সত্য কহিতেছি, নিশি দিন অনুতাপে—
না, না, না, উন্মাদ হ'য়েছি আমি,
রাঘব জীবন তুমি জননী আমার—
যত পার হান শেল বুকে—
প্রতিঘাত করিতে নারিব।
শ্রীরামে অর্পিয়া তব করে
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন।

বিদায় চরণে দেবি, শুধু অনুরোধ—
সাবধানে রহিয়ো কুটীরে।
বংশের দেবতা,
রক্ষা ক'রো অবোধ সীতায় !— [প্রস্থান।]

সীতা। [লক্ষ্মণ চলিয়া গেলে কিয়ৎক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।]
লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! [লক্ষ্মণ ফিরিলনা দেখিয়া]
গেছে চ'লে অভিমানভরে।
অবিচার—অবিচার করিয়াছি
বিনা দোষে মর্ম্মে তার দিয়াছি আঘাত।
[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কুটীরে প্রবেশ করিলেন।]

(ছদ্মবেশী রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। দেবি !

সীতা। (কুটীরাভ্যন্তর হইতে) লক্ষ্মণ, আসিয়াছে রঘুনাথ ?
(ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন) কে তুমি ?

রাবণ। অতিথি দুয়ারে তব ?

সীতা। অতিথি !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর দেব !
স্বামী ও দেবর মোর
মৃগয়া কারণে পশিয়াছে বনে,—
এখনি আসিবে ফিরি।

রাবণ। আসিবে না, আসিবে না দেবী।
মায়ার প্রভাবে ভৃত্য মোর,

স্বামী ও দেবরে তব, লয়েছে ভুলায়ে,
কুটীর হইতে বহু দূরে—
কি উদ্দেশ্য বুঝেছ নিশ্চয়,
একাকিনী রবে তুমি পর্ণশালা মাঝে
হরিয়া লইব তোমা !

সীতা। হরণ করিবে মোরে ?
কেন ? কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি ?

রাবণ। অপরাধী নহ তুমি,
স্বামী ও দেবর তব করিয়াছে গুরু অপরাধ।

সীতা। করিয়াছে অপরাধ শ্রীরাম লক্ষ্মণ !
মিথ্যা কথা।

রাবণ। মিথ্যা নহে, সত্য কহিতেছি—
শুন দেবি,
নহি আমি ভিখারী অতিথি—
লঙ্কেশ্বর—দশানন নাম মম।
স্বর্পনখা ভগ্নী মোর,
দেবরের করে তব
অশেষ লাঞ্ছিতা হ'য়ে গিয়াছে ফিরিয়া ;
স্বামী তব বধিয়াছে ভ্রাতৃগণে মোর,
হরিয়া তোমায় শাস্তি দিব উভয়েরে।
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর রাঘবের তুমি,
তেঁই হেন শাস্তি ক'রেছি বিধান।

সীতা। লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,
রূঢ় ভাষে বিঁধেছি তোমায়
হাতে হাতে প্রতিফল পাইতেছি তার।
এস, এস ফিরে কর্ত্তব্য সাধক,
মাতা তব প'ড়েছে বিপাকে।
রাবণ। বৃথা, বৃথা এ ক্রন্দন দেবী,
কেহ আসিবে না।
সীতা। তবে? তবে কি হবে উপায়!
না, না, পরিহাস করিতেছ তুমি,
কি স্বার্থ লভিবে বল আমারে লইয়া?—
রাবণ। বিনা স্বার্থে আসি নাই হেথা,
তোমা হ'তে পরমার্থ লাভ হবে মোর।
যুগ যুগান্তর ধরি'—
তব রূপ ধ্যান করিয়াছি;
বহু ভাগ্যে পাইয়াছি দেখা,
আর কি ছাড়িতে পারি?
সীতা। দয়া কর, দয়া কর মোরে!
নারী আমি, জননী তোমার,
জানুপাতি করজোড়ে ভিক্ষা চাহিতেছি-
মুক্তিভিক্ষা দেহ মোরে!
রাবণ। নিরুপায়—নিরুপায় দেবি,
করিও না অনুরোধ!

সীতা। উপরোধ অশ্রুজল নারীর সম্বল।
দুর্ব্বলা রমণী আমি,
তোমা সম শক্তিমানে
বিরত করিতে পারি—অনুরোধ বিনা,
হেন শক্তি কি আছে আমার ?
রাজা তুমি, রক্ষক নারীর—
নৃপতিত্ব দিয়া বিসর্জ্জন, নারীত্বের অপমান—
না,—না—তুমি কভু করিবে না !

রাবণ। আজি নহে,
বহু দিন হ'তে মনুষ্যত্বে রেখেছি ঢাকিয়া
পশুত্বের আবরণে।
অনাচারে অবিচারে করিয়াছি সার,
নিষ্ঠুরতা করিয়াছি জীবন-সম্বল।

সীতা। না, না, নিষ্ঠুর নহ ত তুমি,
চক্ষে তব অনুকম্পা উঠেছে ফুটিয়া।
বল, বল, মুক্তিদান করিলে আমায় ?

রাবণ। [নিরুত্তর]

সীতা। বল, বল, নীরব থেকো না আর
অসহ্য সংশয়ে প্রাণ হ'য়েছে অস্থির !

রাবণ। চ'ক্ষে মোর অনুকম্পা উঠেছে ফুটিয়া ?
হাঃ, হাঃ, হাঃ,—
ভুল, ভুল, ভুল তুমি দেখিয়াছ দেবী ;

অটল সঙ্কল্প মোর—
উপরোধ অশ্রুজলে টলিবে না কভু।
সময় বহিয়া যায় কথায় কথায়।
স্ব ইচ্ছায় যাবে তুমি ?
কিম্বা লাঞ্ছিতা হইতে চাহ পর-পরশনে ?

সীতা। না, না, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মোরে ;
অপবিত্র স্পর্শে তব
কলঙ্কিত করিয়ো না শরীর আমার,
স্ব ইচ্ছায় যাইতেছি আমি।
গোদাবরী, চির সখী মোর
আমারে বিদায় দাও চিরদিন তরে,
কহিয়ো শ্রীরামে,
একাকিনী অসহায়া পাইয়া সীতায়,
হরণ করিল আসি লঙ্কার রাবণ।
হায়! হায়!
নিজে আমি নিজ পায়ে হেনেছি কুঠার।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
অভিমানে থেকো না লুকায়ে আর,
এস, এস ছুটে শ্রীরামে লইয়া সাথে।
রাক্ষস-কবল হ'তে ত্রাণ কর মোরে।

রাবণ। রথে চড়ি যত পার ডাকিয়ো লক্ষ্মণে,
যত পার করিয়ো ক্রন্দন, বাধা নাহি দিব ;

কিন্তু অযথা বিলম্ব কর যদি,
স্ব-ইচ্ছায় যদি নাহি যাও
বাধ্য হব অঙ্গ পরশনে।

সীতা। চল, যাইতেছি—
প্রাসাদ হইতে প্রিয় হে মোর কুটীর!
জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ
তব অঙ্কে ক'রেছি যাপন,
আজি শূন্য করি কোল তব
চলিলাম মরণের পানে।

রাবণ। বুঝিয়াছি—যাই-যাই করি নিতেছ সময়—

[বহু দূর হইতে রামকণ্ঠে ভাসিয়া আসিল "সীতা"।]

রাবণ। এস ত্বরা!—(হাত ধরিলেন।)

সীতা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও মোরে!
অগ্নি সম স্পর্শে তব,
জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, সর্ব্ব অঙ্গ মোর;
শোন্, শোন্ দুরাচার,—
সত্য যদি সতী আমি,
সত্য যদি কায়মনে সেবে থাকি রামে,
সত্য কহিতেছি—
সবংশে মজিবি তুই আমার কারণ!

রাবণ। হাঃ, হাঃ, হাঃ—

[সীতাকে লইয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর।

শবরীর আশ্রম সম্মুখ।

(শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

রাম। ঐ শোন্—ঐ শোন্—
আকুল স্বননে কাঁদি কহে সমীরণ
সীতা নাই—সীতা নাই—
কলস্বনা স্রোতস্বিনী কাতর করুণ স্বরে
করে প্রতিধ্বনি—
সীতা নাই—সীতা নাই—
জলে, স্থলে, গিরিগাত্রে,
বন-বনান্তরে, সর্ব্ব চরাচরে,
উঠে শুধু এক ধ্বনি—
নাই—নাই—সীতা নাই—
ঐ দেখ—ঐ দেখ—
লুকায়েছে দিবাকর মেঘ অন্তরালে!
সীতার দুর্গতি হেরি
নবীন নীরদ যেন ফেলে অশ্রুজল!

পক্ষিকুল ত্যজেছে কুজন
সমস্ত প্রকৃতি ম্লান জানকী বিরহে।
বৃথা—বৃথা রে লক্ষ্মণ,
বৃথা সীতা অন্বেষণ !
সীতা নাই—সীতা মোর নাই।

লক্ষ্মণ। কি হেতু উতলা দেব !
ধীরতার প্রতিমূর্ত্তি যিনি,
সাজে কি তাঁহার আর্য্য হেন অধীরতা ?

রাম। জানকীর সাথে—
জানকীর সাথে রে লক্ষ্মণ,
ধৈর্য্য মোরে করিয়াছে ত্যাগ।
নহে রাজ্য নাশ—নহে বনবাস—
সীতা—প্রিয়ানুজ মোর !—সীতা—
সর্ব্ব সম্পদের সার,
প্রাণ হ'তে প্রিয়,
জীবন স্পন্দন মোর,
সেই সীতা—সেই সীতা মোর নাই—
কহ কেমনে রহিব স্থির ?

লক্ষ্মণ। ভ্রান্ত এ ধারণা আর্য্য !
মায়াবী রাক্ষস দশানন
জানকীরে করিল হরণ।
পিতৃসখা জটায়ু বচন

বিস্মরণ হইলে কেমনে ?
দেবীরে রক্ষিতে গৃধ্ররাজ
নিজ প্রাণ দিল অকাতরে ।
গৃধ্রবাক্য সমর্থন কবন্ধ করিল—
সে দানব কহিল সকল কথা—
দক্ষিণ দেশেতে বাস,
রাক্ষস নৃপতি—নাম দশানন,
জননীরে ছলে নিল হরি ।
বালী-বিতাড়িত অনার্য্য নৃপতি
সুগ্রীব সুধীর—
পঞ্চমিত্র সনে ঋষ্যমূকে করিছে বসতি ।
কবন্ধের উপদেশ মত
মিত্রতা তাহার সনে করিতে উচিত ।
সাহায্যে তাহার, কহিল দানব—
জননীর হইবে উদ্ধার ।

রাম । স্তোক বাক্য—স্তোক বাক্য যত—
শোকে মুহ্যমান হেরি
যুগল তাপসে,
স্তোক বাক্যে ভুলায়েছে মায়াবী দানব ।

লক্ষ্মণ । স্পর্শ করি রাজীব চরণ যাঁর—
মহাপাপী দনুর তনয়,
দিব্য দেহ ধরি—

মুক্তিপথে করিল প্রয়াণ,
স্তোক বাক্যে সেই ভুলাবে রাঘবে।
এ কভু সম্ভব নয়!
নিশ্চয় সুফল প্রভু অনার্য্য মিলনে।
মনে হয় এই ঋষ্যমূক—
কবন্ধ নির্দ্দেশমত মিলিছে সকলি।
হের ওই উপত্যকাতলে
প্রাণারাম চারু উপবন—
পদতলে মৃদু কুলু স্বরে
বহে ধীরে মন্থর গামিনী পম্পা,
তীরে যার শত শত ঋষির আশ্রম।
এই পথ—
এই পথে যেতে হ'বে
কপিরাজ পাশে।

রাম। বুঝিতে না পারি প্রিয়ানুজ,
সখ্যতা স্থাপন করি অনার্য্যের সনে
কি ফল ফলিবে!
দুরন্ত মায়াবী দুর্ম্মদ রাক্ষস দশগ্রীব—
সন্ধান তাহার হীন কপি
দানিবে কেমনে?
কেমনে বা সাহায্যে তাহার
জানকীর হইবে উদ্ধার?

লক্ষ্মণ। সামান্য নহেক প্রভু কবন্ধ দানব!
ভূত, ভবিষ্যৎ প্রাক্তনের কথা
যে জন কহিতে পারে,
সে জন সামান্য কভু নয়।
তাই মনে হয়—
বাক্য তার অবশ্য ফলিবে।
অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশ হ'তে
যেন কোন্ অশরীরী বাণী
কহিতেছে মোরে—
কর কার্য্য কবন্ধের উপদেশ মত,
সখ্যতা স্থাপন কর সুগ্রীবের সনে,
মনোরথ অবশ্য পূরিবে।
হে অগ্রজ!
অন্যমন নাহি কর আর,
চল ত্বরা যাই ঋষ্যমূক।

রাম। ক্ষণেক—ক্ষণেক বিশ্রাম ভাই—
শ্রান্ত, ক্লান্ত, চরণ চলে না আর। [বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।]

(শবরীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত

এই কেশ ছিল কুঞ্চিত কালো উর্ম্মী সম—
আঁখি-তারকায় ছিল জ্যোতিঃ প্রেম বক্ষে মম!

সেই যুগ হ'তে প্রতি অনুপল—
নয়ন-সলিল ঢেলেছি কেবল—
অশ্রুবন্যা আনিল তোমারে—হে অনুপম
শুভ্র কেশের প্রণতি লহগো নম হে নম।
এতদিন শুধু রচেছি শয্যা বরণ ডালা—
হে নীল বরণ! কণ্ঠে পরাবো শুষ্ক মালা!
যেই ফুলে মধু ছিল এত দিন—
কালের পরশে হয়েছে মলিন—
তবু সেই মালা গলে নিতে হবে হে মনোরম
এসো হে শ্রীরাম ধন্য করিবে জীবন মম!—

[গীতান্তে রামকে প্রণাম করিল।]

রাম। কে তুমি জননী?
সামান্য মানব আমি,
নহি নমস্য তোমার।
কানন-বাসিনী তপস্বিনী তুমি—
কহ মাতা,—
মোর পাশে কিবা প্রয়োজন?

শবরী। আনন্দে না সরে বাণী—
কেমনে কহিব মোর কিবা প্রয়োজন!
মাস, বর্ষ, যুগ ধরি,

প্রতি দণ্ড, প্রতি পল,
ব্যাকুল আগ্রহে কাটায়েছি
প্রতীক্ষায় যাঁর—
পত্রের মর্ম্মরে, বায়ুর স্বননে,
দ্রুত হ'ত বক্ষের স্পন্দন
যাঁর আগমন স্মরি—
সেই কামনার নিধি,
ধ্যানের দেবতা—
যুগ যুগ তপস্থার ফলে
নয়ন সমক্ষে মোর !
কিবা অপরূপ কান্তি মনোহর ?
নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম কলেবর,
নীল দ্যুতি নয়ন কমলে !
ইষ্ট-মূর্ত্তি তুমি মোর—
কহ নরোত্তম !
নিশ্চয় রাঘব তুমি—
সঙ্গে তব অনুজ লক্ষ্মণ ?

রাম । সত্য মাতা আমি রাম,
সঙ্গে মোর অনুজ লক্ষ্মণ ।
নহে নরোত্তম—
ইক্ষ্বাকু বংশের গ্লানি,
ভাগ্য বিতাড়িত, স্বজন বান্ধব হারা !

অতি হীন অপদার্থ—
অসমর্থ পত্নীর রক্ষণে!

শবরী। পরমার্থ—পরমার্থ তুমি মোর।
নীচকুলোদ্ভবা শবর রমণী আমি,
সেবি তব রাতুল চরণ,
লভিব মুক্তির পথ—
যুগ যুগ ধরি সেই আশা প্রতীক্ষায়,
যাপিয়াছি দিবস শর্ব্বরী
একাকিনী বিজন কাননে!
তব আশা পথ চাহি রঘুমণি,
প্রতি প্রাতে আহরণ করিয়াছি
ফলের সম্ভার—
করেছি চয়ন পুষ্প রাশি রাশি
অর্ঘ্য দিব বলি,—
আশায় কেটেছে দিবা
রাত্রি নিরাশায়—
আজি আশা নিরাশার শেষ মোর।
পূর্ণ মনোরথ—
ইষ্ট-মূর্ত্তি সম্মুখে আমার।
উল্লাসে নাচিছে হিয়া,
রোমাঞ্চিত কায়,
এ আনন্দ ধরিয়া রাখিতে নারি!

এস রাম কুটীরে আমার,
আতিথ্য সৎকার করি ধন্য হই আমি।

রাম। চল প্রিয়ানুজ—
বিকল অন্তর মোর ক্ষুধার তাড়নে ;
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ !
চল যাই শবরী কুটীরে,
সুখাদ্য সুপেয় লভি, রক্ষিব জীবন।

লক্ষ্মণ। বুঝিতে না পারি আর্য্য তব আচরণ ?
অস্পৃশ্য শবর নারী—
গৃহে তার করিবে ভোজন ?

রাম। রে অবোধ, সংসারে অস্পৃশ্য কেবা ?
স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য শুধু মনের বিকার।
হীন আভিজাত্য করে খেলা
এই ভেদ মূলে !
ভাগ্যানুগৃহীত নর,
ক্ষিপ্ত হ'য়ে ক্ষমতার তীব্র মদিরায়,
প্রভুত্ব লালসা হেতু,
সৃজিয়াছে এই ভেদাভেদ।
কে ব্রাহ্মণ ?
কেবা হরিজন !
পরমাত্মা বিরাজিত সর্ব্ব আত্মা মাঝে।
আত্মা কভু নহে ভিন্ন পরমাত্মা হ'তে ;

তোমার আমার মত সেই আত্মা করে বাস
যাহার হৃদয়ে—
অস্পৃশ্য সে হইবে কেমনে ?
উপরন্তু—
স্নেহ, দয়া, ভক্তি, প্রীতি,
পূত স্বত্বগুণে,
অলঙ্কৃতা শবর রমণী—
শুধু স্পৃশ্যা নয়—নমস্যা আমার।
চল মাতা—
ক্ষুৎ পিপাসায় হয়েছি কাতর,
আহার্য্য পানীয় দানে সুস্থ কর মোরে !

[গীত গাহিতে গাহিতে অগ্রে শবরী ও পশ্চাতে রাম ও লক্ষ্মণের প্রস্থান।

গীত

তবু সেই মালা গলে নিতে হবে হে মনোরম
এসো হে শ্রীরাম ধন্য করিবে জীবন মম !—

কুটীর মধ্য হইতে শবরীর মধুর কণ্ঠে রামস্তুতিগান ভাসিয়া আসিতে লাগিল।]

(হনুমানের প্রবেশ)

হনুমান। রাম নাম স্তুতিগান
ভেসে আসে ধীর সমীরণে
এ গহন বনে—
কে আছে রামের ভক্ত ?
কে করিছে স্তুতিগান এই ?

কিম্বা আসিল কি রাম রঘুমণি ?
সফল হইল কিরে জীবন সাধনা ?
ভাগ্য কি মিলাল আজি কামনার নিধি ?
আকুল তৃষিত আঁখি—
হেরিবারে যেই সুন্দর সুঠাম তনু—
শ্যাম কলেবর,
সত্য কি হেরিবে আঁখি
সে মোহন রূপ ?
কোথা তুমি ? কোথা ভকত বৎসল !
যদি এসে থাক, দেখা দাও প্রভু !

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

রাম। পরিতৃপ্ত—পরিতৃপ্ত আজিরে লক্ষ্মণ
শবরীর আতিথ্য সৎকারে।
এত তৃপ্তি পাই নাই রাজভোগে কভু !
ভক্তি, প্রীতি, অনুরাগে,
আহরিত বনের সুস্বাদু ফল,
স্বচ্ছ স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী জল,
শতগুণে উপাদেয় রাজভোগ হ'তে ;
এক দণ্ডে ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিল আমার।

হনু। (স্বগতঃ) নবদূর্ব্বাদল শ্যাম তনু
স্বচ্ছ নীল নয়ন-কমল,
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সুন্দর।

যোগী বেশ—
করে শোভে কার্ম্মুক বিশাল
নিশ্চয় রাঘব মোর।
(প্রকাশ্যে) নরশ্রেষ্ঠ ! ক্ষমি অপরাধ
দেহ পরিচয়—
ছদ্মবেশী কোন দেব ?
কিম্বা ইক্ষাকু বংশের রবি,
রাম রঘুমণি ?

রাম। নহি ছদ্মবেশী কোন দেব।
রঘুবংশে লভেছি জনম—
রামচন্দ্র নাম।
পিতৃসত্য পালনের লাগি,
রাজ্যছাড়ি বনবাসী।
পত্নী-সহ ছিনু সুখে বনে,
বিধাতা সাধিল বাদ—
রাক্ষস হরিল নারী।
এবে বনচারী—
পত্নীর সন্ধানে ভ্রমিতেছি বনে।

হনু। (নেপথ্যে চাহিয়া) এস রাজা—ছুটে এস ;
পাইয়াছি কামনার নিধি।
ব্যাকুল আগ্রহে ছিলে যাঁর
আশাপথ চাহি,

সেই রামচন্দ্র আসিয়াছে নিজে।—

(সুগ্রীব প্রবেশ করিলেন।)

শ্রীপদে শরণ লও—
জানাও বেদনা তব রাঘব চরণে
ব্যথাহারী সম্মুখে তোমার।—

(সুগ্রীব রামপদতলে নতজানু হইলেন।)

সুগ্রীব। পদাশ্রয় দেহ রঘুমণি!
অনার্য্য ভূপতি যাচে শরণ তোমার।

রাম। তুমিই সুগ্রীব—বালী-সহোদর!
সুপ্রসন্ন বিধি মোর পাইলাম দরশন তব।
সাহায্য কামনা করি হে অনার্য্য রাজ,—
যেতেছিনু তব পাশে মোরা দুই ভাই।

সুগ্রীব। সাহায্য আশায় যেতেছিলে মোর পাশে!
বিস্ময় জাগিছে চিতে, রাজ্যহারা, পত্নীহারা,
সহায় বান্ধব হীন,
শক্তিহীন অনার্য্য ভূপতি হ'তে
রাঘবের কোন্ কার্য্য হইবে সাধিত!
সর্ব্বশক্তিমান জানি তোমা
লইয়াছি চরণ আশ্রয়—।
যদি কৃপায় তোমার,
উদ্ধারিতে পারি—পত্নীসহ হৃতরাজ্য মোর।

রাম। তুমি—তুমিও সুগ্রীব
রাজ্যহারা পত্নীহারা আমার সমান ?

সুগ্রীব। মহাবলশালী বালী জ্যেষ্ঠ সহোদর
বলে মোর হরিল কামিনী,
রাজ্য হ'তে বিতাড়িত করিল আমারে।
সেই হ'তে পঞ্চমিত্র সনে
সঙ্গোপনে করি বাস পর্ব্বত কন্দরে—!
দীনতায় হীনতায় কাটিছে জীবন,
দুঃসহ এ জীবন যাপন!
করুণায় দেহ পদাশ্রয়—
হৃদয়ের নিরাশা আঁধার
উদ্ভাসিত কর প্রভু আশার আলোকে!

রাম। সমান ব্যথার ব্যথী,
সমদুঃখী তুমি।
রাজ্যহারা পত্নীহারা—
ভাগ্যহীন রাঘবের মত।
শাস্ত্রের বচন—
সমানে সমানে হয় মিত্রতা স্থাপন।
এস সম দুঃখী ব্যথিত সুজন
আজি হ'তে মিত্র তুমি রাঘবের।—[আলিঙ্গন করিলেন।]
করিলাম পণ
উদ্ধারিব হৃতরাজ্য তব,

উদ্ধারিব পত্নীরে তোমার ;
সমুচিত দিব শাস্তি
ভ্রাতৃবধূ অপহারী পাপীষ্ঠ তস্করে।

সুগ্রীব। পঞ্চমিত্র সনে আজি হ'তে
রাঘবের ক্রীতদাস আমি।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

উপবন।

(সুগ্রীব-পত্নী রুমার প্রবেশ)

রুমা। আমি হতভাগী,
কেন—কেন তারে আসিতে বলিনু আজ,
প্রতিদিন রহে বালী রাজকার্য্যে রত,
আজি কর্ম্মদোষে মোর—
অসময়ে আসিয়াছে উদ্যান ভ্রমণে।
যদি কোনক্রমে দেখিবারে পায়,
অভাগা স্বামীরে মোর—
কঠিন নিষ্ঠুর হস্তে বধিবে তাঁহারে।
ভাগ্যদোষে স্বামী সঙ্গে হ'য়েছি বঞ্চিতা।
আজি বুদ্ধি দোষে বুঝি
স্বামীরে হারাই মোর চিরদিন তরে ;
ঐ—ঐ আসে প্রিয়তম মোর !

(সুগ্রীবের প্রবেশ)

পালাও পালাও দূরে আসিওনা হেথা—
ভ্রাতা তব আসিয়াছে—উদ্যান ভ্রমণে।

সুগ্রীব। নিষাদ তাড়িত ত্রস্ত কুরঙ্গম সম,
আর না পালাব আমি বালীরে দেখিয়া—
বালী হ'তে আর নাহি ভয়,
শুন প্রিয়ে—
সুখরবি উদিয়াছে ভাগ্যাকাশে মোর ;
সখারূপে পাইয়াছি নারায়ণে আজি।

রুমা। বাক্য তব প্রহেলিকাময়,
বুঝিতে নারিনু আমি।

সুগ্রীব। গল্পচ্ছলে কতদিন কহিয়াছি তোমা
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, আর জানকীর কথা—
ভুলিয়া গিয়াছ প্রিয়ে ?

রুমা। ভুলি নাই প্রভু—
ত্যাগের সে জ্বলন্ত কাহিনী—
হৃদিপটে আঁকিয়া রেখেছি।
পতিপ্রেমে আত্মহারা,
পুণ্যবতী জানকীর কথা
নিশিদিন মনে করি।

সুগ্রীব। সেই জানকীরে হরিয়া ল'য়েছে
দুর্ম্মদ রাক্ষস দশগ্রীব।

মনিহারা ভুজঙ্গের মত,
পত্নীশোকে উন্মত্ত রাঘব—
অতিক্রমি কানন কান্তার গিরি
নদী প্রস্রবণ,
এসেছেন হেথা সীতার সন্ধানে।
সোদর লক্ষ্মণ ছায়াসম
আসিয়াছে সাথে।
সীতার বিয়োগ-দুঃখে কাতর শ্রীরাম,
শুনি তব হরণ-কাহিনী কাঁদিয়া আকুল
অগ্নি সাক্ষী করি—
সখা বলি আলিঙ্গন করিলেন মোরে।
প্রতিশ্রুতি দিলেন রাঘব,
পাপাচারী বালীরে বধিয়া,
মম করে অর্পিবেন তোমা।
প্রতিদানে অঙ্গীকার করিয়াছি আমি,
রাজ্যের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করি,
সাহায্য করিব তাঁর সীতার উদ্ধারে।

রুমা। ঠিক্ জান, সখা তব নারায়ণ নিজে?

সুগ্রীব। ঋষিমুখে শুনিয়াছি।
আর অলৌকিক আত্মত্যাগ হেন,
হেন অপরূপ দিব্য কান্তি,
মানবে সম্ভব নহে কভু!

দেখ চাহি প্রিয়তমে,
বনভূমি আলোকিত করি,
আসিছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

(রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ)

কি দেখিছ অনিমিষে দাঁড়াইয়া দূরে ?
সম্ভাষণ কর আসি সখারে আমার।

রুমা। সখা তব,
কর তুমি সম্ভাষণ, আমি করিবনা।

রাম। কেন সখি, অপরাধ করিয়াছি কিছু ?

রুমা। কর নাই, স্মিতমুখে কহিতেছ,
অপরাধ করিয়াছি কিছু।
কোথা ছিলে তুমি—যবে কঠিন বন্ধনে
বাঁধিয়া লইল মোরে বালীর সকাশে ?
অট্টহাসে দশদিক মুখরিত করি
যবে সহচরীগণ—
একাকিনী রাখিয়া আমায়,
রঙ্গভরে গেল পলাইয়া
রুদ্ধ করি দ্বার !
কাতর ব্যাকুল কণ্ঠে ডেকেছিনু তোমা,
কোথা লজ্জানিবারণ, কোথা শ্রীমধুসূদন,
কোথা অগতির গতি,
রাখ আসি রমণীর মান ?

কাতর সে রোদনের রোল,
পশেছিল কর্ণে তব ?
তারপর প্রতিনিশা—
উঃ—কি সে জ্বালা ! কি যন্ত্রণা ভীষণ !
আকণ্ঠ করেছি পান তীব্র হলাহল,
কোথা তুমি ছিলে সে সময় ?
বাজেনি ত ব্যথা তব কঠিন পরাণে !

রাম। বোলোনা—বোলোনা সখি আর—
হারাইব জ্ঞান। সয়েছ বিস্তর,
আজি যাতনার শেষ তব !
শুন দেবি প্রতিজ্ঞা আমার,
সত্য যথা উদে ভানু পূরব গগনে,
তেমতি পড়িবে বালী মোর শরে আজি।
(সুগ্রীবের প্রতি) যাও সখা ! রণে তারে করহ আহ্বান,
ভেবেছিনু সম্মুখ সমরে তারে
করিব নিধন,
কিন্তু ভ্রাতৃবধূ অপহারী,
অনাচারী বালী—
কভু যুদ্ধ যোগ্য নহে,
পশু সেই—পশুসম করিব সংহার।
এস সখা, এস হে সৌমিত্রি—
(রুমার প্রতি) আসি দেবি,

বালিরে বধিয়া আমি,
সম্ভাষণ লইব তোমার। [শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের প্রস্থান]

রুমা। বিচার !—
বিচার এসেছে আজি স্বর্গ হ'তে নামি,
শাস্তি দিতে বিঘ্নহীন মুক্ত ব্যাভিচারে।
অসংযম, অনিয়ম, অনাচার যত,
আজি হ'তে চিরতরে লভিবে বিরাম।
শুধু হতভাগী আমি,
হারায়ে ফেলেছি যাহা
কামোন্মত্ত ব্যাভিচারী হাতে,
সহস্র চেষ্টায় কভু ফিরিয়া পাব না আর।

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ। মাতা !

রুমা। কে ?

অঙ্গদ। নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী কেন মাতা ?

রুমা। কেন তুমি হেথা বৎস ?

অঙ্গদ। দূর হ'তে দেখিলাম দেবি
অপূর্ব্ব আকৃতি দুই নর
পিতৃব্যের সনে যেন আসিতেছে এই দিকে।
কোথায় পিতৃব্য মাতা ?

রুমা। কেন ?
সমাচার দিতে হ'বে পিতার নিকট ?

অঙ্গদ। না—না—ভিক্ষা লব পিতার জীবন!

রুমা। করিতেছ পরিহাস?

অঙ্গদ। পরিহাস! পরিহাস নহে মাতা!
বিশ্বাস আমারে কর—
তিল তিল করি অভিশাপ তব,
আয়ুঃশেষ করিছে পিতার—
সামান্য আঘাতে তাহা পড়িবে ভাঙ্গিয়া।
পিতৃব্যের সনে ধনুধারী দুই বীর দেখি,
প্রাণে মম জাগিয়াছে ভয়,
যেন মনে হয় "বিচারের দিন" আসিয়াছে
এতকাল পরে।

রুমা। সত্য, সত্য, "বিচারের দিন" আসিয়াছে
এতকাল পরে।

অঙ্গদ। সত্য তবে অনুমান মোর?
সত্য তবে খুল্লতাত নরের সহায়ে,
আসিয়াছে বধিতে পিতায়?
কি হবে উপায় মাতা!
পুত্র আমি জানু পাতি ভিক্ষা চাহি পিতার জীবন।

রুমা। পুত্র তুমি মম!
কোথাছিলে, পুত্র মোর,
যবে সর্ব্বস্ব মাতার গেল ভেসে
প্রবৃত্তি-প্লাবনে কামাতুর জনকের তব?

আজি পিতা তব পড়েছে সঙ্কটে,
তাই আসিয়াছ ভিক্ষা হেতু মোর কাছে।
পরম অধর্ম্মাচারী পিতা তব—
মৃত্যু—যোগ্য শাস্তি তার।

অঙ্গদ। মৃত্যু যদি যোগ্য শাস্তি জনকের মম—
ভ্রাতৃঘাতী পিতৃব্যের যোগ্য শাস্তি কিবা?
কাপুরুষ প্রায়—
আসিয়াছে—ভ্রাতৃবধে বিদেশী সহায়ে।
ভেবেছ জননী, পিতার অভাবে
পিতৃব্য হইবে রাজা কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের?
ভ্রম—ভ্রম তব—
সত্য রাজা হবে সেই দুই ধনুর্দ্ধর,
বধিতে এসেছে যারা পিতার জীবন।
নর হবে বানর ঈশ্বর—
কিষ্কিন্ধ্যার স্বাধীনতা লুপ্ত হবে চিরদিন তরে। [প্রস্থান]

সহসা আলোক ছটায় দিক্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রুমা হাত দিয়া চোখ ঢাকিল।

রুমা। উঃ—নয়ন ঝলসি গেল, বিজলী ঝলকে।
(নয়নোন্মীলন করিয়া)
নহে বিজলী বিকাশ—শ্রীরামের শর
দীপ্ত করি চরাচর আলোক ছটায়
বিধিয়াছে বালীর হৃদয়!

বিচার—বিচার—
বিধাতার অমোঘ বিচার !
এস, এস সখা,
কটুভাষে বিধিয়াছি তোমার হৃদয়
লহ আসি সম্ভাষণ মোর। [প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

(প্রান্তর—অপরাংশ।)

শরাহত বালী মূর্চ্ছিত। সুগ্রীব হেঁট মুণ্ডে বালীর পাশে বসিয়া আছেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান। সকলে নীরব। কিয়ৎকাল পরে বালী সংজ্ঞালাভ করিয়া মস্তক তুলিয়া রামকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন।

বালী। তুমি রামচন্দ্র ?
নীচবৃত্তি নিষাদ সমান
অলক্ষ্য নিক্ষিপ্ত শরে
বিধিয়া আমায়,
বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখায়েছ তুমি ?
অসভ্য অনার্য্য আমি,
দীপ্ত নহি সভ্যতার আলোক সম্পাতে —
যদি জানিতাম "গুপ্তহত্যা"
অঙ্গ সভ্যতার—

নির্দ্দোষীরে হত্যা করা সভ্যতার নীতি,
না মানিয়া তারার নিষেধ
কভু নাহি আসিতাম একক সমরে।
বুঝিতাম রঘুমণি বীরত্ব তোমার,
সম্মুখ সমরে যদি ভেটিতে আমারে,
ত্রিদিব সহায়ে যদি হ'তে অগ্রসর,
বালী হ'তে তবু রাম দেখিতে শমন।
অন্য সনে যুদ্ধরত জেনে,
অলক্ষ্যে হানিয়া শর,
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে রাঘব!
কহ রাম, কোন দোষে দোষী তব কাছে?
করিয়াছি অপকার তব?
সাধিয়াছি অনিষ্ট তোমার?
কোন্ অপরাধে কহ বধিলে আমায়?
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক তুমি—
রটায়েছ লোক মাঝে,
পিতৃসত্য পালনের তরে,
স্বেচ্ছায় পশেছ বনে।
রাজা যোগ্য নহ তুমি
কাপুরুষ অধর্ম্ম তৎপর।
প্রজাগণ দুঃখ পাবে তোমার শাসনে
তাই আদর্শ নৃপতি দশরথ

ভরতেরে রাজ্য দিয়া
বনবাস দিয়াছেন তোমা।

রাম। নাহি জান ধর্ম্ম, লোকাচার নাহি জান-
তেই মোরে কহ কুবচন,
নিপীড়িত নিগৃহীত আশ্রয় প্রদান,
ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের—ধর্ম্ম নৃপতির !
ভাব মনে কভু—
কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি আচরণ তব ?
বিনা দোষে অবিচারে,
বঞ্চিত ক'রেছ তারে পৈত্রিক বৈভবে।
শুধু তাই নহে—
কন্যা-সমা ভ্রাতৃবধূ সুশীলা রুমায়,
কামবৃত্তি চরিতার্থ হেতু,
ভুলি ধর্ম্ম, ভুলি লোকাচার,
ভুলি রাজনীতি, সমাজশাসন—
অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছ তব।
বাধাহীন পাপাচারে তব,
বিক্ষোভিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী !
দণ্ড তাই দিয়াছি তোমারে।
যুদ্ধ কভু দণ্ড নহে—
পশু যোগ্য আচরণ তব
পশু সম করিয়াছি বধ।

বালী। নির্লজ্জের মত কোন্ মুখে কহিলে রাঘব,
শাস্তি তুমি দিয়াছ আমারে ?
দণ্ডনীয় কিসে আমি, তোমার সকাশে ?
প্রজা নহি আমি তব—
বিজয়ী হইয়া, রাজ্য মোর কর নাই জয়,
তবে কহ কোন্ অধিকারে,
সাজিয়াছ বিচারক মোর ?
কোন্ অধিকারে, শাস্তি তুমি দিয়াছ আমায় ?

(রুমার প্রবেশ)

রুমা। বিচাব, বিচার—বিধাতার অমোঘ বিচার !
ভেবেছিলে ব্যর্থ হবে অভিশাপ মোর ?
শৈলাহত তরঙ্গেব সম অভাগীর আঁখি জল
পাপের প্রাকারে তব প্রতিহত হ'য়ে—
আসিবে ফিরিয়া—
দ্বিগুণিত ব্যথা-ভারে পীড়িতে তাহারে !
রমণীর অভিশাপ উপেক্ষার নহে,
ব্যর্থ কভু নহে জেন আঁখি জল তার ;
দেখ প্রত্যক্ষ প্রমাণ—তীব্র আকর্ষণে
স্বর্গ হ'তে নারায়ণে এনেছে টানিয়া
দণ্ড দিতে তোমা।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য আছিল তোমার,
লভিলে মরণ তাই নারায়ণ করে।

নহে পাপাচারী তোমা সম,
মৃত্যু তব হিংস্র শ্বাপদ ক'রে—
আছিল উচিত,
মনে পড়ে—
অঝোরে নয়ন জলে ভেসেছিনু যবে—
কাতর করুণ স্বরে
ভিক্ষা চেয়েছিনু যবে নারীর সম্মান ?
লালসাকুটিল দৃষ্টি হানিয়া আমায়,
হেসেছিলে ক্রূর ব্যঙ্গ হাসি !
মনে পড়ে—
যবে দাসীগণ তব,
বাঁধিয়া লইল মোরে নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তব ?
তারপর ! মনে পড়ে—
সংজ্ঞাহীনা মূর্চ্ছিতা আমায়,
অজ্ঞানতার লইয়া সুযোগ··· ··

বালী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—কহিয়োনা আর—
মৃত্যুপথ যাত্রী আমি,
দয়া কর অন্তিম সময়ে।
একে অনুতাপে দহিছে অন্তর,
তদুপরি হানিওনা বাক্যশেল আর।
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর মোরে।

রুমা। ক্ষমা ? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

ক্ষমা চাহিতেছ ?
কেন ?
পরলোক শাস্তি কথা চিত্তপটে উঠেছে ভাসিয়া।
আতঙ্ক এনেছে প্রাণে ?
ক্ষমা—
ক্ষমা কোথা হৃদয়ে আমার ?
সুকুমার বৃত্তিচয় যত—
প্রবৃত্তি অনলে তব পুড়িয়া হ'য়েছে ছাই।

বালী। জানি দেবি, ক্ষমিবে না মোরে,
ক্ষমাযোগ্য নহে অপরাধ।
তবু নারী তুমি, মমতা-আধার,
প্রস্তর কঠিন নহ পুরুষের সম।
এই ভাবি ক্ষমা ভিক্ষা করেছিনু,
মুমূর্ষের অন্তিম প্রার্থনা।
ভেবেছিনু হবেনা নিষ্ফল,
অনুযোগ করি নাই দেবী,
শুধু অনুরোধ, না-না নহে অনুরোধ, ভিক্ষা মোর,
পার যদি ক্ষমিও আমায়।
আর তুমি ভাই !
তুমিও কি পত্নী সম রহিবে অটল ?
ক্ষমিবে না অপরাধ মোর ?
মোহগ্রস্থ হ'য়ে করিয়াছি মহাপাপ,

পিতৃরাজ্য হ'তে বঞ্চিত ক'রেছি তোমা'—
হরিয়াছি কন্যাসমা ঘরণী তোমার।
ক্ষমা যোগ্য নহে অপরাধ,
তবু ক্ষমা চাহিতেছি—
করিবে না ক্ষমা ভাই ?

সুগ্রীব। হে অগ্রজ! না কহ অধিক—
অনুতাপে দহে হৃদি,
ভ্রাতার মৃত্যুর হেতু হইলাম আজি।

বালী। ক্ষোভ নাহি কর বৎস!
সমুচিত শাস্তিলাভ করিয়াছি আমি,
কারো প্রতি অবিচার সহেনা ঈশ্বর,
তাই মোরে যোগ্য শাস্তি দিলা নারায়ণ।
আশীর্ব্বাদ করি ভাই, তোমার শাসনে
সুখী হোক্ কিষ্কিন্ধ্যার প্রজা,
সুখী হও তুমি পুত্র পরিজন সহ।

সুগ্রীব। রাজ্যলোভে আর লুব্ধ করো' না আমায়,
যেই রাজ্য তরে তোমারে ক'রেছি বধ,
মনে নাহি দিও স্থান,
অভিশপ্ত রাজ্য সেই করিব গ্রহণ!
অঙ্গদেরে দিয়া রাজ্য ভার
কিষ্কিন্ধ্যা যাইব ত্যজি, জনমের মত।

বালী। হ'য়োনা অবুঝ বৎস! বালক অঙ্গদ

সংসারের কিছু নাহি জানে,
রাজ্যরক্ষা গুরুভার কেমনে সহিবে ?
তুমি বিনা কে রক্ষিবে তারে ?
তব প্রতি এই মোর শেষ আকিঞ্চন,
পুত্র সম পালিও তাহারে।
যেন পিতৃহীন অভাগা তনয় মোর,
বুঝিতে না পারে কভু
পিতার অভাব।
আর—আর—
প্রাণ হ'তে প্রিয় জীবন সঙ্গিনী
অভাগিনী তারারে আমার— [স্বর রুদ্ধ হইল]

সুগ্রীব। নারায়ণ সাক্ষী রাখি করি বাক্যদান,
যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত নাহি হয় বালক অঙ্গদ,
ততদিন, রাজ-প্রতিনিধিরূপে
রাজ্য তব করিব শাসন,
তনয় অধিক স্নেহে পালিব অঙ্গদে।

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ। কে মাগিছে অযাচিত করুণা তোমার ?
ভ্রমেও দিও না স্থান মনে,
তব ভিক্ষা অন্নে, পুষ্ট হবে অঙ্গদের দেহ—
তনয় করিবে বাস পিতৃঘাতি সনে।
অপার এ করুণার অফুরন্ত উৎস তব

বুঝি গোপনে লুকায়েছিল—
অন্তরের নিভৃত প্রদেশে—আজি
ভ্রাতার হত্যায় বাহিরে এসেছে ছুটি—
স্নেহ-রসে প্লাবিতে তনয়ে—
পিতারে ক'রেছ হত্যা বিদেশী সহায়ে,
কি আকাব করিয়া ধারণ—স্নেহ তব
তনয়ে করিবে বধ ?

(রামচন্দ্রের প্রতি)

আর তুমি—গুপ্ত হত্যাকারী কাপুরুষ—
তুমিও কি স্নেহধারে সিঞ্চিত করিবে মোরে ?
উচ্চ কুলে লভিয়া জনম, ভাল বৃত্তি করেছ গ্রহণ !
তুমি যদি নারায়ণ—
কিম্বা নারায়ণ যদি স্বরূপ তোমার,
নারায়ণে কভু আমি পূজা না করিব।
অনন্ত নিরয় যদি পরিণাম তার,
হৃষ্ট চিত্তে আমি তাহা করিব বরণ।
আর—তুমি মাতা—
প্রপীড়িতা, নির্য্যাতীতা তুমি,
তোমায় আমার কিছু নাহি বলিবার।

বালী। সত্য পুত্র প্রপীড়িতা পিতৃব্যা তোমার,
মোর হ'য়ে চাহ ক্ষমা তার কাছে।
মাগ ক্ষমা নারায়ণ পাশে।

আশ্রিত পালক তিনি দুষ্কৃতি দলন,
দণ্ডদাতা সমগ্র বিশ্বের ;
দুষ্কৃত শাসন তরে,
নররূপে অবতীর্ণ গোলক ত্যজিয়া।
স্বকৃত কর্ম্মের ফল করিতেছি ভোগ,
অপরাধী পুত্রে শাস্তি দিয়াছে জনক,—
সুগ্রীব নহেক দায়ী মোর মৃত্যু হেতু,
নিজে আমি অকাল মরণ,
আমন্ত্রণ করি আনিয়াছি।
ভক্তিমান তুমি বৎস,
মম সম পূজনীয় পিতৃব্য তোমার—
পিতাব অধিক তারে দেখিবে সতত।

অঙ্গদ। না—না—না—
ও আদেশ ক'রোনা দাসেরে,
জীবন থাকিতে কভু,
পিতৃহত্যাকারী সনে
না পারিব করিতে বসতি।

বালী। অবুঝ হয়োনা বৎস—
এস কাছে এস,
(অঙ্গদ নিকটে আসিলে হস্তচালনা করিতে করিতে)
চিরদিন অনুগত তুমি, অবাধ্য নহত কভু,
রাখিবে না মোর এই শেষ অনুরোধ ?

মৌন তবু ?
ওরে কেন ভুলে যাস্,
পিতা তোর আর কভু আসিবে না
করিতে আদেশ।
অন্তিম মিনতি এই, শেষ অনুরোধ
রক্ষিবেনা প্রাণাধিক ?

অঙ্গদ। সুস্থ হও, শান্ত হও পিতা,
তব তৃপ্তি হেতু—
বিদ্রোহী হৃদয়ে আমি করিব শাসন,
পালিব হে আদেশ তোমার।
ক্ষমা কর হে পিতৃব্য,
পিতৃশোকে জ্ঞানহারা হ'য়ে,
করিয়াছি অপমান তব।
ক্ষম মোরে নারায়ণ !
জননী, মোর মুখ চাহি কর ক্ষমা
অভাগা জনকে মোর।
মুহূর্ত্তের তরে, শুধু মুহূর্ত্তের তরে
ভোল মাতা লাঞ্ছনা আপন,
দেখ চাহি মুমূর্ষু জনক প্রতি—
শুধু তব ক্ষমা প্রত্যাশায় এখনও রেখেছে প্রাণ—

(রুমা নীরব—অঙ্গদ জানু পাতিয়া কহিলেন)

ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও মাতা।

রুমা। ওঠ পুত্র, তোর মুখ চাহি করিলাম ক্ষমা। [প্রস্থান।]

বালী। শুধু এরই তরে এতক্ষণ
রুদ্ধ ছিল প্রাণবায়ু এ দেহ পিঞ্জরে।
এবে মুক্ত আমি!
নারায়ণ দাঁড়াও সম্মুখে মোর,
নিভিয়া আসিছে চ'ক্ষে দিনমণি আলো,
নিবিড় আঁধার আসি গ্রাসিছে মেদিনী,—
কোথা পুত্র কাছে এস মোর!

অঙ্গদ। পিতা—পিতা!
কোথা যাবে ছাড়িয়া আমারে?

বালী। নারায়ণ দিয়ো স্থান চরণ সরোজে তব,
আসিল না অভাগিনী?
সুগ্রীব! দেখো ভাই তারারে আমার।

(তারার প্রবেশ)

তারা। এই যে এসেছি প্রভু!—(বক্ষে পড়িলেন)
নীরব কি হেতু প্রিয়তম?—
কথা কও, তোল মুখ, চাহ মম প্রতি।
আমি, ওগো আমি—আমি তারা—
তব জীবন-সঙ্গিনী, বক্ষোপরে তব—
কেন নাহি কর সম্ভাষণ?

অঙ্গদ। মাতা, মাতা, কারে ডাক?
কে দিবে উত্তর?

তারা। দিবেনা উত্তর? কেন?
ওঃ—এতক্ষণে বুঝিয়াছি।
দুর্ব্বলা রমণী সম'
ধনুধারী মানবে হেরিয়া,
রণে যেতে করেছিনু মানা,
ফেলেছিনু আঁখি জল—
তাই অভিমানে শুয়েছ ধূলায়!
আয়, আয় পুত্র—মাতা পুত্রে মিলি—
ভাঙ্গিবরে তীব্র অভিমান,
দেখি কতক্ষণ অভিমান থাকে?

অঙ্গদ। হায়, হায়, উন্মত্ততা গ্রাসিছে মাতায়,
মাতা, মাতা!

তারা। ওরে—ওরে নহে অভিমান,
দেখ্, দেখ্, রণশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে
অকাতরে পড়েছে ঘুমায়ে—
একি! নাহি উপাধান শিরে?
মোর কাছে আছে যোগ্য উপাধান!
(অতি যত্নে বালীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া)
ঘুমাও, ঘুমাও প্রভু,
মোর ক্রোড়ে মাথা রাখি নিশ্চিন্তে ঘুমাও।
(ধীরে ধীরে অঙ্গে হস্তচালনা করিতে লাগিলেন।)
কত পরিশ্রান্ত তুমি নাথ!

স্বেদ-জলে বসন ভিজিয়া গেছে।—
(নিজ অঞ্চলে হাত দিতে যাইয়া রক্ত দেখিয়া)
একি ! রক্ত কেন ? রক্ত কেন ?
অঙ্গদ ! অঙ্গদ !—

অঙ্গদ। কি আর কহিব মাতা
বাক্যবদ্ধ পিতার সকাশে
তবু কহি—রামচন্দ্র –
নারায়ণ বলি যারে সম্বোধিলা পিতা—
নহে সম্মুখ-সমরে
গোপনে, বৃক্ষ আড়ে রহি নিক্ষেপিল শর।
বজ্র সম বিঁধিল পিতার বুকে,
রক্তস্রোতে তিতিল মেদিনী—
নহে স্বেদ-জল মাতা
পিতৃরক্তে মোর
হাত তব হ'য়েছে রঞ্জিত।

তারা। (রামকে দেখিয়া) ওঃ—তুমি—তুমি—
তুমি হত্যা করেছ পতিরে ?
নির্ম্মম কঠিন করে, তুমি ছিঁড়িয়াছ
মোর প্রাণের বন্ধন ?
কিন্তু কেন ? সীতার উদ্ধার ! হায়, হায়-
কাম্য যদি ছিল তব সীতার উদ্ধার,
কেন না কহিলে তুমি স্বামীরে আমার ?

বীর্য্যবান্ স্বামী মোর, একা বধি'
লঙ্কার রাবণে, উদ্ধারিত জানকীরে তব ;
তাহা না করিয়া, তুচ্ছ সুগ্রীব সহায় তরে,
বিনা দোষে, অবিচারে, ধরণীব শ্রেষ্ঠ বীরে
বধিলে তস্কর সম !
শোন হে রাঘব !—
যেই সীতা তরে পতিহীনা করিলে আমারে,
ভুঞ্জিবে অশেষ দুঃখ সেই সীতা হেতু,
মোর প্রাণে হাহাকার জেলেছো যেমন—
আজীবন 'হা', 'হা', রব জেগে রবে বুকে ;
জানকী পাইবে—পুনঃ হারাইবে
নয়নের বারি কভু শুষ্ক নাহি হবে।
তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে জানকী-বিরহ তাপে—
মৃত্যু হবে তব। সত্য যদি সতী আমি—
াক্য অবশ্য ফলিবে।—

[উন্মাদিনী সম প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লঙ্কা—রাবণের বিলাস কক্ষ।

অযুত দীপমালায় কক্ষ সজ্জিত।

অপ্সরাগণ অপূর্ব্ব আভরণে সজ্জিত হইয়া গান করিতেছে।

অপ্সরাগণের গান।

গীত

নীল সাগরের এপার-ওপার দুল্‌ছে আজি সুনীল-লহর
তোমার পাশে আজ সজনী কাটবে রাতির সকল প্রহর !

সুনীল জলে স্বর্ণ-কমল,
আজ খুলেছে তার শতদল—

বাঁধবো সখি বুকের মাঝে কণ্ঠে দেবো সোনার নহর !
গান ফুরোবার আগেই যদি শেষ হ'য়ে যায় রাত্রি প্রিয়,
অলক থেকে কুসুম তুলে—মোর কপোলে পরশ দিও

ঝিমায় যদি ক্লান্ত-আঁখি,
বাঁধবো গলে বাহুর-রাখি—

দ্বারী হ'য়ে থাক্‌বে প্রিয়, তোমার ঠোঁটে আমার অধর !

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। নহে এই গান—নহে এই গান,
ধরণীর শ্রেষ্ঠা নারী অতিথি লঙ্কায়,
শ্রেষ্ঠ উপচারে তাঁরে পূজিতে হইবে।
গাহ এমন সঙ্গীত—ইন্দ্র যাহা শোনেনি কখন।
স্বর্ণভৃঙ্গে লয়ে এস' সুশীতল বারি,
স্বর্ণ থালে সুদুর্লভ ফলের সম্ভার,
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বসন ভূষণ—
ত্বরায় লইয়া এস,
ল'য়ে এস পুষ্প পারিজাত ;
দেবী যদি অর্ঘ্য মোর করেন গ্রহণ—
করি বাক্যদান মুক্তি দিব সকলেরে।—

(অপ্সরাগণের প্রবেশ)

দিন, মাস, বর্ষ, যুগ হ'য়েছে অতীত—
ধ্যান যোগে যাঁরে কভু পাই নাই দেখা—
সেই দেবী ভাগ্যবশে মোর, আজি সমাগত পুরে।

[দ্রব্য সম্ভার লইয়া অপ্সরাগণ প্রবেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন। হেনকালে জনৈক চেড়ী সীতাকে লইয়া প্রবেশ করিল।]

রাবণ। এস, দেবী বস স্বর্ণাসনে
পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি লভহ বিশ্রাম—
সুমধুর সঙ্গীত প্রবাহে দিব্যাঙ্গনাগণ
শ্রান্তি দূর করুক তোমার।

সীতা। পতি মোর উন্মত্তের সম
বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিছে,
আর আমি হেথা স্বর্ণাসনে বসি
লভিব বিরাম!
সঙ্গীত ধারায় শ্রান্তি দূর করিব আমার?

রাবণ। লঙ্কায় উৎকৃষ্ট যাহা
করিয়াছি সমাবেশ তব পূজা তরে!
বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত বসন ভূষণ,
তব তরে সজ্জিত রয়েছে ওই।
স্বর্গ হ'তে পারিজাত আনিয়াছি
অর্ঘ্য দিব বলি।

সীতা। কি ভাব হে মোরে রক্ষরাজ?
স্বর্গের অপ্সরা আমি, কিম্বা বারাঙ্গনা
উপহারে ভুলাবে আমায়?
সূর্য্যবংশ-বধূ আমি রামের ঘরণী,
তব পূজা লইবার আগে—
মৃত্যু আমি করিব বরণ!

রাবণ। বিশ্বাস করহ মোরে
আমি ভক্ত তব।
লহ অর্ঘ্য মোর—
তোমারে আসিব রাখি
রামের সকাশে।

সীতা। যদি লক্ষ জন্ম রাম-সনে
না হয় মিলন,
তবু পর পুরুষের পূজা
কভু না লইবে সীতা।
তার চেয়ে কর অত্যাচার—
সব অকাতরে,
অর্ঘ্য তব লইতে নারিব।

রাবণ। অত্যাচার! অত্যাচার!
হ'য়েছিনু বিস্মরণ,
ভাল, পারিবে সহিতে অত্যাচার?

সীতা। লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ অত্যাচার, তব পূজা হ'তে,
ভাবিয়াছ ঘৃণিত রাক্ষস,
নিষ্কণ্টকে রহিবে লঙ্কায়
বন্দিনী করিয়া মোরে?
নাহি জান—প্রতি দীর্ঘশ্বাস মোর
তীব্র শেল সম বাজিছে রামের বুকে,
আয়ুঃশেষ করিছে তোমার।
পৃথিবীর প্রান্তভাগে যগুপি রাঘব,
কক্ষচ্যুত উল্কাসম আসিবে ছুটিয়া
রক্ষকুল করিতে নির্ম্মূল।

রাবণ। সত্য, সত্য, ঠিক জান তুমি
প্রতি দীর্ঘশ্বাস তব, শেল সম

বাজিবে রামের বুকে ?
আয়ুঃশেষ করিছে আমার ?

সীতা। মিথ্যা কভু কহে না জানকী !

রাবণ। ভাল, বাক্য তব পরীক্ষা করিব।
দেখি—লক্ষ দীর্ঘশ্বাস তব
লক্ষভাবে বিঁধিয়া রাঘবে
কেমনে তাহারে আনে দুর্গম লঙ্কায় ?

(চেড়ীর প্রবেশ)

যাও,—লয়ে যাও অশোক কাননে,
যত পার কর অত্যাচার,
রুদ্ধ আঁখি জল,
দীর্ঘশ্বাসে হ'ক পরিণত !

(চেড়ী নির্ম্মমভাবে সীতার কেশে ধরিয়া টানিল। সীতা যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করিল।)

ওরে, মুক্ত কর্—মুক্ত কর্—
নহে অত্যাচার, নহে অত্যাচার,
কোমল ও বর-অঙ্গে উৎপীড়ন নাহি সবে।
নিয়ে যা—নিয়ে যা—
বন্দিনী করিয়া রাখ্ অশোক কাননে।
অন্য অত্যাচারে নাহি প্রয়োজন,
রাঘব-বিরহ দণ্ড চরম সীতার।

[সীতাকে লইয়া চেড়ীর প্রস্থান]

অপ্সরা। মহারাজ !

রাবণ। নহে গান—নহে গান,
চ'লে যাও সম্মুখ হইতে। [অপ্সরাগণ প্রস্থানোদ্যত হইল]
ল'য়ে যাও, এই সব পূজা উপচার—
না, না, ছিঁড়ে ফেল বস্ত্র আভরণ,
চূর্ণ কর রত্ন অলঙ্কার,
ছিন্ন করি পুষ্প পারিজাত,
সমুদ্রের জলে দাও ভাসাইয়া—
যাও— [অপ্সরাগণ দ্রব্যসম্ভার লইয়া প্রস্থান করিলে
রাবণ উন্মত্তের স্থায় পদচারণা করিতে করিতে]
অত্যাচার! অত্যাচার!
মুক্তি ক্রয় মনুষ্যত্ব পণে—
ভাল সর্ত্ত দিয়াছ দাসেরে!
(জনৈকা চেড়ীর প্রবেশ)

চেড়ী। রাজভ্রাতা বিভীষণ
মাগিছেন রাজ দরশন।

রাবণ। যাও, কহ গিয়া কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আমি,
এখন হবে না দেখা।

চেড়ী। গুরুতর রাজকার্য্য, কহিলেন তিনি। [চেড়ীর প্রস্থান]

রাবণ। রাজকার্য্য! রাজকার্য্য!
যাও, লয়ে এস।
(বিভীষণের প্রবেশ)
কি এমন গুরু রাজকার্য্য,

যার তরে মোর প্রয়োজন ?
শোন বিভীষণ—
আজি হতে রাজকার্য্য দেখিবে তোমরা,
আমি কিছুকাল লইব বিরাম।

বিভী। বিশ্রামের কোথা অবসর ?
গুপ্তচর এনেছে সংবাদ—
সীতার উদ্ধার তরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
সসৈন্যে সুগ্রীব সহ
হইতেছে অগ্রসর লঙ্কার উদ্দেশে ;
হত বালী রামচন্দ্র করে।

রাবণ। তুচ্ছ নর রাম,
বানর সহায় করি আসিছে সংগ্রামে,
তাই শুনি বিচলিত তুমি !
হ'য়েছ কি বিস্মরণ,
কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা মাঝে
ব্যবধান দুরন্ত সাগর ?
দুস্তর সাগর-গিরি করি অতিক্রম—
সুরক্ষিত লঙ্কা মাঝে
আসে রাম বানরের সনে—
যদিও করিনা প্রত্যয় কভু,
জেন'—নিয়তি আনিছে টানি
শমনের মুখে—

যাও, লভগে বিশ্রাম—
নির্জ্জনে একাকী আমি রব কিছুক্ষণ !

বিভী। বলিবার ছিল মোর কিছু !

রাবণ। কি বলিতে চাহ, বল।

বিভী। সীতারে ফিরায়ে দাও রাঘবের করে,
কর সন্ধি শ্রীরামের সনে।

রাবণ। কেন ? প্রাণে বুঝি জাগিয়াছে ভয়,
রাঘবের অভিযান শুনি ?

বিভী। সত্য প্রভু জাগিয়াছে ভয়,
তবে, যুদ্ধ তরে নহে,
রাক্ষস সন্তান আমি ডরি না শমনে,
জীবন অধিক ভয় করি অধর্ম্মেরে.
তাই শঙ্কাকুল চিত্ত মোর,
রাক্ষস কি ছার ?
সতী নারী দীর্ঘশ্বাসে বিশ্ব জ্ব'লে যায়,
সাধ করি বজ্র প্রভু নাহি লও শিরে,
ভ্রাতা আমি তব, যাচি সানুনয়ে—
ফিরাইয়া দেহ রামে বনিতা তাঁহার—
সখ্যতা স্থাপন কর রাঘবের সনে !

রাবণ। ব্যর্থ করি জীবনের উদ্দেশ্য আমার,
পণ্ড করি এত শ্রম, এত আয়োজন,
জানকীরে দিব ফিরাইয়া !

সখা বলি আবাহন করিব রাঘবে ?
নহে—নহে, কভু নহে বিভীষণ,
শত্রু ভাবে—শত্রু ভাবে ভেটিব তাহারে।
ভ্রাতা হ'য়ে আমি কভু ভুলিতে নারিব
ভগিনীর অপমান, ভ্রাতৃবধ মোর।
রক্ষ হ'য়ে রক্ষ-নারী নির্য্যাতন,
কভু আমি নারিব সহিতে !

বিভী। জান তুমি ভাল মতে,
সত্য কথা কহে নাই ভগ্নী স্বর্পনখা !

রাবণ। ভীরু তুমি, কাপুরুষ অতিশয় ;
তেঁই ভগিনীরে কহ মিথ্যাবাদী ;
রক্ষ অপমান তাই না বাজে অন্তরে।
ভাব কিহে বিভীষণ,—
স্কন্ধে করি ভিক্ষা ঝুলি, লঙ্কার রাবণ
গলবস্ত্র হ'য়ে যাবে রামের সকাশে,
ক্ষমা ভিক্ষা করিতে তাঁহার ?
বাসব-বিজয়ী আমি চরাচর ত্রাস
ভিন্ন উপাদানে নিৰ্ম্মিত হৃদয় মোর,
ভয় সেথা নাহি পায় স্থান !
মৃত্যুভয় যদি তব এতই প্রবল,
যাও ছুটে রামের সকাশে,
নতজানু হ'য়ে চাহ ক্ষমা—

সর্ব্বগুণান্বিত রাম তব,
ক্ষমিবেন রক্ষবংশে জন্ম অপরাধ।

বিভী। জানি আমি, সাহসের অন্ত নাই তব,
অজ্ঞান অবোধ শিশু—সেও অদম্য সাহসে
সর্প মুখে দেয় তার হস্ত বাড়াইয়া!
সুখ-আশে বিভ্রান্ত পতঙ্গ—
ঝম্প দেয় প্রদীপ্ত অনলে,
কিবা ফল করে লাভ?
মৃত্যু!
লালসায় অন্ধ হ'য়ে,
সুখ-আশে মোহাবিষ্ট পতঙ্গের সম,
ঝম্প দিতে চলিয়াছ
জানকীর রূপবহ্নি মাঝে—
ফল তার—

রাবণ। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও—

বিভী। আঁখি ঠারি মনেরে ভুলাতে পার,
কিন্তু মোরে কভু ভুলাতে নারিবে।
সূর্পনখা অপমান, খর, দূষণ নিধন,
শুধু উপলক্ষ্য তব।
অন্ধ হ'য়ে অতি হীন প্রবৃত্তি-তাড়নে,
পর নারী এনেছ হরিয়া,
তব লালসা প্রবৃত্তি হেতু!

তৃতীয় অঙ্ক

[সীতাকে ইঙ্গিত করিয়া কটূক্তি করায় রাবণ ক্রোধে আরক্তিম হইয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিলেন।]

রাবণ। দূর হও—দূর হও—সম্মুখ হইতে।
নাহি জ্ঞান—নাহি জ্ঞান
কার প্রতি কিবা বাক্য ক'রেছ প্রয়োগ!
যাও মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর যদি
ভ্রাতৃ-বধে হব না কাতর।

বিভী। পাপের সংসর্গে আমি চাহিনা রহিতে,
অনন্ত নরক ভোগে নাহিক বাসনা,
চলিলাম যথা রঘুমণি।
রাজীব চরণে করি আত্ম-সমর্পণ
মেগে লব করুণা তাঁহার। [প্রস্থান]

রাবণ। অপবিত্র—অপবিত্র শ্রবণ আমার।
অতি তীব্র বিষ-সম বাণী
জ্বালাময় প্রদাহে তাহার
বিকল অন্তর মোর।
নররূপধারী তুমি হে মোর দেবতা—
মুক্তিপন্থা মোরে প্রভু ক'রেছ নির্দ্দেশ,
ঢেকে দাও—ঢেকে দাও দেব—
জাগ্রত চৈতন্য মোর
বিস্মৃতির আবরণে।
অন্তরের রাক্ষস আমার,

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করি উঠুক জাগিয়া
শত্রুরূপে ভেটিতে তোমায়।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

কে? মন্দোদরী?
তুমিও কি এসেছ হেথায়
জানকীর মুক্তি-ভিক্ষা তরে?

মন্দো। অন্তর্য্যামী তুমি দেব,
হৃদয়ের কথা মোর সব জান তুমি,
সত্য প্রভু আসিয়াছি মুক্তি-ভিক্ষা তরে,
দাও রামে ফিরায়ে জানকী—
সতীর ক্রন্দন আর সহিতে না পারি!

রাবণ। ফিরাইয়া দিব বলি এনেছি হরিয়া
এই কি বিশ্বাস তব?
নহে, নহে প্রিয়ে—
যতদিন দেহে আছে প্রাণ,
সীতা রহিবে লঙ্কায়।

মন্দো। কোন দিন কর নাই নারী নির্য্যাতন,
তবে কেন আর এই নিষ্ঠুর বিধান?
অবলা নারীর প্রতি
কেন আজি অবিচার হেন?

রাবণ। অবিচার? নহে অবিচার প্রিয়ে?
অত্যাচার! অত্যাচার!

ব্যাধিগ্রস্থ আমি—
জ্বালাময় প্রদাহ তাহার—
জ্ঞানহীন ক'রেছে আমারে।
জান প্রিয়ে প্রতিকার কিবা ?
প্রতিকার—অত্যাচার।
মাতা, ভ্রাতা, জায়া, পুত্র-পরিজন,
আত্মীয়, স্বজন, ইষ্ট কাম্য,
যাহা কিছু আছে মোর—
সকলের প্রতি অত্যাচার !
তাই উৎপীড়ন তরে—
পতি-বক্ষ হ'তে ছিনায়ে এনেছি
লক্ষ্মী-রূপা, জনক তনয়া,
তাই বিভীষণে পদাঘাতে করিয়াছি দূর।
ব্যাধি হ'তে মুক্তিলাভ আশে,
জ্বালিতে চলেছি তাই অগ্নি অনির্ব্বাণ
দেবতা-বাঞ্ছিত এই স্বর্ণ-লঙ্কা মাঝে।
সে অনলে কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিত
আর আর রক্ষবীরগণ—
পুড়িয়া হইবে ছাই,
স্বর্ণ-লঙ্কা ভস্মস্তূপে হবে পরিণত।
ব্যাধি-মুক্ত আমি দাঁড়াইয়া সে মহাশ্মশানে
অট্টহাস্যে প্রকম্পিত করিব মেদিনী।

মন্দো। একি কথা কহ নাথ !
আতঙ্কে কাঁপিছে হিয়া
তব কথা শুনি !

রাবণ। অতীব উৎকট ব্যাধি—
ঔষধ কঠিন তাই।
কটু, তিক্ত অতিশয়,—
তবু—তবু মোরে সেবন করিতে হবে। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরমার কক্ষ।

সরমা গান গাহিতেছেন।

গীত

গোপনে সে নাম জপি মনে মনে
তবু যে মধুর কত
কবে সেই নীল পদ্ম-আঁখিরে
পুজিব গো অবিরত !
ছায়া ত্যজি—বসি কায়া পদতলে,
ধোয়াব চরণ নয়নের জলে,
নাম গুণ-গান শোনাবো গো ছলে—
করি শির অবনত—
গোপনে যতই ডাকি মনে মনে
পরাণে পুলক তত।

তৃতীয় অঙ্ক

(গীতান্তে তরণী সেনের প্রবেশ)

তরণী। শুনিয়াছ মাতা?

দূত-মুখে শুনিলাম সমাচার,
বানর কটক সনে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
হইয়াছে উপনীত সাগর বেলায়,
আকিঞ্চন—অতিক্রমি দুস্তর বারিধি,
পশি দুর্গম লঙ্কায় জানকীরে করিবে উদ্ধার।

সরমা। সত্য এ বারতা?
আসিছেন রামচন্দ্র?

তরণী। সসৈন্য সুগ্রীব সহ।
মাতা, আসন্ন সমর স্মরি'
নাচিছে হৃদয়!
দেব সনে করিয়াছি রণ
অবহেলে জিনেছি সবায়—
দেবের দেবতা রাম কহিল জনক,
যোগ্য অরি মিলিবে এবার।

সরমা। দেবের দেবতা রাম আরাধ্য সবার,
নর-রূপী ভগবান;
ইষ্টদেব পিতার তোমার।

তরণী। নমস্য আমার তিনি।
অরি-রূপে কিন্তু মাতা আসেন যদ্যপি,
অস্ত্রমুখে পূজিব তাঁহারে।

সরমা। কেন? কিবা হেতু করিবে সমর?
কোন্ দোষে দোষী কহ রঘুকুলপতি?
দেশ জয় তরে নহে এই অভিযান,
লঙ্কার ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি আকিঞ্চন,
উদ্ধারিতে অপহৃতা লাঞ্ছিতা জায়ায়
আসিছে রাঘব—
রূপমোহে অন্ধ হ'য়ে,
বিনা দোষে, অবিচারে, জ্যেষ্ঠতাত তব—
হীন তস্করের সম হরিলা জানকী,
সগৌরবে আনিল লঙ্কায়;
সমগ্র রাক্ষসকুল মূক-সম রহিল নীরব।
ক্ষীণ প্রতিবাদ বাণী—
স্ফুরিল না কার' মুখ হ'তে।
অতি হেয় এই পাপাচার
নহে উপেক্ষার!
কোন্ দোষে দোষী কহ জনক-দুহিতা—
যার তরে সহিতেছে এই নির্য্যাতন?
রাজ্যহারা, ঐশ্বর্য্য বর্জ্জিতা,
বনবাসে স্বামী-সনে বাঁধিয়া কুটীর,
ছিল সুখে পঞ্চবটী বনে,
কোন্ অপরাধে পতি-বক্ষ হ'তে
ছিনায়ে আনিল তাঁরে রাজা দশানন?

অপরাধী নহে ত রাঘব—
অপরাধী জ্যেষ্ঠতাত তব।

তরণী। হইলেও অপরাধী—
লঙ্কার ঈশ্বর তিনি, জ্যেষ্ঠতাত মম,
অপরাধ বিচারের নাহি অধিকার।

সরমা। অপরাধ বিচারের নাহি অধিকার!
অধিকার আছে শুধু,—
স্মিত-মুখে হেরিবারে নারী নির্য্যাতন!

তরণী। বৃথা মাতা করিছ গঞ্জনা—
জানকী হরণ কেহ করে নাই সমর্থন।

সরমা। কারে কহ সমর্থন? প্রতিবাদ হীন
এই নীরবতা নহে সমর্থন?
সমস্বরে সমগ্র রাক্ষসকুল,
চাহিতে পারিত যদি মুক্তি জানকীর,
পারিত কি রক্ষরাজ মুহূর্ত্তের তরে
জানকীরে রাখিতে বন্দিনী?
পারিত না—কভু পারিত না।

তরণী। জানি মাতা—
কিন্তু ভিন্ন রূপ শিক্ষা রাক্ষসের,
রাজকার্য্যে আলোচনা,
কিম্বা প্রতিবাদ—
অধর্ম্ম বলিয়া মানে।

সরমা। অধর্ম্মে প্রশ্রয় দান কভু ধর্ম্ম নহে—
রাজকার্য্য কভু নহে রমণী হরণ।
নারীত্বের অপমান—মাতৃত্বের অপমান—
নহে বাজকার্য্য কভু!
সত্য মানি—নবপতি পূজ্য সবাকাব
কিন্তু—পাপাচার তাঁব—
প্রতিবাদ করিবাবে সকলেবই আছে অধিকার
মোর প্রতি আজি যদি হয় অত্যাচার,
নিগৃহীত কবে মোরে বাজা দশানন,
রাজা বলি—পঙ্গুসম নিশ্চেষ্ট বহিবে?
করিবে না প্রতিবাদ তুমি?
তরণী। তুমি জননী আমাব!
সরমা। জননী অধিক তব জনক-নন্দিনী—
লক্ষ্মী-অংশ-ভূতা রামচন্দ্র প্রিয়া
ইষ্ট দেবী জনকের তব।
তরণী। কিন্তু মাতা—
রক্ষনারী অপমান প্রতিশোধ তরে
লঙ্কায় বন্দিনী সীতা,
নিগৃহীতা নহে—!
সরমা। নিগৃহীতা নহে!
ত্যজি স্বর্ণ অলঙ্কার, বসন, ভূষণ,
রাজ্ঞীর বৈভব, আত্মীয় স্বজন,

যাঁর সঙ্গ-সুখ আশে, অকাতরে
বনবাস করিলা বরণ,
সেই সীতা সহিতেছে নিশিদিন
রাঘব বিরহ !
চেড়ীগণ নিরন্তর করে নিপীড়ন।
স্বচক্ষে দেখেছ' তুমি—
দেবীর তৃপ্তির তরে রাজা দশানন
ক'রেছিল কত আয়োজন ?
নিগ্রহ কাহারে কহ ?
যদি এর নাহি হয় প্রতিকার,
জেন স্থির—এক জানকী হইতে
সমগ্র রাক্ষসকুল হইবে নির্ম্মূল,
স্বর্ণ-লঙ্কা হবে ছার খার।

তরণী। কহ মাতা প্রতিকার কিবা ?

সরমা। জানাও প্রার্থনা সবে রক্ষরাজ পাশে
ফিরাইয়া দিতে সীতা রামচন্দ্র করে।

তরণী। পিতা নিজে গিয়াছেন সম্রাট সকাশে
এই দৌত্য ল'য়ে।

সরমা। হিতবাণী কভু কি শুনিবে লঙ্কেশ্বর ?
উপদেশ, উপরোধ ব্যর্থ তাঁর কাছে।
শঙ্কা হয়—শঙ্কা হয় লাঞ্ছিত আসিবে ফিরি,
জনক তোমার।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

এস' দেবী !

মন্দো। কহ ভগ্নি, কোথায় দেবর ?

সরমা। সম্রাট সকাশে।

কিন্তু কহ দেবি !

কিবা হেতু এত' উচাটন ?

মন্দো। অনর্থ ঘটেছে ভগ্নি !

ক্রোধে আত্মহারা রক্ষরাজ

পদাঘাতে বিতাড়িত ক'রেছে দেবরে !

তরণী। মাতা— (জ্বলিয়া উঠিলেন।)

সরমা। শান্ত হও বৎস !

অপরাধ তাঁর ?

জানকীরে ফিরে দিতে ক'রেছিল অনুরোধ !

মন্দো। হইল নিষ্ফল যবে অনুরোধ সেই,

কুৎসিত ইঙ্গিত তাঁরে করিল দেবর

জানকীরে ল'য়ে !

ক্রোধে রাজা হারাইল জ্ঞান।

সরমা। মিথ্যা তাহা ?

মন্দো। মিথ্যা ! মিথ্যা !

সরমা। তুমিও কহিবে মিথ্যা

জানি সর্ব্ব বিবরণ ?

ভাল মতে জান তুমি,

সত্য কথা কহে নাই ভগ্নী সূর্পনখা !
প্রতিশোধ তরে নহে জানকী হরণ !

মন্দো। তবু কহি লালসা নিবৃত্তি তরে—
নহে ভগ্নী জানকী হরণ।

সরমা। লালসা নিবৃত্তি তরে নহে—
প্রতিশোধ তরে নহে—
তবে কহ কিবা হেতু জানকী হরণ ?

মন্দো। আছে কোন নিগূঢ় কারণ
নাহি জানি আমি।
সর্ব্বস্ব সপিতে পারি
যদি কেহ কহে মোরে
কি কারণ সেই।
নাহি আর সেই দশানন
কায়া তার বিচরে সম্মুখে
সদা অন্য মন।
নির্ব্বিকার—বন্ধন বিমুক্ত যেন,
অসংলগ্ন করে বাক্যালাপ
সামান্য কারণে ক্রোধে ওঠে জ্বলি।
জিজ্ঞাসিলে কহে—
"ব্যাধিগ্রস্থ আমি—প্রতিকার, অত্যাচার",
তাই করে অত্যাচার—
জিতেন্দ্রিয় স্বামী মোর,

কামভাব নাই ভগ্নি অন্তরে তাঁহার।
শুন ভগ্নি যার লাগি আগমন মোর!
ক্ষোভে ক্ষিপ্ত বিভীষণ তীব্র অপমানে,
মনে লয় লঙ্কা ত্যজি করিবে গমন,
মিলিবে রাঘব সনে।
ফিরাও তাহারে সতী,
নহে ধ্বংস সুনিশ্চয়।
ওই আসিছে দেবর,
যাই আমি—
দেখো ভগ্নি, লঙ্কার কল্যাণ আজি
ন্যস্ত তব পরে।— [প্রস্থান।]

সরমা। লঙ্কার কল্যাণ নাই,
অবরুদ্ধা যতদিন সীতা।
(বিভীষণের প্রবেশ)

তরণী। পিতা!

সরমা। স্বামী!

বিভী। শোন সতী. ব্যর্থ দৌত্য মোর

সরমা। শুনিয়াছি সব।

বিভী। শুনিয়াছ সব!
শুনিয়াছ নির্য্যাতন মোর?

সরমা। রাণী মন্দোদরী কহিলা সকলি।

তরণী। কহ পিতা—প্রতিকার কিবা?

বিভী। প্রতিকার নাহি কিছু থাকিতে লঙ্কায়!
শোন দেবি!
হেন তীব্র অপমান করিয়া বহন
লঙ্কা মাঝে রহিতে নারিব,
সতী নারী নির্য্যাতন নারিব হেরিতে।
অধর্ম্মের বিষবাষ্প ঘেরিয়াছে পুরী
পলমাত্র বাস নহে উচিত হেথায়
লঙ্কা ত্যজি এখনি যাইব।

সরমা। কেমনে রহিব এই শূন্য পুরী মাঝে
আমারেও সাথে লহ প্রভু!

বিভী। তোমারে ছাড়িয়া যেতে—কি দারুণ ব্যথা
বাজে বুকে জানেন অন্তর্য্যামী।
প্রিয়তম পুত্র ত্যজি,
ত্যজি জীবন সঙ্গিনী মোর—
বিদায় লইতে আজি জন্মভূমি হ'তে
বক্ষ মোর জীর্ণ হ'য়ে যায়।
কিন্তু নাহিক উপায়।
বিচারিয়া দেখ মনে—
কি গুরু কর্ত্তব্য ভার
ন্যস্ত আজি তোমার উপরে।
তুমি না রহিলে হেথা.
জানকীর কি হ'বে উপায়!

মমতা-বিহীন এই শত্রুপুরী মাঝে
কে তাঁরে দেখিবে ?
কে তাঁরে রক্ষিবে কহ
অত্যাচার হ'তে ?
মুছাইয়া আঁখি জল
কে তাঁরে সান্ত্বনা দিবে ?
তোমা'পরে সমর্পিয়া জননীর ভার
নিশ্চিন্তে যাইব আমি।

সরমা। কোথায় যাইবে দেব ?
পুনঃ কবে পাব কহ তব দরশন ?
আর কোথা আছে স্থান—
রাঘবের রাজীব চরণ বিনা ?
আজীবন যেই পদ করিয়াছি ধ্যান,
দেবের আরাধ্য সেই চরণ কমল লভি,
ধন্য মোর করিব জীবন।
দরশন মোর সতী পাইবে অচিরে,
সীতার উদ্ধার তরে,
রাঘবের সনে যবে আসিব লঙ্কায়।

তরণী। একি কথা কহ তাত !
শত্রু পদে লইবে শরণ ?
সহায় হইয়া তাঁর
শত্রু ভাবে আসিবে লঙ্কায় ?

বিভী। শত্রু কারে কহ—
দুষ্কৃতের অরি তিনি, মিত্র সবাকার।

তরণী। ক্ষমা কর পিতা,—
যুক্তি তব বুঝিতে না পারি।
লঙ্কার সন্তান তুমি—
রামচন্দ্র হ'ন ভগবান—
অরি-রূপে আসিবেন তিনি,
রক্ষকুল করিতে নির্ম্মূল।
তুমি রক্ষ হ'য়ে—
লঙ্কার সন্তান হ'য়ে—
সেই ধ্বংশে হইবে সহায়!

বিভী। অধর্ম্মে আশ্রয় যদি করে রক্ষকুল—
হইবে নির্ম্মূল—
লঙ্কা হ'তে—লঙ্কার সন্তান হ'তে
ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মোর কাছে।

তরণী। কিন্তু পিতা,
ধর্ম্ম হ'তে—মোক্ষ হ'তে
প্রিয়তর মোর কাছে
লঙ্কাভূমি—লঙ্কার সন্তান।
লঙ্কা তরে—লঙ্কার সন্তান তরে
করিলে সমর অধর্ম্ম যদ্যপি হয়,
সে অধর্ম্ম হৃষ্ট-চিত্তে করিব বরণ।

কহি পিতা স্বরূপ বচন,
অরি-রূপে যদ্যপি আসেন রাম,
হইলেও ভগবান,
তাঁর সনে করিব সংগ্রাম!

বিভী। বেশ বৎস করিও সংগ্রাম—
ইষ্ট হস্তে সুখ-মৃত্যু লভি'
দিব্য ধামে করিবে গমন।

তরণী। অক্ষয় হউক পিতা আশীর্ব্বাদ তব
যেন লঙ্কা তরে পারি আমি
ত্যজিতে জীবন।— [প্রণাম।]

বিভী। সমর্পিয়া তোমাপরে—
জানকীর ভার,
নিশ্চিন্তে চলিনু আমি।
যদি হয় প্রয়োজন—
নিজ প্রাণ দানে রক্ষা করো
জননীর মান।

সরমা। আশীর্ব্বাদ কর প্রভু,
জানকীর তরে,
নারীর মর্য্যাদা রক্ষা তরে
ডালি দিতে পারি যেন
তুচ্ছ এই প্রাণ।

[প্রণাম করিলেন।]

বিভী। বিদায়—চলিনু দেবী—

[ধীরে ধীরে সাশ্রুনয়নে প্রস্থান করিলেন।]

সরমা। পুত্র !

তরণী। মাতা !

[মাতা-পুত্রে গললগ্ন হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন—দূর হইতে করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

উত্তাল তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্র। রামচন্দ্র সমুদ্রের পূজায় নিযুক্ত। সুগ্রীব, অঙ্গদ এবং বানরগণ উপবিষ্ট।

লক্ষ্মণ। তিনদিন,
অনাহারে অনিদ্রায় করিছ অর্চ্চনা—
কৃপা যদি হ'ত সাগরের
এতক্ষণ আসি দেখা দিতেন নিশ্চয় !

রাম। ধৈর্য্য ধরি রহ ভাই আর কিছুক্ষণ
এইবার শেষ অর্ঘ্য প্রদানি সাগরে।
(পুষ্পার্ঘ্য লইয়া।)
হে অসীম অন্তহীন সুনীল জলধি
করুণায় দেহ দেখা অধম সন্তানে।
নৃপতি সগর হ'তে উদ্ভব তোমার—
সেই বংশে জন্ম মোর।
জনক তনয়া সীতা কুলবধূ তব
আজি বন্দিনী লঙ্কায়—

তাহার উদ্ধারে যাচি করুণা তোমার।
দেখা দাও—দেখা দাও—জলধি ঈশ্বর।

[অর্ঘ্য প্রদান করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ-
লীলার কিছুমাত্র উপশম না দেখিয়া ও তাহার আবির্ভাবের
কোন চিহ্ন না দেখিয়া, ক্রোধভরে
কহিতে লাগিলেন।]

অনশনে অনিদ্রায় একাসনে বসি,
তব তুষ্টি হেতু করিলাম তপ—
উপেক্ষিয়া মোরে তবু র'য়েছ নিশ্চল ?
অজীন বল্কলধারী, জটাধারী
দুর্ব্বল তাপসে হেরি ভাবিয়াছ মনে
বীর্য্যহীন উপেক্ষার পাত্র তব ?
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ,
নহেরে অঞ্জলি বদ্ধ যাচকের পাণি,
দেরে মোরে শর শরাসন,
রুদ্র তেজে আজি আমি শুষিব সাগর,
বিঘূর্ণিত সফেন তরঙ্গ সেই—
বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করিল আমার,
শরানলে বাষ্পাকারে পরিণত করি,
সৃজিব নীরদ জাল অসীম অম্বরে,
তপ্ত রুক্ষ মরুভূমি করিয়া সৃজন,
উড়াইব বালুরাশি শুষ্ক সিন্ধু বুকে।

দেখি, স্বর্গ, মর্ত্ত্য রসাতলে,
আছে কোন জন মোর
রোষানল হ'তে রক্ষা করে তারে।

[লক্ষ্মণ-প্রদত্ত ধনুকে শর যোজনা করিলেন। বাণ হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। ভীত সমুদ্র জলদেবীগণসহ আবির্ভূত হইলেন।]

সমুদ্র। সম্বর সম্বর রোষ দেব,
বিশ্বনাশী ক্রোধ তব,
সৃষ্টি নাশ করিবে এখনি।
অন্ধ ভ্রান্ত মূঢ় আমি
জ্ঞানহীন জড় সম
কেমনে জানিব প্রভু মহিমা তোমার।
ভ্রান্ত পুত্রে কর ক্ষমা ;
ক্রোধে আত্মহারা হ'য়ে
কুল-কীর্ত্তি লোপ তব করো না ধীমান্।

[সমুদ্রের করযোড়ে অবস্থান।]

জলদেবীগণের গান।

গীত

বক্ষে এত শক্তি কোথা তোমার বাণের সইব আঘাত,
সম্বর ক্রোধ শঙ্কাহারী, মস্তকে দাও পদ্ম ও হাত।
মাথায় নিয়ে তোমার শাসন—
পরবো মোরা শিলার বাঁধন—
ঊর্ম্মি মোদের স্তব্ধ রবে ক'রবে যেথা নীল-আঁখি পাত॥

সমুদ্র। অভয় দানহে প্রভু অধম সন্তানে।

রাম। নাহি ভয়, হইয়াছি তুষ্ট আমি,
কহ সিন্ধু! কহ মোরে সহজ উপায়,
কেমনে হইব পার দুস্তর জলধি ?

সমুদ্র। তব কার্য্য করিতে সাধন,
স্বেচ্ছায় পরিব গলে শিলার বন্ধন।
মোর বরে উদ্দাম তরঙ্গ মালা
বদ্ধ বারি-সম রহিবে নিষ্কম্প স্থিব,
অবহেলে বৃক্ষশিলা ভাসিবে সলিলে।
বিশ্বকর্ম্মা পুত্র নল সেনাপতি তব,
বানর সহাযে সেতু করুক রচনা।
পাব হও প্রভু তুমি কটক সহিত—
পদযুগ বক্ষে ধরি ধন্য হই আমি।

রাম। ক্রোধে মত্ত হ'য়ে কহিয়াছি কুবচন,
ক্ষমা কর মোরে,
এবে যাও ফিরে সলিল আবাসে তব,
পৃথ্বির বিযাক্ত বায়ু
বিচলিত করিয়াছে জলদেবীগণে।

[রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া জলদেবীগণসহ সমুদ্রের প্রস্থান।
নেপথ্যে কোলাহল]

নেপথ্যে। বধ কর—বধ কর
আছাড়ি শিলায় বধ দুরন্ত রাক্ষসে!

।পথ্যে বিভী। নহি অরি আমি
হিতাকাঙ্ক্ষী রাঘবের,
রামের শরণ মাগি আসিয়াছি হেথা।

রাম। অঙ্গদ দেখহ ত্বরা,
শরণার্থী কোন জনে
বুঝি অত্যাচার করিছে বানর!

(হনুমানের প্রবেশ।)

হনুমান। নবীন নীরদ সম
অপূর্ব্ব বরণ, দীর্ঘাকৃতি—
রাক্ষস জনৈক,
আর চারি রাক্ষসের সনে
উপনীত হইয়াছে সাগর বেলায়,
কহে, রাবণ অনুজ সেই,
নাম বিভীষণ।
রক্ষ পক্ষ ত্যজি প্রভুর চরণে
আসিয়াছে লইতে শরণ।
চঞ্চল বানর কুল হেরিয়া রাক্ষসে—
প্রভুর আদেশ যাচে বধিতে তাহারে—
কি আদেশ কহ নরনাথ?

রাম। যাও, ত্বরা লয়ে এস রাক্ষসে হেথায়।

[অঙ্গদ ও হনুমানের প্রস্থান।]

রক্ষ আগমন-হেতু বুঝিতে না পারি—
তুমি কিছু বুঝহ লক্ষ্মণ ?

লক্ষ্মণ। রাবণের গুপ্তচর কেহ
আসিয়াছে লইতে সন্ধান।
মিত্ররূপে করি বাস কটক সহিত—
সাধিয়া আপন কার্য্য—
নিজ বাসে করিবে গমন।
এই ভাবি--
তব পদে শরণ মাগিছে।
নিশ্চয় এসেছে হেথা ছিদ্র অন্বেষিতে!

(অঙ্গদ, হনুমান ও বিভীষণের প্রবেশ।)

বিভী। ছিদ্র অন্বেষণে এসে থাকি যদি,—
বজ্র ভাঙ্গি পড়িবে মস্তকে !
নারায়ণ, তুমি প্রভু,
অগোচর নাহি কিছু তোমার সকাশে—;
অন্তরের নিভৃততম কন্দরে নিহিত যাহা,
প্রতিভাত অতি স্বচ্ছ নয়ন মুকুরে তব !—
তুমি জান প্রভু মোর হৃদয়ের কথা।
ক্ষিপ্ত হ'য়ে অতি তীব্র অন্তর ব্যথায়,
ছুটিয়া এসেছি প্রভু—
রাতুল চরণে তব লইতে আশ্রয়।
জননীর কাতরতা সহিতে না পারি,

অতি দীন ভিক্ষুকের সম,
পদে ধরি সাধিনু অগ্রজে
ফিরে দিতে জানকী তোমার।
হীন দাস সম—পদাঘাতে
বিতাড়িত করিল আমারে।
তাই, ত্যজি পুত্র, ত্যজি জায়া,
ত্যজিয়া সম্পদ,—
আসিয়াছি সর্ব্ব সম্পদের সার,
তোমার চরণে প্রভু লইতে আশ্রয়।

অঙ্গদ। ভুলিওনা বাক্যের ছলনে প্রভু,
মায়াবী রাক্ষস ক'রে ছল
ভুলাতে সবায়।
করিয়াছে উদ্ভাবন কল্পিত কাহিনী এই—
দয়া তব করিয়া উদ্রেক,
লভিতে আপন স্থান বানর কটকে।
আর যদি সত্য হয় বচন উহার,
অপমানে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেই দুরাচার,—
জননী জনম ভূমি দেয় ডালি
অপরের করে, পিতা সম জ্যেষ্ঠ ভায়ে—
ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাচারী হ'ক না যতই,—
অনায়াসে করি' পরিত্যাগ—
শত্রুসনে করে যোগদান,

দেশদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী সে দুর্জ্জনে,
বিশ্বাস উচিত কার্য্য না হয় কখন।

লক্ষ্মণ। অঙ্গদের বাক্য মোর সত্য মনে লয়,
সত্য প্রভু, ভ্রাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী যেই,
অতি ক্রুর সর্প-সম আচরণ তার।
সুযোগ যদ্যপি পায়,
অভ্যাসের বশে শিরে করিবে দংশন।

বিভী। তুমিও কি প্রভু মোরে
ঐ আখ্যা করিবে প্রদান ?
অবিশ্বাস করিবে আমারে ?
আজীবন ইষ্টজ্ঞানে পূজিয়াছি তোমা,
ধর্ম্মে করি জীবনের মুখ্য আভরণ,
ন্যায় পথ অনুসারি চলিয়াছি আমি।
দেহ দণ্ড নারায়ণ, দিয়োনা আশ্রয়।
বেশ, স্থান যদি নাহি মোর
চরণ সরোজে তব,
আছে স্থান সুশীতল সাগর সলিলে।

রাম। নহে সাগর সলিলে বন্ধু,
স্থান তব প্রসারিত এই বক্ষ মাঝে,
সাধু কি অসাধু তুমি,
ভ্রাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী, কিম্বা অনাচারী,
দেখিবার নাহি প্রয়োজন।

সত্য কিম্বা ছল তব মুখের বচন,
তোমা হ'তে ইষ্ট বা অনিষ্ট মোর
হইবে সাধিত—চাহিনা জানিতে—
জানি শুধু—আশ্রিত শরণাগত তুমি,
সব সত্য হ'তে বড় সত্য সেই মোর কাছে
সেই সত্য রাখি হৃদে করি উচ্চারণ
আজি হ'তে, মিত্র মোর, তুমি বিভীষণ!

[বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কুম্ভকর্ণের শয়ন-কক্ষ।

কুম্ভকর্ণ স্বর্ণ-পালঙ্কে—গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। উঠ ভাই জাগো—
মধু-মদ-মোহে হ'য়ে অচেতন,
আর কতকাল রহিবে ঘুমায়ে ?
যাত্রী সব অগ্রে গেছে চলি
মহাযাত্রা পথে সবে ক'রেছে গমন।
বাকী শুধু তুমি, আমি আর ইন্দ্রজিৎ।
জাগ ভাই, এসেছে কালের ডাক—
বহে যায় যাত্রার সময়,
বহুদূর, ওরে, বহুদূরে যেতে হবে ;—
ওঠ, জাগ,—মুছে ফেল নয়নের ঘুম।
কে আছ ?—

(নিকুম্ভের প্রবেশ।)

জাগাও যে রূপে পার কুম্ভকর্ণ বীরে,
নিদ্রাভঙ্গ হ'লে দিয়ো সংবাদ আমায়।— [প্রস্থান]

নিকুম্ভ। নিদ্রাভঙ্গের সব উপকরণ তো প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। মহারাজের যেমন কাণ্ড, অপ্সরাদের পাঠিয়েছেন গান গেয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করতে। ঢাক্, ঢোল্, কাড়া, নাকাড়া শঙ্খ, তুবী ভেরীতে ঘুম ভাঙ্গলে বাঁচি। ঘুম ভাঙ্গাবেন ওরা মিহিগলার চিঁ চিঁ আওয়াজ দিয়ে। এ মহারাজের সাধা ঘুম কিনা, সাবথী টুং ক'রতেই ভাঙ্গবে! ওগো বিদ্যাধরীরা একবাব এসে তোমাদেব নাকী সুরেব কসবৎ দেখিয়ে দাও!

(অপ্সবাগণেব প্রবেশ ও গান।)

গীত

শত্রু তোমার শিয়রে দাঁড়ায়ে কেন চোখে ঘুম ঘোর ?
স্বর্ণ-লঙ্কা কাঁদিছে সঘনে, স্বপনে তবু বিভোর ?
যে কটি প্রদীপ ছিল উজ্জ্বল—
ঝড় ঝঞ্ঝায় নিভেছে সকল—
লঙ্কার এই অমানিশীথিনী এখনো হবে না ভোর ?
স্বপনে তবু বিভোর ?
সিংহের মতো জাগো জাগো বীর, লঙ্কা ডাকিছে ওই—
মৃত্যুর হবে পরাজয়, তব নৃত্যে—থৈ-তাথৈ !
সাজাব তোমারে মাল্যে বস্ত্রে
তূণ তরবারি অস্ত্রে শস্ত্রে
লঙ্কা-লক্ষ্মী কাঁদিছে দুয়ারে—মোছ তার আঁখি লোর
স্বপনে তবু বিভোর ?

নিকুরুম্ভ। ওগো এখানে হবেনা। ঘুম ভাঙ্গাবার ওষুধ আমি ব'লে দিচ্ছি। তোমার তো ননীর মত শরীর, তাপ না লাগতেই গলে যাও। তুমি গিয়ে তোমার ঐ মৃণাল বাহু-বল্লরী দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধর—অমনি—"পরশে ভাঙ্গিয়া যাবে ঘুম"।

১মা। আহা, হা, কি রসিকতাই করছেন ?

নিকুরুম্ভ। তুমি রাজী নও—আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর না ?

২য়া। কি ?

নিকুরুম্ভ। তোমার ঐ রসাল ঠোঁট দুটী দিয়ে—বুঝলে—অমনি—"আবেশে উঠিবে জাগি মধু-পান আশে"।

৩য়া। ওগো ! মধুপান নয়। একেবারে ঘাড় মট্‌কে রক্তপান। কতদিন অনাহারে আছে জানিস্ তো ? আমাদের ক'টাকে দিয়েই প্রথমে জলযোগ ক'রবে। এই বেলায় ভালয় ভালয় প্রাণ নিয়ে পালাই চল্।

নিকুরুম্ভ। যাবে কোথায় চাঁদমনিরা ? মহারাজের আদেশ জানতো ? ঘুম ভাঙ্গলে তবে ছুটি। কৈ বাদ্যকরেরা ? এস তোমাদের ঢাকের জাঁকটা একবার বোঝা যাক্।—

(বাদ্যকারগণ ঢাক, ঢোল লইয়া প্রবেশ করিয়া বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল।)

ওরে এইবার ঘুম ভাঙ্গবে, জোরে বাজা—জোরে বাজা—খুব জোরে শঙ্খে ফুঁ দে। আর তুই বেটা খুব কসে আর দু' চারটা রঙ্গ ঝাড় না।

বাদ্যকার। দূরে দাঁড়িয়ে খুব বুক্‌নি ঝাড়ছ' বাবা ! জেগে উঠেই

হাতের কাছে পাবে আমাকে,—তার পরের জিনিষটা অনুমান করতে পারছ ?

নিকুম্ভ। রাজার আদেশ অমান্য হ'চ্ছে—দাড়াও যাচ্ছি মহারাজের কাছে !—

বাদ্যকর। দাঁড়াও বাবা আর মহারাজের কাজ নেই। শূলে মরার চেয়ে পেটের শীতল অতল গহ্বর অনেক আরামের—সেই খানেই বিশ্রাম কর'ব।

নিকুম্ভ। হাঁ করে শুন্‌ছিস্ কি ? বাজা না—!

(পুনরায় বাদ্য বাজিতে লাগিল। কুম্ভকর্ণ হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন। নিকুম্ভ ব্যতীত সকলের দ্রুতবেগে প্রস্থান)

কুম্ভ। মৃত্যু ইচ্ছা জেগেছে কাহার ?
অসময় নিদ্রাভঙ্গ করিল আমার ?

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। পড়িয়া সঙ্কটে ভাই ;
হইয়া অনন্যোপায়—
আমি ভাঙ্গিয়াছি সুখ-নিদ্রা তব।
ক্ষমা কর মোরে বৎস !—

(কুম্ভকর্ণ চরণ-বন্দনা করিলেন)

কুম্ভ। কি হেন সঙ্কট দেব, যার লাগি,
অসময়ে নিদ্রাভঙ্গ পরিণাম জানি,
জাগ্রত করিলে মোরে ?
দেবগণ ক'রেছে কি লঙ্কা আক্রমণ ?—

রাবণ। দশাননে ভাল মতে জানে দেবগণ।

কুম্ভ। তবে কহ কেবা আসি ঘটাল বিভ্রাট ?
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ পিশাচ কিন্নর ?—
রাবণ। নহে।
কুম্ভ। অসুর, প্রমথ, সিদ্ধ, নাগ, বিদ্যাধর ?
রাবণ। তাও নহে।
কুম্ভ। তাও নহে ?
কহ জ্যেষ্ঠ, কৌতূহল উঠিছে চরমে,—
তবে কি আপনি ভোলা রুষ্ট তব প্রতি ?
রাবণ। নহে—নহে ভাই।
কি কব লজ্জার কথা,
মানব আসিয়া আজি করে মহামার।
কুম্ভ। অসম্ভব—অসম্ভব বাণী—
প্রকৃতিস্থ নহ তুমি দেব !
রাবণ। প্রকৃতিস্থ নহি ? অতীব সুস্থির আমি।
ওরে একে একে অস্ত গেছে
সূর্য্য-সম জ্যোতিষ্মান পুত্রগণ মোর,
নিভে গেছে প্রদীপ্ত অনলশিখা সম—
একে একে রক্ষবীর যত—
অবশিষ্ট তুমি, আমি ইন্দ্রজিৎ শুধু—
তবু নির্ব্বিকার ! নহি প্রকৃতিস্থ ?
অতীব সজ্ঞান আমি উজ্জ্বল জ্ঞানের দীপ্তি
পুড়াইছে, জ্বালাইছে, সর্ব্ব অঙ্গ মোর !

কুম্ভ। একি কহ নিদারুণ বাণী—!
বীর শূন্য লঙ্কাপুরী মানব সমরে?
কহ জ্যেষ্ঠ, অতিক্রমি দুর্লঙ্ঘ্য সাগর,
কেমনে পশিল নর দুর্গম লঙ্কায়?
কেন বা আসিল?
তব সনে কিবা হেতু বাধিল বিবাদ?

রাবণ। বনবাসী নর দুই জন,
অপমান ক'রেছিল ভগ্নীরে মোদের।
সূর্পনখা অনুরোধে শাস্তি দিতে তারে,—
এনেছিনু হরি আমি বনিতা তাহার।

কুম্ভ। পর নারী করিলে হরণ?—

রাবণ। শোন আগে—পরে বলো বলিবার থাকে যদি কিছু।
পত্নী অন্বেষণে ভ্রমি কাননে কান্তারে,
উপনীত হলো দোঁহে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
সুগ্রীব সহায় তরে, তস্করের সম
লুকায়ে গাছের আড়ে বালীরে বধিল।
বালী বধে কৃতজ্ঞ সুগ্রীব
সমস্ত বানর সৈন্য লয়ে বাঁধিয়া সাগর,
নর-দুইজন আসি পশিয়া লঙ্কায়—
অবরোধ করিয়াছে পুরী!

কুম্ভ। নর শুধু নহে তবে—
নর সনে এসেছে বানর?

রাবণ। নর সনে এসেছে বানর!

কুম্ভ। কহ ত্বরা,—

নাম কিবা ধরে সেই নর দুই জন?

না, না, জানিতে চাহিনা নাম—

কহ কাহার নন্দন? বসতি কোথায়?

রাবণ। দশরথাত্মজ নাম শ্রীরাম লক্ষণ—

বাস অযোধ্যায়।

কুম্ভ। কারে কহ নর?

নর-রূপে নারায়ণ এসেছেন নিজে,

রক্ষকুল করিতে নির্ম্মূল!

রাবণ। নিদ্রাঘোরে দেখেছ স্বপন—?

কুম্ভ। শোন জ্যেষ্ঠ, এতদিন বলি নাই তোমা,

বহু যুগ হ'ল গত—একদিন—

ছয় মাস নিদ্রা অন্তে জাগি,

মৃগয়া কারণে গিয়াছিনু বনে।

মৃগয়ান্তে আছি বসি শিলাখণ্ড পরে,

হেনকালে আসিলেন দেবর্ষি নারদ।

সাদর সম্ভাষে তুষি জিজ্ঞাসিনু তাঁরে—

আগমন কারণ তাহার!

কহিলেন ঋষি, হিতাকাঙ্ক্ষী তিনি মোর-

তা'ই বিজ্ঞাপিতে এসেছেন মোরে,—

দেবগণ মন্ত্রণায় সুস্থির করেছে যাহা।

কহিলেন তিনি—
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন গোলক ঈশ্বর,
রাক্ষসের অত্যাচার বারণের তরে,
নর-রূপে অবতার হবেন আপনি,
জন্মিবেন অযোধ্যায় নরপতি—
দশরথ গৃহে। দেবগণ জনে জনে,
বানর হইয়া লভিবে জনম।
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
অসুর প্রমথ সিদ্ধ নাগ বিদ্যাধর,
এ সবার বধ্য নহ তুমি।
তাই পিতামহ বাক্য রক্ষা তরে,
নর-রূপী নারায়ণ,—
বানরের দেহধারী দেবগণ সনে,
রক্ষকুল ধ্বংস হেতু—
আসিবে লঙ্কায়।
বহু যুগ পূর্ব্বে যাহা বলেছিল ঋষি—
ফলিয়াছে এত'দিনে।

রাবণ। দেবর্ষি নারদ কহে কাহিনী অমন—
অমনি উদ্ভট গল্প ব'লেছিল মোরে।
বিশ্বাসের যোগ্য নহে—
তাই করিনি বিশ্বাস।

কুম্ভ। মোহগ্রস্থ তুমি তাই কর না বিশ্বাস!

রাবণ। তুমিও না করিবে প্রত্যয়—
শোন যদি সেই গল্প অতি হাস্যকর।

কুম্ভ। নিশ্চয় করিব, সত্য ঋষি বাক্য যদি!

রাবণ। শোন তবে অতি অবিশ্বাস্য
হাস্যকর—অদ্ভুত কাহিনী।
ছিল নাকি দুই দ্বারী গোলক পতির
জয় ও বিজয় নাম—

কুম্ভ। কি নাম কহিলে?

রাবণ। বাধা যদি দাও,
হারাইব সূত্র কাহিনীর।

কুম্ভ। না, না, কহ ত্বরা—বাধা নাহি দিব।
জয় ও বিজয়।—[কি যেন স্মরণ করিতে লাগিলেন]

রাবণ। হ্যাঁ জয় ও বিজয়—
তারপরে শোন,—
অষ্টাবক্র ঋষি নাকি গিয়াছিল সেথা—
বিষ্ণু সন্দর্শনে—

কুম্ভ। তারপর—

রাবণ। দেহের ভঙ্গিমা হেরি বিকল ঋষির
দুই ভাই হাসিয়া আকুল—
দর্শনার্থী জানিয়া তাহারে,
ব্যঙ্গ ভরে উপহাস করিল অনেক।

কুম্ভ। তারপর—তারপর—?

রাবণ। কি হেতু উতলা এত ?
শোন স্থির হ'য়ে।
ক্রোধে আত্মহারা ঋষি
অভিশাপ দিলেন দোঁহায়—
জন্ম, জন্ম, ধরামাঝে লভিতে জনম।

কুম্ভ। কহ তারপর, বিলম্ব না সয়—।

রাবণ। শোন কহি—
দুই ভাই পদে ধরি কাঁদিল বিস্তর
শাপ মুক্তির তরে—অবশেষে—

কুম্ভ। অবশেষে ?

রাবণ। অবশেষে হ'ল নাকি দয়ার উন্মেষ!
কহিলেন দোঁহে মুক্তি পাবে
শত জন্ম মিত্রভাবে ভজিলে ঈশ্বরে
তিন জন্ম শত্রুভাবে—

কুম্ভ। জয়! জয়!—

রাবণ। (ঈষৎ হাসিয়া) নাহি জয়—লঙ্কার রাবণ আমি।

কুম্ভ। তুমি জয়! তুমি জয়!
কর আশীর্ব্বাদ জ্যেষ্ঠ, রণে যাই আমি!—

রাবণ। পূর্ণকাম হও বৎস মোর আশীর্ব্বাদে।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরমার কক্ষ।

সরমা আলেখ্য দর্শনে।

[বিভীষণ পত্নী সরমা নিবিষ্টচিত্তে শ্রীরামচন্দ্রের আলেখ্য অর্চ্চনায় রত। সরমা আলেখ্য প্রণামান্তে করজোড়ে কহিতে লাগিলেন।]

সরমা। ওগো মোর আরাধ্য দেবতা—
ওগো অফুরন্ত করুণা আধার,
ধ্বংসলীলা কর অবসান!
রক্ষকুল একে একে হ'তেছে নির্ম্মূল
আত্মীয় স্বজন নাশ—
আর প্রভু সহিতে না পারি।
দয়ার আধার তুমি—
সমগ্র রাক্ষসকুল নহে দোষী পদে।
অপরাধী দশানন—
দণ্ডনীয় সেই শুধু।
উপযুক্ত দণ্ড দিয়ে তারে,
কর দেব জানকী উদ্ধার।
ধ্বংসলীলা কর অবসান।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। চমৎকার!
উপযুক্ত এ কামনা রক্ষ-ললনার!

সরমা। কে—কে?

রাবণ। পতির অগ্রজ তব
মরণ কামনা করি যার
পূজিতেছ তব ইষ্টদেবে!

সরমা। না—না প্রভু—
কাম্য মোর রাক্ষস কল্যাণ!

রাবণ। রাক্ষস কল্যাণ! তাই বুঝি—
রক্ষ কুল বধূ হ'য়ে,
কর তুমি দেশ-বৈরী
রাঘবের পূজা!
যার অন্নে পরিপুষ্ট দেহ,
কর তার নিধন কামনা!
ভ্রাতৃদ্রোহী, দেশদ্রোহী
বিভীষণ-জায়া—
এ কামনা তোমারেই সাজে!

সরমা। ক্ষম প্রভু—
দেখ প্রভু বিচারিয়া মনে,
কেবা দায়ী এর তরে!
স্বর্ণ-লঙ্কা ছারখারে যায়,
বীর ভূমি বীর শূন্য আজি—
রমণীর কলহাস্তে যেই গৃহ,
দিবানিশি হ'ত মুখরিত,
আজি শোন সেথা শুধু

রোদনের রোল।
বৃথা গঞ্জ স্বামীরে আমার,
দেশ বৈরী ভ্রাতৃ বৈরী নহে স্বামী মোর।
চেয়েছিল তোমার কল্যাণ সনে
দেশের কল্যাণ—!

রাবণ। দেশের কল্যাণ! ওঃ—
তাই বুঝি রাঘবে দেখায়ে পথ
আনিল লঙ্কায়? তাই বুঝি—
ভ্রাতৃ-পুত্র পৌত্রে বধি করিছে উল্লাস?
কেন নাহি কহ—
কাম্য তার লঙ্কা সিংহাসন?
সবংশে আমারে বধি,
রাজা হ'তে চাহে নিজে
কনক লঙ্কার!

সরমা। নহে—নহে—
লঙ্কা সিংহাসন কভু নহে
কামনা তাঁহার।

রাবণ। কি কামনা তবে তার শুনি।
নহে লঙ্কা সিংহাসন—
নহে আত্মীয় নিধন—
নহে দেশ অকল্যাণ—
কহ কিবা তবে?

সরমা। কাম্য তাঁর রাঘবের
রাজীব চরণ।

রাবণ। সুন্দর—সুন্দর—
বিভীষণ-জায়া! কথা তার যোগ্য বটে!
মানব চরণ আজি কাম্য রাক্ষসের!

সরমা। কাম্য সকলের।
দেবের দেবতা রাম,
অখিলের পতি,
তাঁহার চরণ বিনা
নাহি অন্য গতি।

রাবণ। গতি নাই? গতি নাই?
গতি আছে—গতি আছে।
তুমি জান না সরমা,
বিভীষণ নাহি জানে,
আমি জানি কিবা গতি সেই—
সেই গতি লাভ আশে,
উন্মাদ হ'য়েছি আমি—
পাগলের প্রায় ছুটিয়া এসেছি হেথা।
শত্রুর আলেখ্য ওই,
দুর্নিবার আকর্ষণে
টানিয়া এনেছে মোরে!
সভামাঝে শুনিলাম সমাচার,

প্রতিদিন কর পূজা চিত্র রাঘবের !
শোন কহি—
নিভৃতে নীরবে যত পার
কর মৃত্যু চিন্তা মোর,
বাধা নাহি দিব।
কিন্তু মোর গৃহতলে বসি,
রক্ষ বৈরী রাঘবের পূজা—
কভু আমি হইতে দিব না।
ঘৃণিত আলেখ্য ওই—এই দণ্ডে—
অগ্নি মাঝে কর সমর্পণ,
ইষ্ট মূর্ত্তি তব পুড়িয়া হউক ছাই !

সরমা। কভু নহে—

রাবণ। (জনৈক চেড়ীর প্রতি)
অগ্নি হোথা কর প্রজ্জ্বলিত !
(চেড়ী অগ্নি জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল)
ব্যথা যদি বাজে প্রাণে,
নিজ হস্তে বৈশ্বানরে
চিত্র সঁপিবারে—দাও মোরে—!
অসীম উল্লাসে আমি করিব দাহন।

সরমা। (রাঘবের প্রতিকৃতি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া)
জীবন থাকিতে দেহে
চিত্র নাহি দিব।

পতি ইষ্ট মোর,
ইষ্ট তাঁর রাম রঘুমণি—
দেবের দেবতা মম।
চিত্র তাঁর পুড়িবার আগে,
মৃত্যু আমি করিব বরণ।

রাবণ। (দ্বিতীয় চেড়ীকে)
কাড়ি লহ প্রতিকৃতি
বক্ষ হ'তে ওর—

সরমা। কভু নহে—আসিও না হেথা—
(চেড়ী কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইল)
দয়া কর—দয়া কর—
হয়োনা নিষ্ঠুর—।
নহে জীবন্ত রাঘব,
প্রতিকৃতি তাঁর।
প্রতিকৃতি দগ্ধ করি
কি ফল লভিবে কহ?

রাবণ। লাভালাভ নাহি জানি
জানি শুধু—
রক্ষ বৈরী তোমার রাঘব
চিহ্ন তার রক্ষ পুরে
নারিব রাখিতে—
কাড়ি লহ প্রতিকৃতি।—

(চেড়ী কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল)

সরমা। ভগবান ! ভগবান !
তব চিত্র রক্ষা কর তুমি !—

[যোদ্ধৃবেশে তরণী সেন প্রবেশ করিলেন চেড়ী সরমাকে ছাড়িয়া দিল। সরমা ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

সরমা। পুত্র ! পুত্র !

তরণী। কি হেতু ক্রন্দন মাতা ?
(রাবণের প্রতি)
মাতার মন্দিরে কেন আগমন তাত ?

সরমা। রাক্ষস ঈশ্বর পশি কক্ষে মোর,
চেড়ী দিয়া করিছে লাঞ্ছনা !
অনলে দহিতে চাহে চিত্র রাঘবের।
পুত্র ! পুত্র !
পিতা তোর নাই,
তাই মোর হেন অপমান !

তরণী। একি তব আচবণ তাত ?
অসহায়া পাইয়া মাতায়
করিতেছ নির্য্যাতন !
শান্ত হও মাতা,
চিত্র তরে কেন মাতা এত আকুলতা ?
প্রতিকৃতি মাঝে ইষ্টদেব করে না বসতি—
বাস তাঁর হৃদয়ে তোমার।

চিত্র চাহ রক্ষরাজ ?
লহ চিত্র রাঘবের—
ভস্ম করি প্রতিকৃতি শান্তি পাও যদি,
ভস্ম কর, দগ্ধ কর যথা ইচ্ছা তব।

রাবণ। (ব্যাকুল আগ্রহে)
দাও—দাও—
(তন্ময় ভাবে চিত্র দেখিতে লাগিলেন।)
এই চিত্র—এই চিত্র— (আবেগে)
ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়—

তরণী। ভস্মে কর পরিণত
সুন্দর আলেখ্য ওই ?

রাবণ। ওরে, তাই নয় শুধু
শুধু তাই নয়—
ইচ্ছা হয়—ইচ্ছা হয়—
সর্ব্বাঙ্গে লেপন করি,
সেই ভস্মরাশি—
নৃত্য করি অসহ্য পুলকে।

তরণী। হোথা পুলকে অরাতি নাচে
কুম্ভকর্ণ বধি'—

রাবণ। কি—কি—কি কহিলে ?

তরণী। কক্ষচ্যুত রক্ষকুল তারা।
কুম্ভকর্ণ হত রণে।

রাবণ। কুম্ভকর্ণ হত রণে! কুম্ভকর্ণ নাই!
কুম্ভকর্ণ!
পুত্রাধিক কনিষ্ঠ আমার,
জীবন সর্ব্বস্ব মোর —
নাহি আর ইহলোকে ?

তরণী। নাহি আর ইহলোকে।

[রাবণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রস্থানোদ্যত।]

কোথা যাও তাত!

রাবণ। তরণী! তরণী!
নাহি আর অবসর,
বয়ে যায় যাত্রার সময়—ঐ দেখ—

[উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিলেন]

তরণী। (বাধা দিয়া কহিলেন।)
কোথা যাও—
যাত্রার সময় তব আসেনি এখন।
এখনও তরণী সেন রয়েছে জীবিত।
যুদ্ধ সাজে সজ্জিত তনয়,
শুধু আদেশ অপেক্ষা তব।

সরমা। ওরে তুই যাবি রণে!

রাবণ। তুমি? তুমি বিভীষণ সুত,
তমি যাবে রণে?
পিতৃ পাপ করিতে স্খালন?

সরমা। পিতা তব নহে পাপী।
পাপের সংস্পর্শ ত্যজি,
লইয়াছে ধর্ম্মের আশ্রয়।

তরণী। ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জানি মাতা
জানি শুধু—
সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে গরীয়সী
জন্মভূমি সেবা।
পুত্র আমি—
পিতৃকার্য্য বিচারের নাহি অধিকার।
বিচার করিতে নাহি চাই।
মাতৃভূমি রক্ষা তরে,
রণে যাব আমি!

রাবণ। নহে রামচন্দ্র ইষ্ট তব?

তরণী। দেশ বৈরী ইষ্ট যদি,
ইষ্ট সনে করিব সমর।
সর্ব্ব ইষ্ট হ'তে শ্রেষ্ঠতর
জন্মভূমি মোর!
সেই মোর জন্মভূমি
লাঞ্ছিত যে করে—হ'ন তিনি ইষ্ট
ইষ্টে ভেটিব সমরে—
পিতা যদি হন,—
শাণিত শায়কে সম্ভাষণ করিব তাঁহারে!

(রণবাদ্য ও সৈন্যগণের সিংহনাদ শ্রবণে তরণী সেন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন)

ঐ শোন, সৈন্যদল হুঙ্কারে উল্লাসে !

অনুমতি দেহ তাত !

(রাবণ চিন্তামগ্ন হইলেন। পুনরায় রণবাদ্য ও জয়ধ্বনি হইল)

বিলম্ব না সয়, দেহ অনুমতি !

রাবণ। যাও পুত্র, আজি রণে সেনাপতি তুমি।

তরণী। (পদধূলি লইয়া) কর আশীর্ব্বাদ,

যেন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি

মর্য্যাদা তোমার।

রাবণ। আশীর্ব্বাদ ? আশীর্ব্বাদ ?

হ্যাঁ—

করি আশীর্ব্বাদ ইষ্ট লভ তুমি।

তরণী। আশীর্ব্বাদ কর মাতা।—[সরমাকে প্রণাম করিলেন]

বিদায় জননী।

[পুনরায় বাদ্যধ্বনি হইল। তরণী সেন মাতার আশীর্ব্বাদের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। পশ্চাতে ডাকিলে পাছে সন্তানের অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সরমা নীরব রহিলেন। চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাবণ ক্ষণকাল সে দৃশ্য দেখিয়া পরে বলিলেন।]

রাবণ। নারী !—(সরমা চাহিল)

লও ফিরে আলেখ্য তোমার।

কর পূজা—

যাচ তব সন্তান কল্যাণ !

[চিত্র সরমাকে ফিরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রান্তর।

বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ।

রাম। মিত্র বিভীষণ!
কূলে আসি তরী বুঝি ডুবিল অর্ণবে!
শুনি পিতৃব্য নিধন,
ইন্দ্রজিৎ করিয়াছে পণ—
আজি যুদ্ধে বধিবে সকলে।
অন্তরীক্ষে রহি যুঝে ধূর্ত্ত নিশাচর
শ্রাবণের ধারা-সম সুতীক্ষ্ণ সায়ক,
পড়ে ঝরি অন্তরীক্ষ হ'তে।
নয়নে যদ্যপি তারে না পাই দেখিতে—
রণে তারে কেমনে বারিব?
বুঝিলাম এত'দিনে—
জানকী উদ্ধার আশা—
দুরাশা কেবল!

বিভী। না হও হতাশ প্রভু—
নিরাশার বাণী নাহি শোভে তব মুখে!
সত্য বটে মেঘনাদ সমরে দুর্ব্বার,—
ইহাও কঠোর সত্য,
যদি কোন মতে প্রমত্ত রাবণি

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে-পশি,
আহুতি অর্পিতে পারে দেব বৈশ্বানরে,
অগ্নি বরে পলকে জিনিবে ত্রিভুবন।
নর দেহ ধারী তুমি—
তুমিও নারিবে তারে সমরে বারিতে।
কিন্তু যদি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী কেহ,
দ্বাদশ বৎসর অনাহারে, অনিদ্রায়,
করিয়া যাপন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পশি'
যজ্ঞে বিঘ্ন সঞ্চারিতে পারে।
বৈশ্বানরে বর দানে না দেয় সুযোগ,
সেই জন বধিলে বধিতে পারে
অজেয় রাবণি!

রাম। বলি নাই বৃথা মোর জানকী উদ্ধার সাধ!
দ্বাদশ বৎসর অনাহার, অনিদ্রায়
করেছে যাপন—কহ মিত্র,
কোথা পাব হেন জন?
আর যদি তাহাও সম্ভব হয়,
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ঘেরা
সেই যজ্ঞাগার, কেমনে পশিব সেথা?

বিভী। যদি পাই হেন জন, নিকুম্ভিলা মাঝে
আমি লয়ে যাব তারে—
গুপ্ত দ্বার দিয়া।

লক্ষ্মণ। জান তুমি প্রবেশের পথ ?
তবে আর চিন্তা নাহি প্রভু।
আদেশ আমারে—
যজ্ঞ নাশি করি বধ দুরন্ত রাবণি।

রাম। তুমি ? তুমি ভাই কেমনে বধিবে তারে ?
সত্য বটে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী তুমি—
কিন্তু থাক নাই অনাহারে—
অনিদ্রায় করনি যাপন দ্বাদশ বৎসর !

লক্ষ্মণ। যেই দিন হ'তে রাজ্য-সুখ পরিহরি
বনবাস করেছি বরণ—যেই দিন হ'তে
করিয়াছি চীর পরিধান,
সেই দিন হ'তে প্রভু করিনি আহার।
নিদ্রা ঘোরে অবশ পলক
পড়েনি ঢলিয়া কভু নিমেষের তরে।

রাম। মিথ্যা ভাষে ভুলায়ে আমারে
যেতে চাস্ রণে !
ওরে সীতা নাই—
তুই মোর একমাত্র জীবন সম্বল,
সীতাহারা হ'য়ে শুধু তোরে নিয়ে
বেঁচে আছি প্রাণে !
জানকি অধিক তুই মোর,
তোরে পাঠাইব আমি মরণের মুখে ?

না, না, পারিব না তাহা।
মিত্র বিভীষণ, কাজ নাই সীতার উদ্ধারে।
সীতাস্মৃতি পাথেয় করিয়া সার,
বনে বনে ভ্রমিব আবার।
চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে ফিরি অযোধ্যায়,
ভরতেরে দিয়া রাজ্য ভার—
সুমিত্রা জননী ক্রোড়ে সমর্পি লক্ষ্মণে,
বানপ্রস্থ করিব গ্রহণ।

লক্ষ্মণ। প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি মোর!
মিথ্যা বাণী কহি দেব তোমার সম্মুখে,
কল্পনা অতীত পাপ করিব সঞ্চয়?
তুচ্ছ করি সুখ শান্তি সকল কামনা,
রাতুল চরণ তব করিযাছি সার,
ক্ষণেকের তরে লয়ে মিথ্যার আশ্রয়,
ব্রতভঙ্গ করিব আমার!
বিশ্বাস করহ মোরে—সত্য কহি আমি—
চতুর্দ্দশ বর্ষ অনাহারে অনিদ্রায়
করেছি যাপন।

রাম। ওরে, নিজ হস্তে আমি তোরে
দিয়াছি যে ফল—
হস্ত পাতি করেছ গ্রহণ।
কেমনে প্রত্যয় করি করনি ভক্ষণ?

একদিন অনিদ্রায় কাতর মানব,
পক্ষ নহে, মাস নহে, নহেক বৎসর,
কেমনে বিশ্বাস করি দ্বাদশ বৎসর—
অনিদ্রায় কাটায়েছ রাতি !

লক্ষ্মণ। কভুত কহনি প্রভু করিতে আহার,
ধরিতে বলিতে ফল—
আজ্ঞাবাহী ভৃত্য আমি,
সযতনে রেখেছি ধরিয়া—
করিনি আহার।
মূর্ত্তিমতী ক্ষুধা যবে-গ্রাসিতে আসিত মোরে,
তব নাম করিয়া স্মরণ,
একমনে তব মূর্ত্তি করিতাম ধ্যান,
ক্ষুধা নিদ্রা পলাইত দূরে—
এই ভাবে যাপিয়াছি চতুর্দ্দশ বর্ষ দেব !

রাম। লক্ষ্মণ ! লক্ষ্মণ ! ভ্রাতৃ-গর্ব্বে
হৃদি মোর উঠেছে ভরিয়া।
জন্ম-জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্যফলে
তোমা হেন ভ্রাতৃ-রত্ন করিয়াছি লাভ।
ধন্য আমি তোমারে পাইয়া ভাই !—

লক্ষ্মণ। অনুমতি দেহ প্রভু,
বিভীষণ সাথে পশি' নিকুম্ভিলা মাঝে,
করি বধ দুর্ম্মদ রাক্ষসে !

বিভী। আর নাহি চিন্তা রঘুমণি!
মেঘনাদ হ'তে নাহি আর ভয়।
দেহ সাথে ঠাকুর লক্ষ্মণে—
দেহ সাথে কপি-শ্রেষ্ঠ নল, নীল
মারুতি সুগ্রীবে।
গুপ্ত পথে মম সনে করিয়া প্রবেশ,
পণ্ড করি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আয়োজন,
ইন্দ্রজিতে বধিবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। দেহ অনুমতি দেব!

সুগ্রীব। কিসের আশঙ্কা মিত্র?
মোরা সবে রহিব পশ্চাতে—
কি করিবে রাক্ষস দুর্ম্মতি?

হনুমান। তব মূর্ত্তি হৃদে ধরি করি বাক্য দান,
অক্ষত আনিয়া দিব ঠাকুর লক্ষ্মণে!

রাম। ইন্দ্রজিৎ সহ রণ!
চরাচরে সমতুল যোদ্ধা নাহি যার
তার সহ রণে,
কেমনে আদেশ দিব যাইতে লক্ষ্মণে?
কাজ নাই রণ-জয়ে মিত্র বিভীষণ,
থাকুক বন্দিনী সীতা আজীবন হেথা।
তবু মিত্র—
জীবন অধিক ভাই বাঁচুক লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ। তিলেকের তরে দিওনা হৃদয়ে স্থান,
না করিয়া জানকী উদ্ধার,—
হেয় প্রাণ করিব ধারণ! ফিরে যাব
সীতা শূন্য অযোধ্যার আঁধার ভবনে
তুচ্ছ সুখ-ভোগ আশে?
দেবীর উদ্ধার যদি না হয় সাধন,
এ জীবন দিব বিসর্জ্জন।

রাম। কিন্তু ভাই ভাবি মনে,
অমঙ্গল যদি কিছু ঘটে?

লক্ষ্মণ। কি হেতু ভাবহ অমঙ্গল?
দ্বিধা-হীন চিতে মোরে করহ আদেশ,
চরণ প্রসাদে তব ত্রিলোক জিনিতে পারি
কি ছার রাক্ষস!—

রাম। মিত্র বিভীষণ! অর্পিলাম তব করে
জীবন-সর্ব্বস্ব মোর!
হে সুগ্রীব! আদর্শ সুহৃদ মম,
নয়নের মণি মোর অনুজ লক্ষ্মণ—
আনিও ফিরায়ে সখা ভিখারীর নিধি!
হে মারুতি! জীবনের শ্রেষ্ঠ সহচর,
তোমারে আশ্রয় করি পাঠাই লক্ষ্মণে
জ্বলন্ত পাবক সম মেঘনাদ রণে!
রে লক্ষ্মণ! সাবধানে করিয়ো সমর—

আচ্ছন্ন হ'য়োনা যেন মায়ার প্রভাবে !
অন্তরীক্ষচারী ওগো দেবতা মণ্ডল !
রক্ষা ক'রো অভাগার জীবন সম্বল ।—

[বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান ও লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র আশীর্ব্বাদ করিলে সকলে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র কিছুক্ষণ পথপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ধীরে ধীরে অপর দিকে প্রস্থান করিলেন।]

চতুর্থ দৃশ্য

নিকুম্ভিলা—যজ্ঞাগার।

যজ্ঞোপকরণ সজ্জিত। যাজ্ঞিকের বেশে ইন্দ্রজিৎ।

ইন্দ্র। স্বর্গ হ'তে গরিয়সী হে জনম ভূমি,
কভু কল্পনায় ভাবি নাই মনে,
এ হেন দুর্দ্দশা তব নয়নে হেরিতে হবে !
অকলঙ্ক নিরমল শ্রীহস্তে তোমার,
বিদেশী অরাতি চাহে পরাতে শৃঙ্খল !
নির্ম্মল কঠিন করে দর্পী আততায়ী,
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম পুত্রগণ তব,
দস্যু সম কোল হ'তে নিয়াছে কাড়িয়া।
কাতর করুণ নেত্রে চেয়ো না জননী।
পুত্র মেঘনাদ তব এখনো জীবিত।

অর্ঘ্য দানে তৃপ্ত করি দেব বৈশ্বানরে,
অগ্নি দত্ত দিব্য শরে মথিয়া অরাতি,
ঘুচাইব মাতা আজি মর্ম্মব্যথা তব !

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। পুত্র !

ইন্দ্র। মাতা !
তুমি কেন হেথায় জননী ?
শিরে ল'য়ে আশীর্ব্বাদ তব,
বৈশ্বানরে পূজিতে এসেছি।
সাঙ্গ করি যাগ—
সাজি রণ সাজে,
এখনি যাইব মাতা সমর প্রাঙ্গণে।
এখন কি হেতু মাতা ?

মন্দো। ক্ষুব্ধ হ'য়ো না বৎস,
অজানা কি যেন এক অমঙ্গল বাণী—
রহি, রহি, কর্ণে মোর হ'তেছে ধ্বনিত,
থাকি থাকি উঠিতেছে কাঁপিয়া অন্তর।
আজি যুদ্ধে কাজ নাই বৎস,
নিতান্ত বাসনা যদি করিতে সমর,
কালি যেও রণে !

ইন্দ্র। বীর সাজে সাজায়ে তনয়ে,
তুমি মাতা পাঠায়েছ রণে।

উনশত পুত্র শোকে হওনি কাতর—
একি বাণী তব মুখে?
হ'য়েছ কি বিস্মরণ মাতা, আজি যুদ্ধে সেনাপতি আমি!
ওই শোন রক্ষদল হুঙ্কারে উল্লাসে,
রমণীর প্রায় গৃহ-কোণে কেমনে রহিব বসি?
কিসের আশঙ্কা মাতা?
তোমার আশীষ মোর অক্ষয় কবচ।

মন্দো। ওরে, একে একে উনশত পুত্রে মোর,
করিয়া আশীষ পাঠায়েছি রণে,
কবচ হইয়া কই পারিল রক্ষিতে?
ব্যর্থ আশীর্ব্বাদ মোর নর কপি রণে।
শুধু আজ, শুধু আজ তুমি থাক বৎস—
মা'র কোল জুড়ে।
কালি যেও রণে আর করিব না মানা।

ইন্দ্র। মৃত্যুর অধিক মাতা ভীরু অপবাদ,
সে কলঙ্ক সহিব কেমনে?
বীর মাতা, বীর জায়া তুমিও জননী,—
তুমিই বা পুত্র নিন্দা সহিবে কিরূপে?
ব্রতী আমি সেনাপতি পদে—
সৈন্যগণ প্রতীক্ষায় রয়েছে চাহিয়া—
বৃথা অনুরোধ আর করিওনা মাতা,
রণে যেতে দেহ অনুমতি।

মন্দো। কি আর কহিব পুত্র—
খর্ব্ব করি বীরত্ব গৌরব তব,
ব্যথা নাহি দিব আমি হৃদয়ে তোমার।
আশীর্ব্বাদে আস্থা নাহি আর—
তবু করি আশীর্ব্বাদ,
আজি রণে যেই কীর্ত্তি করিবে অর্জ্জন,
যুগে যুগে তিন লোকে গাহিবে সে গাথা।

ইন্দ্রজিৎ প্রণাম করিলেন। মন্দোদরী পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। তৎপর গুপ্তপথ দিয়া ধীরে ধীরে বিভীষণ, লক্ষ্মণ, হনুমান ও সুগ্রীব প্রবেশ করিল।

ইন্দ্র। আজি রণে শ্রীরাম লক্ষ্মণে বধি,—
জননীর শোকানল করিব নির্ব্বাণ।
পুত্র শোকে শোকাতুরা মাতা জন্মভূমি,
তৃপ্ত হ'বে অবগাহি অরাতি-শোণিতে,
থাকেন সহায় যদি দেব বৈশ্বানর—
ভগবানে নাহি ডরি কি ছার মানব।

(বিভীষণ অগ্রসর হইয়া।)

বিভী। ভগবানে নাহি ডর, সেই হেতু—
রক্ষকুল হ'তেছে নির্ম্মূল ;
পাপ যবে পূর্ণ হয় ষোড়শ কলায়—
স্বর্গ হ'তে নামি আসি দেবতার ক্রোধ,
ভস্ম করে, ধ্বংস করে অভিশপ্ত জাতি।

ইন্দ্র। না—না—

ভস্ম হয়, ধ্বংস হয় সেই জাতি—

যার মাঝে ঘরভেদী বিভীষণ,

লভয় জনম। ত্যজিয়া জনম ভূমি,

আত্মীয়, স্বজন—নিজগৃহে

শত্রুরে ডাকিয়া আনে—

মাতৃপদে পরাতে শৃঙ্খল !

বিভী। নরকের বহ্নি জ্বলে দিবানিশি যেথা,—

ধর্ম্মের সেবক সেথা রহিবে কেমনে ?

আজীবন ধর্ম্মাশ্রয়ী আমি,

পাপের সংসর্গ তাই করিয়াছি ত্যাগ।

ইন্দ্র। অতি পুণ্যশীল তুমি—তাই—

পাপের সংসর্গ ত্যজি—

অরাতি চরণ সুখে করিছ লেহন।

হেরিয়া মলিন বেশ জননী লঙ্কার,

অসহ্য পুলকে তাই উঠিছ নাচিয়া।

(হঠাৎ পশ্চাতে লক্ষ্মণাদিকে দেখিয়া।)

[লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব অগ্রসর হইল। হনুমান দ্বার আগলাইয়া পশ্চাতে রহিল।]

ইন্দ্র। ওহো ! নহ একা তুমি !

বানর কটক সনে এসেছে সৌমিত্রি !

ধন্য, ধন্য তুমি ধর্ম্মের সেবক,

ধর্ম্মের মহিমা তব ঘোষিবে জগতে !

ভেবেছিনু তব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মোরে,
বুঝিবা এসেছ হেথা !
তাহা নহে—
পথ প্রদর্শক হ'য়ে আসিয়াছ হেথা,
পুত্রে বধি উজ্জ্বল পুণ্যের বিভা করিতে প্রকাশ !

বিভী। পাপাচারী তুমি—
ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে বুঝিবে ?
কেমনে বুঝিবে তুমি, কি কারণে—
ত্যাজিয়া জনম ভূমি আত্মীয় স্বজন,
লইয়াছি ধর্ম্মের আশ্রয় !
কেমনে জানিবে বল কেন আসিয়াছি—
তনয় অধিক তুমি নিধনে তোমার ?

ইন্দ্র। পর হস্তে ডালি দিতে
জননী জনম ভূমি,
বধিতে আপন জনে, বধিতে তনয়ে,
যেই ধর্ম্ম করয়ে আদেশ—
পুণ্যবান থাক তুমি সেই ধর্ম্ম ল'য়ে।
অতি হেয় ধর্ম্মে সেই—
নাহি মোর প্রয়োজন কিছু।
পশুও আপন জনে নাহি করে ত্যাগ,
বিতাড়িত সারমেয়—সেও ফিরে আসে—
তা'র প্রভুর সকাশে, আদরের লোভে—

নাহি যায় অন্যজন পাশে !
ভাবিয়াছ শত্রু পদ বক্ষে ধরি'—
লভিয়াছ অতুল সম্পদ—?
ময়ূরের পুচ্ছধারী বায়সের মত
পরি দেহে ধর্ম্মের খোলস,
আত্মীয় স্বজন নাশি,
বদ্ধ করি জননীরে অধীনতা পাশে,
ভাবিয়াছ রাজা হ'বে কনক লঙ্কায় ?
হাসি পায় দুরাশায় তব !
সাধিয়া আপন কার্য্য সাহায্যে তোমার.
পদাঘাতে বিতাড়িত করিবে তোমারে ;
পরাশ্রয় অতি মিষ্ট বুঝিবে তখন !

লক্ষ্মণ । আসি নাই শুনিবারে বাক্যের উচ্ছ্বাস ।
চিরতরে রণ-সাধ মিটাইতে তব
আসিয়াছি আমি !
তস্করের সম মেঘ আড়ে লুকাইয়া থাকি'
অলক্ষ্যে হানিয়া শর দেখাও পৌরুষ !
আজি সম্মুখে পেয়েছি তোমা,
মেঘের আড়ালে আর লুকাতে নারিবে ।

ইন্দ্র । স্তব্ধ হও কাপুরুষ,
চোর সনে, চোর সম,
গুপ্ত পথে, গোপনে পশিয়া হেথা,—

অতি হীন সম—
উচ্চকণ্ঠে কহিতেছ পৌরুষের কথা !
শোন লজ্জাহীন, নহে রাক্ষস তস্কর,
তস্করের জাতি নর—
হীন তস্করের সম, ভ্রাতা তোর—
বৃক্ষ অন্তরালে থাকি বালীরে বধিল।
মিলেছিল উত্তম সুযোগ,—
বিভীষণ আড়ে রহি' কেন নাহি
নিক্ষেপিলে শর ?
সামান্য মানব তুই—
সম্মুখ সমরে কেন তোর আকিঞ্চন ?
বাত্যা বিতাড়িত তুলারাশি সম,
নিমিষে উড়িয়া যাবি মোর সহ রণে।

লক্ষ্মণ। জান কি হে কারে কহে সম্মুখ সমর ?
নহে অম্বরে অলক্ষ্যে রহি—
বাণ বরিষণ।
রুদ্ধ তব আকাশের পথ,
যজ্ঞাগারে অবরুদ্ধ তুইরে রাক্ষস,—
লক্ষ্যীভূত একবার হ'য়েছ যখন,
পরিত্রাণ নাহিক তোমার।

ইন্দ্র। ভাল—তিষ্ঠ ক্ষণকাল
পূজার্থী হইয়া আমি আসিয়াছি হেথা—

করি পূজা সমাপন,
ভালমতে মিটাইব রণ-সাধ তোর।

বিভী। পবন নন্দন,
পণ্ড কর যজ্ঞ আয়োজন।

[হনুমান যজ্ঞ আয়োজন পণ্ড করিল।]

ইন্দ্র। আরে, আরে, রক্ষ কুলাঙ্গার,
বধিতে আপন পুত্রে এত আকিঞ্চন!
কি আর কহিব তোমা ধার্ম্মিক প্রবর,—
তব ধর্ম্ম আচরণ দেখি,
ধর্ম্ম নিজে পলাইছে লাজে।
আয় রে লক্ষ্মণ,
যুদ্ধ বেশে নাহি প্রয়োজন,
যাজ্ঞিকের বেশে আজি করিব সমর।

(উভয়ের যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন।)

ইন্দ্র। হে পিতৃব্য! কীর্ত্তি তব স্বর্ণাক্ষরে—
রহিবে লিখিত লঙ্কা ইতিহাসে।
রে সৌমিত্রি! কি আর কহিব তোরে।
বিভীষণে ল'য়ে সাথে তস্করের সম,
যেমন বধিলি মোরে অন্যায় সমরে,
তোর দেশে যুগে যুগে বিভীষণ
লভিয়া জনম—
শত্রু করে দিবে ডালি নিজ মাতৃভূমি!

চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

রাবণের কক্ষ।

রাবণ। একি আকুলতা বুকে মোর—!
কেন এই চিত্তদাহী উগ্র চঞ্চলতা ?
প্রাণ হ'তে প্রিয়তর পুত্রগণে মোর,—
অকাতরে বলি দিছি মুক্তির মন্দিরে,
কুম্ভকর্ণে প্রেরিয়াছি শমন নিলয়ে,
কই—করিনি ত অনুভব চিত্তের বিকার।
মেঘনাদ তরে একি ব্যগ্র ব্যাকুলতা ?
মেঘনাদ—বীরত্বে, ঔদার্য্যে, স্নেহে,
তিন লোকে নাহি যার সমতুল্য কেহ—
রক্ষবংশ সুখতারা—সেই মেঘনাদে,
আহুতি অর্পিতে হবে মুক্তির দুয়ারে !
পারিবনা—পারিবনা আমি—
চাহিনা—চাহিনা মুক্তি পুত্র বিনিময়ে।
তিন জন্মে যদি নাহি ত্রাণ,—
সাত জন্ম ভুঞ্জিব নরক,
সপ্তজন্ম সহিব হে তোমার বিরহ,—
তবু পারিবনা বলি দিতে
পুত্র মেঘনাদে। পরিহরি শত্রুভাব—

হে মোর দেবতা, মিত্ররূপে ডাকি তোমা,
ফিরে দাও—ফিরে দাও ইন্দ্রজিতে মোর।
কে আছ ?—

(জনৈক রাক্ষসের প্রবেশ।)

যুদ্ধের সংবাদ লয়ে
আসিয়াছে কোন চর রণস্থল হ'তে ?

রাক্ষস। আসে নাই প্রভু !

রাবণ। দ্রুত রথে বার্ত্তাবহে প্রেরহ সত্বর,—
ইন্দ্রজিতে জানাক্ আদেশ,
রণে দিয়া ক্ষমা—
অবিলম্বে আসে মোর পাশে।

(রাক্ষস প্রস্থানোদ্যত)

আর শোন—যদি—
না যাও—

[রাক্ষসের প্রস্থান।]

অসহ্য—অসহ্য এ প্রতীক্ষার জ্বালা,
উৎকট—উৎকণ্ঠা আর সহিতে না পারি।
কে আছ ?—

(অনুচরের প্রবেশ)

এখনো আসেনি চর রণস্থল হ'তে ?

অনুচর। এইমাত্র আসিয়াছে প্রভু।

রাবণ। কহ ত্বরা পুত্রের সংবাদ !

অনুচর। কহিল সে—
রণস্থলে যায় নাই যুবরাজ আজি।
রাবণ। যায় নাই রণস্থলে ?
ধন্য ভগবান !
কোথা তবে পুত্র মোর ?
অনুচর। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার হ'তে
বাহির হইতে তাঁরে দেখে নাই কেহ।
রাবণ। জয় আশে পুত্র মোর পূজে বৈশ্বানরে।
আনিয়াছ অতি সুসংবাদ—
লহ পুরস্কার—আর—
যজ্ঞাগারে পুত্রে মোর জানাও আদেশ—
সমাপন করি যাগ,
ত্বরায় ফিরিয়া আসি ভেটুক আমায়।
অনুচর। যথা আজ্ঞা প্রভু ! [প্রস্থান।]
রাবণ। হউক নিষ্ফল মোর জীবন সাধনা,
তবু নিজ স্বার্থ সিদ্ধি তরে—
প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রে বধিতে নারিব।
কালি প্রাতে জানকীরে সমর্পিয়া
রঘুনাথ করে—মেগে লব আশ্রয় তাঁহার।
(মন্দোদরীর প্রবেশ)
মন্দো। ওগো ! পেয়েছ কি যুদ্ধের সংবাদ ?
রাবণ। কি হেতু উতলা প্রিয়ে ?

পুত্র তব বাসব বিজয়ী।
নিশা যুদ্ধে স্বচক্ষে দেখেছ দেবী,
নাগপাশে বদ্ধ করি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বিজয় গৌরবে ফিরি বন্দিল চরণ।
তবে কি হেতু আশঙ্কা সতী ?

মন্দো। নাহি জানি প্রিয়তম,
কি যেন অজানা ভয়ে কাঁপিছে অন্তর,
হইও না রুষ্ট দেব—
হৃদয় উদ্বেগ আর সহিতে না পারি--'
যজ্ঞাগারে গিয়াছিনু
রণে যেতে মেঘনাদে করিতে নিষেধ,
বীর পুত্র শুনিল না মানা—
ভগ্ন প্রাণে আসিনু ফিরিয়া।
সেই হ'তে তিলেকের তরে
চিত্ত নহে স্থির—তদুপরি—

রাবণ। কহিতে কহিতে তব একি ভাবান্তর।
রক্ত লেশ নাহি মুখে,
ওষ্ঠপুট কাঁপিছে সঘনে,
কি হয়েছে রাণী ?

মন্দো। ওগো! বোধ হয় ইন্দ্রজিৎ—
ছেড়ে গেছে মোরে!

রাবণ। হেন অমঙ্গল কথা শুধু মুখে নহে—

আনিও না মনে।
দুর্ব্বলা নহত তুমি অন্যা নারী সম,
কল্পিত বিপদ-ছবি আঁকিয়া অন্তরে,—
কেন প্রিয়ে হ'তেছ বিকল ?

মন্দো। ওগো নহেক কল্পনা মোর,
শোন কহি—নিকুম্ভিলা হ'তে ফিরি'
নিজ কক্ষে গেনু নাথ বিশ্রামের লাগি।
বাড়িতে লাগিল বেগে হৃদয় স্পন্দন—
নারিনু তিষ্ঠিতে সেথা !
অস্থির ব্যাকুল চিত্তে উন্মাদিনী সম,
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে করিনু ভ্রমণ,
তবু থামিলনা মোর হৃদয় স্পন্দন ;
অবশেষে গেনু প্রিয় অশোক কাননে—
মুছাইয়া অশ্রুধার দুঃখিনী সীতার,
ফিরিতেছি গৃহে,—হেনকালে—
শূন্য হ'তে পুত্র-কণ্ঠে হইল ধ্বনিত—
"চলিলাম মাতা"।

(ম্লান ও নতমুখে দূতের প্রবেশ)

দূত। প্রভু !

রাবণ। কে ? কে ?—
কি হেতু আনত মুখ বিষাদ গম্ভীর ?
কহ শীঘ্র পুত্রের বারতা—!

কি হেতু নির্ব্বাক ?
কহ পুত্রের বারতা।
(দূত নিরুত্তর রহিল)

মন্দো। তবে নাই পুত্র মোর ?

দূত। নাই !—

[মন্দোদরী কাতর শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

রাবণ। মিথ্যা কথা,
এইমাত্র দূত আসি দানিল সংবাদ—
রণক্ষেত্রে যায় নাই পুত্র ইন্দ্রজিৎ।

দূত। যজ্ঞাগারে পড়িয়াছে
বীর পুত্র তব !

রাবণ। পুনঃ যদি কহ মিথ্যা ভাষ
বধিব নিশ্চয়।

দূত। প্রাণ দিলে বাক্য যদি মিথ্যা হ'ত মোর,
এখনি দিতাম প্রাণ।

রাবণ। নাই তবে পুত্র মোর ?

দূত। নাই !

রাবণ। নাই ? নাই ?
মেঘনাদ প্রিয়তম পুত্র মোর !

মন্দো। (চেতনা পাইয়া)
কই, কই পুত্র মোর—?
কই অভাগীর নয়নের নিধি ?

ওগো এনে দাও, এনে দাও—
মোর মেঘনাদে।

রাবণ। কহ দূত,
কেমনে পশিল শত্রু নিকুম্ভিলা মাঝে ?

দূত। ঘরভেদী বিভীষণ দিয়াছে সন্ধান।
বানর কটক ল'য়ে সৌমিত্রীর সনে
চোর সম গুপ্ত পথে পশিল সেথায়।
বানরে করিল পণ্ড যজ্ঞ আয়োজন,
যাজ্ঞিকের বেশে করি অদ্ভুত সমর,
বজ্রাহত মহীরূহ সম—
লক্ষ্মণের শরাঘাতে পড়িল কুমার।

মন্দো। পাষাণ ! পাষাণে গঠিত হিয়া
দীর্ণ নাহি হয় তাই হেন বজ্রাঘাতে,
ইন্দ্রজিৎ হেন পুত্রের নিধন শুনি
দেহ হ'তে প্রাণ তাই নাহি বাহিরায় !
ওগো ! এনে দাও, এনে দাও পুত্রে মোর—
শত পুত্রের জননী কেহ নাহি আর,
শূন্য কোল করে হাহাকার !
পূর্ণ করি শূন্য বুক ছিল ইন্দ্রজিৎ,
ভুলেছিনু সর্ব্ব শোক তার মুখ চাহি'.
সে বিহনে কেমনে ধরিব প্রাণ ?
এনে দাও—এনে দাও তা'রে।

রাবণ। নহে শোক—শোক নহে।
ঐ দেখ তৃষ্ণার্ত্ত তনয় তব,
কাতর নয়নে যাচে শত্রুর শোণিত।
অন্যায় সমরে পুত্রে বধেছে অরাতি
প্রতিশোধ আশে অশরীরী আত্মা তার,—
ঘুরিয়া ফিরিছে ওই চারি পাশে মোর।
দাঁড়াও—দাঁড়াও ক্ষণেক পুত্র,
তৃপ্ত আজি করিব তোমারে—
বানর কটক সনে শ্রীরাম লক্ষ্মণে বধি',
রক্ত নদী বহা'ব লঙ্কায়।
সেই রক্তে করি স্নান, পরি রক্তাম্বর
শত্রুর রুধিরে তব করিব তর্পণ।
নহে শোক—শোক নহে।
বাজাও অযুত শঙ্খ—বাজাও দামামা,
পরাও ললাটে মোর বিজয় তিলক
রণসাজে সাজাও আমায়—
অতৃপ্ত পুত্রের আত্মা ফিরিছে কাঁদিয়া।
মোর তৃপ্তি হেতু পুত্র দিয়াছে জীবন,
পুত্র-তৃপ্তি হেতু আজি অরাতি সাগর,
রুদ্র তেজে করিব মন্থন!— [যাইতে উদ্যত হইলেন]

মন্দো। না, না, রণে তোমা' যাইতে দিব না,
রাখ প্রভু দুখিনীর শেষ অনুরোধ—

যাইও না আর—ওগো কার তরে,
কার তরে করিবে সংগ্রাম ?
কার তরে রহিবে লঙ্কায় ?
জানকীরে দেহ ফিরাইয়া,
চল যাই লোকালয় ত্যজি,
কাননে করিব বাস বাঁধিয়া কুটির।

(আলুথালু বেশে প্রমীলার প্রবেশ)

প্রমীলা। পিতা !

রাবণ। কে ? উঃ ভগবান !—[চক্ষু ঢাকিলেন।]

প্রমীলা। পিতা !

রাবণ। ওরে অভাগিনী, কেন এসেছিস হেথা !
উদ্গত অশ্রুর ধার বাধা নাহি মানে,
ভেদি হৃদয় পাষাণ, নয়ন গোমুখি হ'তে,
সহস্র ধারায় সে যে আসে বাহিরিয়া !
ওরে স্বামী-হারা অভাগী তনয়া মোর
আয় বুকে আয়। [বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।]

মন্দো। ভগবান !
কত সয় মার বুকে আর ! (মূর্চ্ছা)

প্রমীলা। (ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিয়া)
মাতা, মাতা, উঠ মাতা !
মিলনের লগ্ন বয়ে যায়—

পুত্র তব মোর প্রতীক্ষায় রয়েছে দাঁড়ায়ে—
দাও মা বিদায় !

মন্দো। বিদায় ?
ওরে কোথায় যাইবি ?

প্রমীলা। জীবনে মরণে মাগো স্থান পতি পাশে,
পতি চিতানলে আজি হব সহমৃতা—
দাও মা বিদায় !
পিতা, দেহ অনুমতি যাই স্বামী সনে !

রাবণ। (অর্দ্ধোন্মত্ত ভাবে)
যাবি ? যাবি ? যা ! যা !
আমিও যাইব—মিলিব তোদের সাথে।
যা ! যা মা, যা !

প্রমীলা। অন্যায় সমরে পুত্রে তব
বধেছে লক্ষ্মণ – নিয়ো প্রতিশোধ পিতা।

রাবণ। অন্যায় সমরে পুত্রে
বধেছে লক্ষ্মণ—?
প্রতিশোধ ? প্রতিশোধ ?
হাঁ ল'ব প্রতিশোধ—অতি তীব্র প্রতিশোধ !
যার তরে অনির্ব্বাণ জ্বলেছে অনল,
যার লাগি স্বর্ণ-লঙ্কা আজিকে শ্মশান,
কুম্ভকর্ণ বীরবাহু হত যার তরে,
যার তরে দেছে প্রাণ পুত্র মেঘনাদ,

সেই জানকীরে—জানকীরে বধি আজি,—
পুত্রশোক করিব নির্ব্বাণ!

মন্দো। স্বামী! স্বামী!
একি কহ নিদারুণ বাণী!
নারী বধে তব আকিঞ্চন?

রাবণ। শুধু বধ নয়—বধ নয়—
উৎকট উল্লাসে ল'য়ে
ছিন্ন মুণ্ড তার—
উপহার দিব রণে রাঘব লক্ষ্মণে।
মৃত্যুবাণ পেয়েছি সন্ধান—
ঐ হের—ঐ হের—
রণক্ষেত্রে লুটায় রাঘব,
প্রাণহীন পড়িয়া লক্ষ্মণ—
হাঃ হাঃ হাঃ—
কি সুন্দর দৃশ্য মনোহর—
তৃপ্ত হবে পুত্র মোর—তৃপ্ত হব আমি।

[প্রস্থান ও মন্দোদরীর অনুসরণ।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

অশোক কানন।

[বিষাদ প্রতিমা সীতা—অশোক তরুতলে বসিয়া গাহিতেছে।]

গীত

মুখের হাসিটি গিয়াছে মিলায়ে, আঁখির সলিলে ডাকিব প্রিয়
বিরহ হইতে মরণ মধুর, ঘুম ঘোরে বুকে টানিয়া নিও।
আঁখি জলে নাম রেখেছি জিয়ায়ে
শুধু তোমা তরে রেখেছি হিয়া এ
পঙ্কের মাঝে পঙ্কজ হ'য়ে পঙ্কিল পুরে দরশ দিও
অশ্রু-উৎস তোমা পানে ধায়, পদ-নখে তার পরশ নিও॥

(গীতান্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সীতা। নিষ্ঠুর কঠিন সত্য কহিল রাক্ষস,
"রাঘব বিরহ" দণ্ড চরম সীতার,
লক্ষ অত্যাচার হ'তে—
তীব্র—তীব্রতর রাঘব বিরহ!
এক পল না হেরিলে যাঁরে,
যুগ মনে হয়—
দীর্ঘ ছয় মাস ধরি—নিশিদিন—
সহিতেছি অদর্শন তাঁর!

জীর্ণ, দীর্ণ কণ্ঠাগত প্রাণ,
কত সয়—কত সয় আর !

(চেড়ীগণের প্রবেশ ও গান)

গীত

মিছে তুই ফেলিস চোখের জল
স্বর্ণ-পুরী ছেড়ে রাবণ তোর তরে আজ হ'ন পাগল !
বুনো রামের সঙ্গে ফিরে বনে ছিল বাস
আজ ভূষণে সাজা দেহ সাধ মিটিয়ে আশ !
রাবণ রাজার রাণী হ'য়ে লঙ্কারে আজ কর উজল !
ইন্দ্র যাহার আজ্ঞাবাহী মাথায় তুলে রাখবে সে
অপ্সরীরা তোর মুখে আজ লোধ্র রেণু মাখবে যে !
চন্দ্রচূড়ে সাজবে চরণ
ও পদ রাজার জীবন মরণ
(কেন) স্বর্ণ ফেলে অঞ্চলেতে গ্রন্থি দিতে চাস কেবল !

[গীতান্তে চেড়ীগণ চলিয়া গেল।]

সীতা। রাঘব ! রাঘব !
আর ত' সহেনা প্রভু !
ধৈর্য্য মোর হারায়েছে সীমা—
কত কাল—কত কাল আর—
রব তব প্রতীক্ষায় ?

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। নহে বহুদিন আর—
সুদিন আগত প্রায়।

সীতা। পতির কুশল মোর ?

সরমা। শ্রীরাম লক্ষ্মণ আছেন কুশলে।

সীতা। কহ সখি সমর বারতা !
দুইদিন অদর্শন তব,
নাহি জানি রণ-সমাচার।

সরমা। মেঘনাদ—
নাগ-পাশে বদ্ধ যেই
ক'রেছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে,—
দেবতা দানব ত্রাস
সেই মেঘনাদ—

সীতা। সেই মেঘনাদ ?

সরমা। হত আজি লক্ষ্মণ সমরে।

সীতা। হত ইন্দ্রজিৎ ! হত ইন্দ্রজিৎ !
সরমা ! সরমা !
দুখ নিশা বুঝিবা পোহা'ল !
কিন্তু কহ সখি,
দীর্ঘ দুই দিন কেন অদর্শন তব ?
কর্ম্মহীন জীবনের দীর্ঘ অবসর—
কেমনে কাটাই কহ—

তব সঙ্গ বিনা ?
চেড়ীগণ করে সদা উত্যক্ত আমারে
নৃত্য-গীত হাস্য পরিহাসে,
ভেঙ্গে দেয় তন্ময়তা মোর।
যতক্ষণ কাছে থাক,
সুখে থাকি আমি,
কহ সখি কেন আস নাই
এই দুই দিন ?

[সরমা নিরুত্তর রহিল।]

সীতা। (সরমার ছল ছল চক্ষু, নত ম্লান মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সোদ্বেগে রহিলেন।)
ঘটিয়াছে অমঙ্গল কিছু ?

(সরমা নীরব রহিল।)

সীতা। তথাপি নীরব ?
পতির কুশল তব ?

সরমা। কুশল—কুশল—[কাঁদিয়া ফেলিলেন।]

সীতা। অশ্রুসিক্ত সজল নয়ন,
মুখে নাহি সরে ভাষ,
সংশয়ে না রাখ সতী,
কহ শীঘ্র কি হ'য়েছে ?

সরমা। পতি মোর হারায়েছে
এক মাত্র পুত্র তাঁর।

সীতা। সরমা ! সরমা !
একি কহ সর্ব্বনাশা বাণী ?
সরমা। বীর পুত্র মোর—
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা
করিয়াছে লাভ।
সীতা। কোন্ প্রাণে, ওরে হতভাগি,
এক মাত্র পুত্র—নয়নের নিধি—
কোন্ প্রাণে কহ তারে—
পাঠাইলে রণে ?
সরমা। বীর মাতা আমি,
বীরত্ব গৌরবে তনয়ের
বাধা দান করিতে নারিনু।
সীতা। কি কঠিন প্রাণ তব !
নয়ন-আনন্দ পুত্র,
জীবন সম্বল—
নিশ্চিত মরণ জানি
বাধা নাহি দিলে ?
সরমা। মরণ লভিয়া পুত্র
হ'য়েছে অমর !
কাঁদে প্রাণ মৃত-পুত্র তরে,
গর্ব্বে ভরে উঠে বুক
গৌরবে তাহার।

পুত্রহারা—তবু—
পুত্রগর্ব্বে গরীয়সী আমি।

সীতা। আমি—আমি তব দুর্দ্দশার মূল।
মোর তরে পতিহারা, পুত্রহারা,
সর্ব্বহারা তুমি !
অভিশপ্ত জীবন আমার !
অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত পুষ্পকলি যত,
সুরম্য উদ্যানে ছিল কনক-লঙ্কার।
অকালে পড়িল ঝরি'—
দীর্ঘশ্বাসে মোর।
আহা ! কিশোর বালক,
নবনীত কোমল শরীর,
ছিল মাতৃবক্ষ পূর্ণ করি সুখে—
নিষ্ঠুর রাক্ষস দশানন !
নির্ম্মম নিয়তি মুখে
কোন্ প্রাণে পাঠাইল তারে ?

সরমা। নহে দশানন—
নিজে—নিজে পুত্র মোর,
যাচি নিল অনুমতি
সমরে যাইতে।
ধর্ম্ম হ'তে, ইষ্ট হ'তে,
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'তে,

বরণীয় তার কাছে
জন্মভূমি সেবা।
কহিল সে—
দেশবৈরী ইষ্ট যদি,
ইষ্ট সনে করিবে সমর,
পিতা যদি—
অস্ত্র মুখে ভেটিবে তাঁহারে;

সীতা। অপূর্ব্ব কাহিনী শুনি,
রোমাঞ্চিত কায়!
কহ তারপর!

সরমা। অনুনয়ে হইয়া কাতর,
বরিল রাবণ তারে
সেনাপতি পদে।
অগণিত করি শত্রু ক্ষয়,
অতুল অক্ষয় কীর্ত্তি
রাখিয়া ধরায়,
সম্মুখ-সমরে পড়ি
বীর পুত্র মোর,
দিব্য লোকে করিল প্রয়াণ।

সীতা। কোন্ রথী বধিল কুমারে?

সরমা। ইষ্ট-হস্তে সুখ-মৃত্যু
লভেছে কুমার।

সীতা। (সবিস্ময়ে) মিত্র-পুত্রে অস্ত্রাঘাত
করিল রাঘব!

সরমা। জানিত না পরিচয়।
বান্ধব বৎসল রাম,
জানকী উদ্ধার আশা
দিত বিসর্জ্জন,
তবু, সখা-পুত্রে অস্ত্রাঘাত
কভু করিত না।

সীতা। কোথা ছিল সে সময়
মিত্র বিভীষণ?

সরমা। জনক তাহার দূর হ'তে দেখিল মরণ,
তবু, পরিচয় ভাষা না ফুটিল মুখে।

সীতা। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব গাথা,
সখা তরে. সখী তরে,
কেহ কভু শুনিয়াছে
আত্মত্যাগ হেন?
কি অচ্ছেদ্য ঋণ-জালে
জড়িত করিলে মোরে!
এ বন্ধন হ'তে সখি মোর,
মুক্তি নাই—মুক্তি নাই।

নেপথ্যে মন্দো। রাখ—রাখ প্রভু দাসীর মিনতি।

নেপথ্যে রাবণ। না—না—শুনিব না কোন কথা।

[পুত্র শোকোন্মত্ত রাবণ ও পশ্চাতে আলুলায়িত কুন্তলা বিস্রস্ত বসনা, রাণী মন্দোদরী প্রবেশ করিলেন।]

রাবণ। ঐ হের—ঐ হের—
অশরীরী আত্মা তার,
প্রতিহিংসা আশে ফিরিছে কাঁদিয়া।
ক্ষণেক দাঁড়াও পুত্র,
তৃপ্ত আজি করিব তোমারে।

মন্দো। পুত্রে তব বধেছে লক্ষ্মণ—
প্রতিশোধ বাঞ্ছা যদি তব,
বধ তারে—বধহ শ্রীরামে—
সীতা নহে কোন দোষে দোষী,
নারী বধ তবে কি হেতু করিবে ?

রাবণ। মৃত্যুবাণ—মৃত্যুবাণ—
হাঃ—হাঃ—হাঃ
রাঘবের মৃত্যুবাণ মুণ্ড জানকীর—
জানকীরে বধি—মুণ্ড তার,
রাঘবেরে দিব উপহার।

সীতা। তাই কর—তাই কর—
বধ মোরে রক্ষরাজ !
মৃত্যু শ্রেয় শতগুণে
রাঘব বিরহ হ'তে।
দাও মোরে মৃত্যু—দাও—

[রাবণের দিকে অগ্রসর হইতে সরমা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আবরণ করিয়া দাঁড়াইলেন।]

সরমা। এক ভিক্ষা রক্ষরাজ !
তব তরে পুত্র মোর,
একমাত্র পুত্র—
দুখিনীর এক মাত্র জীবন সম্বল,
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা ক'রেছে বরণ,
তব কার্য্যে পুত্র মোর দিয়াছে জীবন।
পুত্র-হারা জননীর রাখ অনুরোধ,
ভিক্ষা দেহ জানকীর প্রাণ।

রাবণ। এক মাত্র পুত্র তব—জীবন সম্বল ?
আর মেঘনাদ— ?
এক মাত্র অবশিষ্ট বংশের দুলাল মোর !
লক্ষ রক্ষ-রবি মাঝে এক মাত্র প্রদীপ্ত ভাস্কর—
কোন্ রাহু তাহারে করিল গ্রাস ?
তোমারি পুত্রের পিতা,
তস্করের সম—
ছলে পশি নিকুম্ভিলা মাঝে—
নিরস্ত্র সন্তানে মোর .....
না—না, শুনিব না কোন কথা—
জানকীরে বধি
পুত্র হত্যা প্রতিশোধ লব।

[পুনরায় জানকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। মন্দোদরী জানকীকে আবরণ করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে কহিল।]

মন্দো। নয়ন সমক্ষে মোর
নারী হত্যা হইতে দিব না।

রাবণ। স'রে যাও সম্মুখ হইতে।
ওই সর্পিণী কারণ
বংশহীন আজি দশানন!

মন্দো। নহে কদাচন—
নিজবংশ বংশনাশ তুমি
করিয়াছ নিজে।
তব পাপে—
তব পাপে রক্ষরাজ,
স্বর্ণ-লঙ্কা আজিকে শ্মশান,
পুত্রহীনা শত পুত্রের জননী আমি।
শোন স্বামী—
লক্ষ অনাচার তব সয়েছি নীরবে,
করি নাই প্রতিবাদ,
কহি নাই কথা।
কিন্তু নারী হত্যা—
জীবন থাকিতে মোর
কভু আমি হইতে দিব না—
পূর্ব্বে তার মৃত্যু আমি করিব বরণ।

রাবণ। মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়—
মৃত্যুর অধিক শাস্তি দিব সবাকারে—
পুত্র-হন্তা রাঘব লক্ষ্মণে বধি',
যুগ্ম মুণ্ড জানকীরে দিব উপহার।
[জানকী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ।]
বিভীষণ-ছিন্নমুণ্ড দিব সরমারে—
[সরমার মুখ হইতে আর্ত্তনাদ বাহির হইল।]
তারপর—তারপর—
নিজ হাতে নিজ মুণ্ড কাটি
উপহার দিব তোমা রাণী মন্দোদরী।

[উন্মত্তবৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মন্দোদরী আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।]

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর।

(রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি।)

রাম। মিত্র বিভীষণ!
অকারণ সৈন্য ক্ষয়ে কহ কিবা ফল?
নিজে শক্তি আবির্ভূতা দশানন তরে।
ক্রোড়ে লয়ে দুর্ম্মদ রাক্ষসে, ধরি প্রহরণ,
সৈন্য মাঝে ধ্বংস লীলা করিছে বিস্তার।
শক্তির আধার যিনি—
তিন লোকে আছে কোন জন,
শক্তিতে আঁটিতে তাঁরে?
আজি রণে অর্দ্ধ সৈন্য হত,
কালি যদি রণে পুনঃ হ'ন আবির্ভূতা,
সমগ্র কটক মোর হইবে নির্ম্মূল।

বিভী। সন্দেহ নাহিক তাহে—
মাতা যদি হন প্রভু বিরূপ সন্তানে,
কি উপায় আছে তার?

লক্ষ্মণ। বুঝিতে না পারি দেব,
জগন্মাতা কেন আজি রাক্ষস সহায় ?
কেমনে সহিছে মাতা নিজ অংশভূতা
জনক-নন্দিনী প্রতি রক্ষ অত্যাচার ?
ধর্ম্ম যুদ্ধে ব্রতী মোরা—
অক্ষম বুঝিতে প্রভু দেবীর বিধান,
ধর্ম্মে করি পরিত্যাগ,—
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে কেন আগুয়ান !

রাম। মোর ভাগ্য দোষে, রে লক্ষ্মণ,
মোর ভাগ্য দোষে দেবী হ'য়েছে বিরূপ।
নহে নারীর নিগ্রহকারী দুষ্ট দশাননে,
দেন কোল বিশ্বের জননী !
বৃথা—বৃথা রে লক্ষ্মণ—বৃথা হ'ল সব—
জানকীর হ'ল না উদ্ধার।
মিথ্যা করিয়াছি ভাই সাগর বন্ধন,
মিথ্যা সহিয়াছ তুমি শক্তি শেলাঘাত,
মিথ্যা এত যত্ন মোর, মিথ্যা পরিশ্রম,
মিথ্যা আকিঞ্চন ভাই দশানন বধে।
ওরে হেন ভাগ্য লয়ে লভেছি জনম,
জননী হইল বাম তনয়ের প্রতি !
হে সুগ্রীব—সখা মোর
মোর তরে সহিয়াছ যাতনা বিস্তর,

হারায়েছ সৈন্য বহুতর,
যাও ফিরে কিষ্কিন্ধ্যায় অঙ্গদে লইয়া।
যা রে লক্ষ্মণ ফিরে সুমিত্রা জননী পাশে।
মিত্র বিভীষণ !
ক্ষমা চাহি লহ গিয়া জ্যেষ্ঠের শরণ,
ধর্ম্মের আশ্রয় করি করিয়াছ ভুল—
ধর্ম্মের নাহিক জয় এই বিশ্ব মাঝে।

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। ধর্ম্মের নাহিক জয় !
হেন কথা তুমি কহ রাম !
'যথা ধর্ম্ম, তথা জয়"—বিধির বচন,
অলঙ্ঘ্য অমোঘ বৎস বাক্য বিধাতার—
কোন যুগে হয় নাই, হবেনা লঙ্ঘন।
যথা ধর্ম্ম রহে দেবগণ তথা,
সুনিশ্চিত জয় তার।
ওই হের ইন্দ্রের সারথি
আসিয়াছে রথ অস্ত্র ল'য়ে।

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি। রাবণ নিধন তরে,
দেবরাজ পাঠায়েছে দিব্য প্রহরণ—
গ্রহণ করহ প্রভু।

রাম। বহুমানে করিনু গ্রহণ,
দেবের করুণা লভি,
ধন্য আজি আমি।
কিন্তু—
কেমনে হইবে জয় কহ পদ্মযোনি!
নিজে আদ্যাশক্তি যুঝে রাক্ষসের তরে।

ব্রহ্মা। প্রসন্না করিতে হবে জগন্মাতায়।

রাম। কেমনে প্রসন্না হবে জগত জননী?
কহ কৃপা করি!

ব্রহ্মা। মৃন্ময়ী মূরতি গড়ি,
অষ্টোত্তর শত সুনীল কমলে,
ষোড়শোপচারে, পার যদি দেবীরে পূজিতে,
প্রসন্না হবেন মাতা।

রাম। কিন্তু পিতামহ!
অকালে বোধন কহ কেমনে হইবে?
শাস্ত্র অনুসারে করিয়া বোধন
দেবীরে পূজিতে হয়,
বসন্তের শুক্লা সপ্তমীতে।
শরতে দেবীর পূজা—
শাস্ত্রের নির্দ্দেশ নহে।

ব্রহ্মা। অকালে বোধন করি দেব বজ্রপাণি,
দেবীরে তুষিয়া—জিনিল অসুরগণে।

অকালেও পারে নর করিতে বোধন।
তবে পালন করিতে হয় কঠিন নিয়ম!

রাম। কহ পিতামহ,
কহ কিবা বিধি অকাল পূজার?

ব্রহ্মা। নীল-পদ্মে হররমা প্রীতা অতিশয়,
অষ্টোত্তর শত নীল শতদল তাই,
চাই তাঁর পূজার কারণ।

লক্ষ্মণ। তাহে কিবা ভয়!
পবন-নন্দনে কহ দেব আনিতে উৎপল।

ব্রহ্মা। বলি নাই? 'যথা ধর্ম্ম দেবগণ তথা'?
বহুপূর্ব্বে আপনি পবন
পাঠায়েছে পুত্রে তাঁর উৎপল সন্ধানে;
এখনি আসিবে হনু লইয়া কমল।

লক্ষ্মণ। আর কি কঠিন বিধি—
কহ পদ্মযোনি?

ব্রহ্মা। সর্ব্ব সুকঠিন বিধি—
সমগ্র জীবনে অসম্পূর্ণ রহে নাই
ত্রিসন্ধ্যা যাহার,
হেন জনে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে হবে।

রাম। কোথা পাব হেন জন?
কৃপা করি, দেবীর পূজায়
পৌরোহিত্য চণ্ডীপাঠ তুমি কর প্রভু।

ব্রহ্মা। অসম্পূর্ণ এক সন্ধ্যা জীবনে আমার
এ পূজায় নহি বৎস—
অধিকারী আমি।

রাম। অধিকারী নহ যদি তুমি,
তবে কহ কেবা আছে এ তিন ভুবনে?
বৃথা প্রভু প্রবোধিলে মোরে,
বৃথা মোরে করিলে আশ্বাস দান!

ব্রহ্মা। ত্রিভুবন মাঝে শুধু আছে একজন,
ত্রি সন্ধ্যা যাহার কভু হয়নি বিফল!

রাম। কেবা সেইজন?
কোথা পাব তারে?

ব্রহ্মা। সময়ে জানিবে সবি—
আমি নিজে যাব সকাশে তাহার,
পৌরোহিত্যে তারে করিতে বরণ।

রাম। প্রত্যাখ্যান করেন যদ্যপি?

ব্রহ্মা। অদৃষ্ট বিরূপ তব জানিবে নিশ্চয়।
কিন্তু সে চিন্তা এখন নহে—
দশভুজা মূর্ত্তি গড় মাতা অম্বিকার,
প্রস্তুত করহ সব পূজা উপচার,
পুরোহিত তরে এখনি যাইব আমি।

(হনুমানের নীল শতদল লইয়া আগমন।)

রাম। এনেছ উৎপল?

হনুমান। আনিয়াছি প্রভু—
দেবীদহে ছিল পদ্ম অষ্টোত্তর শত—
তুলিয়া এনেছি সব ;
সেথা আর নাহি দেব একটী কমল

রাম। তব ঋণ নহে শুধিবার।
(সুগ্রীবের প্রতি)
লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সাথে
করিয়া মন্ত্রণা,
সংগৃহীতে পূজা উপচার,
প্রেরহ বানরে সখা—
মৃন্ময়ী মূরতি নিজে আমি
করিব নির্ম্মাণ !

বিভী। চণ্ডিকার অর্চ্চনায়
পরিতুষ্টা হবেন জননী—
দশাননে করিবেন ত্যাগ।
কিন্তু পিতামহ,—
কেমনে হইবে কহ রাবণ সংহার ?
হইলে কি বিস্মরণ প্রভু—
বর দানে দশাননে করেছ অমর—
মৃত্যুবাণ বিনা মৃত্যু নাহি তার ?

ব্রহ্মা। সত্য— সত্য—
হ'য়েছিনু বিস্মরণ।

পবন নন্দন !
আনিয়াছ নীল শতদল—
দেবের অসাধ্য যাহা।
আর এক মহাকার্য্য
তোমারে সাধিতে হ'বে।
ইচ্ছামত রূপ করিতে ধারণ
তোমা সম নাহি কোন জন।
ছলনায় মুগ্ধ করি রাণী মন্দোদরী
আনিতে পারিবে সেই অস্ত্র সুমহান ?

হনুমান। নিশ্চয় পারিব দেব তব আশীর্ব্বাদে,—

ব্রহ্মা। তবে আর নাহি কর ব্যাজ,
মৃত্যু অস্ত্র বিনা—
নাহি হবে রাবণ নিধন। [হনুমানের প্রস্থান।]

রাম। কি বর দিয়াছ ধাতা—
রাজা দশাননে ?

ব্রহ্মা। শোন কহি পূর্ব্বকথা।
বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, রাজা দশানন,
অমরত্ব আশে—
আরম্ভিল সুকঠিন তপ।
অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, বাত্যাহারে কভু,
বহু যুগ ধরি—
করিল সাধনা।

অলৌকিক সেই তপস্যা হেরিয়া,—
সর্ব্ব লোকে মানিল বিস্ময় ;
সত্রাসে কাঁপিল দেবগণ।
টলিল আসন মোর—
প্রীতিফুল্ল চিত্তে
উপস্থিত হইয়া তথায়—
ইচ্ছিলাম বর দানিবারে।
চাহিল অমর বর রাজা দশানন—
কহিলাম, "নারিব অমর বর দিতে,
কিন্তু দানিব এমন বর,
যাহে সবার অবধ্য হবে তুমি"—

রাম। কি সে বর পিতামহ ?

ব্রহ্মা। সৃষ্টি করি ব্রহ্ম অস্ত্র দিলাম তাহারে।
কহিলাম—"এই অস্ত্র যদি
কোনক্রমে মর্ম্মে তব করয়ে প্রবেশ
মৃত্যু হবে তব—নতুবা অমব তুমি।"

লক্ষ্মণ। সেই অস্ত্র—মৃত্যু অস্ত্র ?

ব্রহ্মা। সেই অস্ত্র মৃত্যু অস্ত্র—।
রাখিয়াছে মন্দোদরী অন্যের অজ্ঞাতে
অতি সঙ্গোপনে।
সেই অস্ত্র হরণের তরে,
গিয়াছে মারুতি।

লক্ষ্মণ। সেই অস্ত্র বিনা মরিবে না দশানন ?

ব্রহ্মা। অন্য অস্ত্রে অবধ্য রাক্ষস।

লক্ষ্মণ। যদি নাহি হয় দেব
দশভুজা পূজা ?

ব্রহ্মা। মৃত্যু অস্ত্র ব্যর্থ হবে
যতক্ষণ রবে শক্তি
অধিষ্ঠিত দশানন রথে।

লক্ষ্মণ। বিধি বাক্য ব্যর্থ হবে ?

ব্রহ্মা। বিশ্বশক্তি মূলাধার বিশ্বের জননী
সব শক্তি ব্যর্থ হবে তাঁর কাছে।

রাম। জানকী উদ্ধার আশা ক্ষীণ অতিশয়—
দুর্লঙ্ঘ্য বিষম বাধা করি অতিক্রম,
রাবণে নাশিব—এ নহে সম্ভব কভু !

ব্রহ্মা। নিরাশ না হও বৎস,
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়"
বিধি বাক্য স্মরি—কর কার্য্য—
সফল হইবে তুমি !
চলিলাম এবে পুরোহিত অন্বেষণে। [প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দোদরীর গৃহ-প্রাঙ্গণ।

এক ধারে স্ফটিক স্তম্ভ।

[মন্দোদরী ও লোল চর্ম্ম স্থবির ব্রাহ্মণের বেশে হনুমান, গলে যজ্ঞোপবীত—
হস্তে যষ্টি ও কুশমুষ্টি, অঙ্গুলীতে কুশাঙ্গুরী—কপালে সদীর্ঘ ফোঁটা।]

মন্দো। কহ দেব!
কিবা হেতু আগমন তব?

হনুমান। আজীবন জ্যোতিষের করি আলোচনা—
খতত্ত্ব—ভূতত্ত্ব আদি আয়ত্ত আমার;
ভূত ভবিষ্যৎ প্রাক্তনের কথা—
নিমেষে কহিতে পারি।
নিবিড় গহন বনে থাকি তপস্যায়,
নিশি দিন চিন্তা করি রাবণের হিত।
তাই নর ও বানর যবে হইল উদয়,
দেবের বাঞ্ছিত এই লঙ্কাপুরী মাঝে,
গণিয়া দেখিনু—এ কাল সমরে
সমগ্র রাক্ষস কুল হইবে নির্ম্মূল।
রবে শুধু—

মন্দো। কহ দেব. রবে শুধু?

হনুমান। রাজা দশানন,
শুধু তাই নহে—

বধিয়া অরাতি,
অতুল অক্ষয় কীর্ত্তি করিবে অর্জ্জন।
এত দিনে শুভ দিন সমাগত,
তাই আসিয়াছি,
শুভ সমাচার করিতে জ্ঞাপন।
চিন্তা ত্যজ সতী,
শত রাম নারিবে স্পর্শিতে
কেশাগ্র পতির তব।
যে ধন আছয়ে সতী গৃহেতে তোমার,
মানব কি ছার—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,
জননী অম্বিকা যদি,
আগুয়ান রণে ;—
বধিতে নারিবে লঙ্কেশ্বরে।

মন্দো। কি এমন ধন আছে গৃহে মোর ?

হনুমান। কেন মাতা করিছ ছলনা ?
জ্যোতিষের বলে মোর কাছে
নাহি অগোচর কিছু !
সব জানি আমি।
"রাজার জীবন মৃত্যু গৃহেতে তোমার"
তাই করি সাবধান—
ঘরভেদী আছে বিভীষণ,

অজ্ঞাত তাহার কিছু নাহি লঙ্কাপুরে।
অতি সযতনে, সঙ্গোপনে
রাখিও সে ধন।
ঘুণাক্ষরে কারো কাছে
করোনা প্রকাশ
তাহার অস্তিত্ব কথা।

মন্দো। নিশ্চিন্ত হউন দেব।
নাহি জানে বিভীষণ,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে নাহি জানে কেহ।
এমন কি—পতি মোর নাহি জানে
লুক্কায়িত অস্ত্রের সন্ধান।

হনুমান। নিশ্চিন্ত হইনু দেবী তোমার কথায়।
চলিলাম মাতা—করি আশীর্ব্বাদ—
চির আয়ুষ্মতী হও তুমি।
(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিলেন।)
আর এক কথা পুনঃ হইল স্মরণ।
দেবতা মণ্ডল অনুকূল রাঘবের প্রতি।
গণিয়া দেখিনু—
খুঁজিছে সুযোগ—কিসে পাইবে সন্ধান—
মৃত্যু-অস্ত্র রাবণের ?
পুনঃ করি সাবধান,
বরদাতা ব্রহ্মা নিজে আসি

চাহে যদি শরের সন্ধান—
কহিও না কভু—

মন্দো। জননী অম্বিকা যদি চাহেন সন্ধান—
তবু কহিব না।

হনুমান। ভাল—ভাল—নিশ্চিন্ত হইনু আমি।
কিন্তু মাতা! এক শঙ্কা জাগে চিতে।

মন্দো। কি আশঙ্কা কহ প্রভু?

হনুমান। দিব্য দৃষ্টি অধিকারী দেবগণ সবে,
ভূলোকে—দ্যুলোকে কিম্বা রসাতলে,
যাহা কিছু আছে—সকলি দেখিতে পায়
তাই শঙ্কা হয়—যদি জানিয়া সন্ধান—

মন্দো। সত্য—সত্য—অতি সত্য কথা।
কহ প্রভু, উপায় ইহার!

হনুমান। উপায়?
উপায় কি আছে আর?
তবে এক কার্য্য করিবারে পারি—
যাহে—যাক্—
নাহি প্রয়োজন—
সুরক্ষিত লঙ্কাপুরে পশিয়া অরাতি
হরণ করিবে অস্ত্র,
এ কভু সম্ভব নয়!
চলিলাম মাতা—

মন্দো। ক্ষণেক অপেক্ষ প্রভু।
পার কি এমন কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণ,
যাহে যক্ষ, রক্ষ, নর,
অসুর, কিন্নর, দেবতা, গন্ধর্ব্ব,
রাক্ষস—বানর—
এই ভূমণ্ডলে যত জীব
যত জন্তু আছে,
কেহ না পারিবে অস্ত্র
করিতে হরণ ?

হনুমান। পারি অস্ত্র সঞ্জীবিত করিবারে
মন্ত্রের প্রভাবে !
হরণ মানসে যদি স্পর্শ করে কেহ,
হলেও অমর—
অস্ত্র মুখে ধ্বংস হবে।

মন্দো। তাই কর—তাই কর প্রভু।
সঞ্জীবিত কর অস্ত্র মন্ত্রের প্রভাবে ;
ধন, রত্ন যাহা চাহ দিব অকাতরে।

হনুমান। আজি নাহি হবে,
গণিয়া দেখিতে হ'বে
অস্ত্র লুক্কায়িত কোথা,
গণনায় জানি' মাতা অস্ত্রের সন্ধান
আর একদিন আসি, সঞ্জীবিত করিব উহারে।

মন্দো। নাহি সহে ব্যাজ—
গণনার নাহি প্রয়োজন।
লুকায়ে রেখেছি অস্ত্র
ওই স্ফটিক স্তম্ভের মাঝে
এইক্ষণে কর সঞ্জীবিত।

হনুমান। প্রয়োজন তুলসী চন্দন
ল'যে এস মাতা—

মন্দো। এই দণ্ডে আনিতেছি। [প্রস্থান।]

[হনুমান স্ফটিকস্তম্ভ ভগ্ন করিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহোল্লাসে]

হনুমান। "জয় রাম" (ধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল।)

[মন্দোদরী ত্বরিতপদে তুলসী-চন্দন লইয়া প্রবেশ করিলেন।]

মন্দো। কে গাহিল "রাম জয়" পুরীর ভিতর ?
(স্ফটিকস্তম্ভ ভগ্ন দেখিযা)
এ কি স্তম্ভ ভগ্ন !
(ছুটিযা গিযা দেখিয়া)
অপহৃত মৃত্যুবাণ !
(কপালে করাঘাত করিযা)
কি করিলি অভাগিনী—
কি করিলি তুই—?
মায়ার ছলনে ভুলি'
নিজ হস্তে শত্রুর কবলে

দিলি তুলি স্বামীর জীবন ?
(ক্ষণ পরে) না—না—বহুদূরে যায় নাই দ্বিজ
কে আছ ?—

(ছুটিয়া প্রহরিণী প্রবেশ করিল)

দেখিয়াছ কোন দ্বিজে
পুরীর বাহির হ'তে ?

প্রহরিণী। নহে দেবী—
প্রহরিণী আমি দ্বারে।

মন্দো। নহে দ্বিজ—
ছদ্মবেশী দেবতা নিশ্চয়—।
পলায়েছে অলক্ষ্যে সবার—
বৃথা আশা তাহার সন্ধান,
যাও— [প্রহরিণী চলিয়া গেল।]

মন্দো। রণক্ষেত্রে রাজা দশানন,
কি হবে উপায় ?
কেন ভুলিলাম বাক্যের ছলনে।
কেন কহিলাম—কেন কহিলাম অস্ত্রের সন্ধান !

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। জগন্মাতা ক্রোড়ে হেরি সমাসীন মোরে।
কেহ নহে আগুয়ান রণে।
ফিরিয়া আসিনু প্রিয়ে রণস্থল হ'তে।

মন্দো। স্বামী! প্রভু! [কাঁদিয়া উঠিলেন।]

রাবণ। কি হ'য়েছে প্রিয়তমে?
কি হেতু কাতর?

মন্দো। ওগো! বধ কর—বধ কর মোরে,
বিশ্বাসঘাতিনী আমি।

রাবণ। একি কথা তব মুখে?
সংশয়ে না রাখ সতী,
কহ প্রকাশিয়া—

মন্দো। অপহৃত মৃত্যুবাণ!
লোলচর্ম্ম স্থবির ব্রাহ্মণ এক
গণকের বেশ ধরি'
ছলনায় মুগ্ধ করি মোরে,
নিল জানি শরের সন্ধান—
যেমনি আনিতে গেনু তুলসী, চন্দন,
ভগ্ন করি ওই স্তম্ভ ফটিকের,
হরণ করিল বাণ—
'জয় রাম' ধ্বনি করি, পলাইল দ্বিজ।
শত্রু করগত মৃত্যুবাণ;
রণে তোমা যাইতে না দিব।
রাখ প্রভু দাসীর মিনতি,
রণে আর নাহি কাজ;
চল যাই লঙ্কাপুরী

করি পরিত্যাগ !—
ওগো সহিয়াছি শত পুত্র শোক—
তব মৃত্যু সহিতে নারিব।

রাবণ। মুছ প্রিয়ে আঁখি-জল।
মৃত্যুবাণ কি করিবে মোর ?
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে হেন শক্তি নাই—
রণে মোরে পরাজিবে।
নিজে আদ্যাশক্তি যুঝে
মোরে লয়ে' কোলে।
ব্রহ্মা-বাক্য ব্যর্থ হবে,
মৃত্যুবাণ অর্দ্ধ পথে
রহিবে নিশ্চল !
সুপ্রসন্না যতদিন রহিবে জননী,
জেন স্থির—
অজেয় অমর আমি !

মন্দো। সত্য ? সত্য ?
পূজা কর—পূজা কর তবে
তুষ্ট কর জগন্মাতায়—

রাবণ। পূজা—পূজা—সত্য প্রিয়ে—
দেবীর তুষ্টির তরে পূজা প্রয়োজন ;
ষোড়শোপচারে আজি পূজিব অম্বিকা,
যাও প্রিয়ে লয়ে এসো পূজা উপচার।

পঞ্চম অঙ্ক

(ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। পূজা-উপচার বৎস রয়েছে প্রস্তুত,
এস সাথে পূজায় হইবে ব্রতী !

রাবণ। লোক পিতামহ !
সুমহান সৌভাগ্য আমার !
(চরণ বন্দনা করিলেন।)
আজি এ সৌভাগ্য মোর
কিবা হেতু কহ পদ্মযোনি ?

ব্রহ্মা। শুন শুন, লঙ্কার ঈশ্বর,
অকাল বোধন হবে মাতা চণ্ডিকার—
পৌরোহিত্য পদে তোমা করিতে বরণ
আগমন হেথা মোর—

রাবণ। মহা সম্মানিত আমি।
কোথায় হইবে পূজা ?
স্বর্গে ?
তা—মোরে কেন প্রভু—
দেব গুরু আছে বৃহস্পতি ?

ব্রহ্মা। বৃহস্পতি এ পূজায় নহে অধিকারী।

রাবণ। বৃহস্পতি নহে অধিকারী ?

ব্রহ্মা। কেন—কহিতেছি পরে—
কিন্তু পূজা নহে স্বর্গে—
পূজা হবে সমুদ্র সৈকতে !

রাবণ। সমুদ্র সৈকতে ?
(মুহূর্ত্ত ভাবিয়া)
পূজিবেন রামচন্দ্র ?

ব্রহ্মা। অনুমান মিথ্যা নহে তব

মন্দো। এ নিষ্ঠুর দৌত্য ল'য়ে
কহ কেমনে আসিলে দেব ?

রাবণ। রামচন্দ্র আমন্ত্রণ করিয়াছে মোরে—
পৌরোহিত্য করিতে স্বীকার ?

ব্রহ্মা। নাহি জানে রামচন্দ্র নির্ব্বাচিত তুমি,
যদি পায় পরিচয় তুমি পুরোহিত,
তখনি করিবে রাম পূজা পরিত্যাগ !
পণ্ড হবে দেবীর অর্চ্চনা।
ছদ্মবেশে তোমারে যাইতে হবে।

রাবণ। রামচন্দ্র নাহি চাহে মোরে,
তবে কেন মোরে আবাহন ?

ব্রহ্মা। সমগ্র জীবনে ব্যতিক্রম হয় নাই
ত্রিসন্ধ্যা যাহার—
একমাত্র সেই—অধিকারী
এই অকাল পূজায়।
ত্রিভুবনে একমাত্র তুমি বৎস
চ্যুত নহ ত্রিসন্ধ্যায় কভু—
সেই হেতু তোমারে আহ্বান।

তুমি যদি পৌরোহিত্য না কর গ্রহণ,
পণ্ড হবে পূজা অম্বিকার।

রাবণ। পণ্ড হবে পূজা অম্বিকার ?

মন্দো। না—না—করোনা গ্রহণ প্রভু ;
শুধু জগন্মাতা তুষ্টি তরে
নহে এই পূজা আয়োজন—
চণ্ডীর এই অকাল বোধন।

রাবণ। জানিতে চাহিনা দেবী উপলক্ষ্য কিবা ;
কি হেতু পূজিছে রাম চাহিনা জানিতে ,
জানি শুধু—পূজা হবে মার ;—
সে পূজায় এসেছে আহ্বান—
আমারে যাইতে হবে।

মন্দো। না—না—যাইয়োনা প্রভু—

রাবণ। সামান্যা রমণী সম,
তুমিও আমারে সতী
করিবে নিষেধ ?
ব্যর্থ হবে পূজা অম্বিকার—
আমি যদি করি প্রত্যাখ্যান।
আজীবন করিয়াছি চণ্ডিকার পূজা,
ব্রহ্মময়ী মা আমার,
অবিশ্রান্তে অহেতুকী
করুণার ধারা যাঁর,

সিঞ্চিত করেছে মোর—
প্রতি দণ্ড, প্রতি পল,
প্রতি ক্ষণ জীবনের—
তাঁর পূজা ব্যর্থ হবে—পণ্ড হবে
আমার কারণ—
রাণি ! হেন অকৃতজ্ঞ মোরে
ভাবিলে কেমনে ?
ক্ষণপূর্ব্বে পূজিতে শঙ্করী
করেছিলে আকিঞ্চন,
আয়োজন করেছে শ্রীরাম—
এবে তাহা মোর লাগি
হইবে নিষ্ফল,
এই কি বাসনা তব ?
বল সতী—বল তুমি,
করিব না পূজা ?

মন্দো। (বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে) কর পূজা—কর পূজা—

রাবণ। চল পিতামহ—
পৌরোহিত্য গ্রহণ করিনু আমি।

পঞ্চম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

সমুদ্র সৈকত।

চন্দ্রাতপ নিম্নে দশভুজার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি।

সম্মুখে পূজা উপকরণ—নীল শতদল, ধূপ, দীপ ইত্যাদি সজ্জিত। লক্ষ্মণ পূজার দ্রব্যাদি সজ্জিত করিতেছেন। বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে। স্তোত্র পাঠ চলিতেছে। সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, প্রভৃতি সাগ্রহে ব্রহ্মা এবং পুরোহিতের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

স্তোত্র।

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
হনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার হেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

(স্তোত্র পাঠ সমাপন হইলে রামচন্দ্র বিভীষণকে কহিলেন।)

রাম। মিত্র বিভীষণ!
পূজা আয়োজন সম্পূর্ণ সকলি,
কই আসিলেন পিতামহ?
পুরোহিত আসিল কোথায়?
উত্তীর্ণ হইল ক্ষণ—
ব্যর্থ হবে পূজা!

বিভী। ত্যজ চিন্তা নরনাথ,
ইন্দ্র আদি দেবগণ সহায় তোমার।

নিজে পদ্মযোনি গিয়াছেন
পুরোহিত তরে।
পুরোহিত নিশ্চয় আসিবে—
সফল হইবে পূজা দেবতার বরে!

[দেখা গেল লক্ষ্মণের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। ব্যাকুল ভাবে সে কি যেন অনুসন্ধান করিতেছে।]

রাম। ছায়া সম বিফলতা ফিরে সাথে মোর,
তাই শঙ্কা হয়—
দেবের শুভেচ্ছা বুঝি হইবে নিফল!
আসিবে না পুরোহিত পণ্ড হবে পূজা!

বিভী। অমূলক শঙ্কা তব—
ব্যর্থ হবে প্রজাপতি!
এ নহে সম্ভব কভু!

রাম। সম্ভব—সম্ভব মিত্র!
মোর ভাগ্যে সকলি সম্ভব।
নহে—যে রাক্ষস
নির্য্যাতীত করিছে রমণী,
রমণীর শিরোমণি বিশ্বের জননী—
তাহারে লইয়া ক্রোড়ে
রণে আগুয়ান!
অকাল বোধন করি,
তাঁহারে তুষিতে হয়!

কিন্তু—কই মিত্র,
কোথা পিতামহ—পুরোহিত কোথা ?
পূজালগ্ন সমাগত—
দেবী পূজা ব্যর্থ হ'ল বুঝি ?

লক্ষ্মণ। সত্য বুঝি ব্যর্থ হয় প্রভু !
মহাবিঘ্ন ঘটিল পূজায় ?

রাম। কহ ত্বরা—
কিসে বিঘ্ন ঘটিল পূজার ?

লক্ষ্মণ। গণনায় নাহি পাই একটি কমল।

রাম। একি কহ সর্ব্বনাশা বাণী
পুনঃ দেখ করিয়া গণনা।

লক্ষ্মণ। গণিয়াছি বহুবার—

রাম। কি হবে উপায় তবে ?
কেমনে হইবে পূজা ?
কি হেতু না ফিরিছে মারুতি ?
সেই জানে কমল সন্ধান।
যাও মিত্র দেখ, আগুসারি,
লয়ে এস পবন নন্দনে— [বিভীষণের প্রস্থান।]
নহে পণ্ড হয় সব—
দেখ পুনঃ করিয়া সন্ধান,
পূজার সম্ভার মাঝে
রয়েছে কোথাও !

লক্ষ্মণ। কোথাও নাহিক জ্যেষ্ঠ !
তন্ন তন্ন করি খুঁজিয়া দেখেছি—

(পুরোহিতবেশী রাবণকে লইয়া ব্রহ্মার প্রবেশ)

ব্রহ্মা। সুপ্রসন্ন ভাগ্য তব রঘুকুলমণি
নাহি চিন্তা আর—
আসিয়াছে পুরোহিত,
কর পূজা পাদ্য অর্ঘ্য দানে।

লক্ষ্মণ। ব্যর্থ শ্রম তব প্রজাপতি,
বৃথা কষ্ট দিয়াছ ব্রাহ্মণে,
পূজা নাহি হবে অম্বিকার,
অন্তর্হিত শতদল এক।

রাবণ। শতদল তরে ব্যর্থ হবে পূজা অম্বিকার !
উপায় করহ পদ্মযোনি।

রাম। (স্বগতঃ) শতদল তরে ব্যর্থ হবে
জননীর পূজা !
না—না—কভু আমি হইতে দিব না—
শতদল বিনিময়ে—

ব্রহ্মা। হে নীল নলিন আঁখি !
তিন লোকে নাহি আর নীল শতদল—
কেমনে পূরাবে সংখ্যা ?
ব্যর্থ বুঝি হয় বৎস এত পরিশ্রম !

রাম। ব্যর্থ নাহি হবে দেব তব আশীর্ব্বাদে।
নীল নলিনাক্ষ বলি সম্বোধিলে মোরে,
নীল কমল আঁখি কহে সর্ব্বজনে,
নীল পদ্ম বিনিময়ে দিব নীল আঁখি ;
দিব শরে উপাড়িয়া নয়ন-কমল,
অর্ঘ্য দিব জননীর পায়ে ?

রাবণ। দিবে আঁখি পদ্ম বিনিময়ে ?

রাম। নহে কেমনে পূরাব সংখ্যা পুরোহিত ?
লক্ষ্মণ, দেরে মোরে শর শরাসন।
(লক্ষ্মণ শর-শরাসন দিলেন।)
বিশ্বশক্তি বিধায়িনী জগজ্জননী
লহ মাতা সন্তানের ভক্তি উপহার !
নীল পদ্ম বিনিময়ে ল'য়ে নীল আঁখি
তৃপ্ত হও—তুষ্ট হও মাতা !—
(চক্ষু উৎপাটন করিতে শর যোজনা করিতেই
জগন্মাতা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন।)

জগন্মাতা। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও পুত্র,
বিস্মিত স্তম্ভিত বিশ্ব তব কার্য্য হেরি'—
উত্তীর্ণ হ'য়েছ তুমি মহাপরীক্ষায় !
লোক শিক্ষাতরে বৎস জনম তোমার,
শিখাইলে অজ্ঞ নরে নিষ্ঠা কারে কহে।
কর পূজা সপ্তোত্তর শত সুনীল কমলে,
তাহাতেই তৃপ্ত হব আমি।

রাম। মাতা! মাতা! এত কৃপা
অকৃতি সন্তান প্রতি!
পিতামহ! আশীর্ব্বাদে তব,
মম প্রতি প্রসন্না জননী—
লহ শত প্রণাম আমার!
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
রুদ্ধ বাক্ আনন্দ উচ্ছ্বাসে,
দুখ নিশা বুঝিরে পোহাল!

রাবণ। (রাঘবের এই আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া ম্লানহাস্যে কহিলেন।)
সমাপন হয় নাই জননীর পূজা রঘুবর!

রাম। ক্ষম মোরে পুরোহিত!
হ'য়েছিনু আনন্দে বিহ্বল।
লক্ষ্মণ লয়ে এস' বারি
পাদ প্রক্ষালন তরে—
(লক্ষ্মণ জল লইয়া আসিলেন।)
পাদ্য অর্ঘ্য লহ দেব—(পাদপ্রক্ষালন করিতে উদ্যত হইতেই)

রাবণ। (বাধা দিয়া কহিলেন) হাঁ—হাঁ—থাক্ থাক্—
সারিয়া এসেছি আমি পাদ প্রক্ষালন
সাগরের জলে।
কহ রাম—
কার্য্যে ব্রতী হই আমি?

রাম। ব্রতী হও দেব!—

যাজকের পদে তোমা করিনু বরণ।
মোর হ'য়ে ডাক জননীরে,
যাহে মাতা করে ত্যাগ অধম রাক্ষসে,
অবিলম্বে করে তার দণ্ডের বিধান।

রাবণ। তথাস্তু—

ব্রহ্মা। (স্বগতঃ) অপূর্ব্ব এ আত্মদানে চক্ষে আসে জল
না পারি দেখিতে—
(প্রকাশ্যে) বহুক্ষণ আছি রাম ত্রিদিব ছাড়িয়া,
ধরার মালিন্য মোর করে শ্বাস রোধ।
সুসম্পন্ন কার্য্য তব রঘুবর,
চলিলাম ত্রিদিব আলয়ে!

রাম। লহ শত প্রণাম আমার।

ব্রহ্মা। পুরোহিত! কি আর কহিব তোমা'!
এ পূজায় তব জয় গাহিবে ভুবন।

রাবণ। লহ ধাতা প্রণাম আমার। [ব্রহ্মার প্রস্থান।]

(রাবণ পূজাসনে গিয়া বসিলেন। আচমনান্তে নীল শতদল দ্বারা অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া দেবীকে কহিলেন।)

জগজ্জননী মাতা!
আজীবন পূজিয়াছি চরণ তোমার,
সন্তানের শেষ অর্ঘ্য কর মা গ্রহণ!
রাঘবের কল্যাণ কামনা করি,
ব্রতী আমি পূজায় তোমার,

তাঁহার কল্যাণে যাচি করুণা জননি !
তৃপ্ত হ'য়ে অর্ঘ্যে মোর—
দশাননে কর পরিত্যাগ ;
রাঘবের মনোবাঞ্ছা পূরাও শঙ্করি ! [অঞ্জলি অর্পণ।]

জগন্মাতা। (বাষ্পরুদ্ধ স্বরে) চলিনু কৈলাসে বৎস !

রাবণ। সম্পন্ন হ'য়েছে পূজা ?

জগন্মাতা। (রুদ্ধকণ্ঠে) সম্পন্ন হ'য়েছে পূজা !
যে মুহূর্ত্তে তুমি বৎস
পৌরোহিত্য করেছ গ্রহণ !

রাবণ। প্রীতা তুমি—তৃপ্তা তুমি ?

জগন্মাতা। (রুদ্ধস্বরে) প্রীতা আমি—তৃপ্তা আমি।

রাবণ। যজমান মনোরথ পূরিবে জননি ?

জগন্মাতা। (রুদ্ধস্বরে) পূর্ণ হবে বৎস !

রাবণ। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ কি হেতু জননি ?
কেন মাতা আঁখি ছল ছল ?

জগন্মাতা। (রুদ্ধস্বরে) সন্তানে ত্যজিতে মার কত যে বেদনা—
কেমনে জানিবে পুরোহিত ?

রবাণ। যাও মাতা কৈলাস-আলয়ে,
আর প্রশ্ন করিব না আমি। [জগন্মাতার অন্তর্দ্ধান।]
প্রীতা দেবী তোমার পূজায়, লহ আশীর্ব্বাদ—

(রামচন্দ্র আশীর্ব্বাদী পুষ্প গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন।)

পূর্ণ হ'ক মনোরথ তব।

চতুর্থ দৃশ্য

রাবণের কক্ষ।

কক্ষে নানা অস্ত্র-শস্ত্রাদি সজ্জিত। শর, শরাসন, খড়্গ, চর্ম্ম, বর্ম্ম ইত্যাদি বিলম্বিত রহিয়াছে।

(উদ্ভ্রান্তভাবে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। মুক্ত—মুক্ত—
মুক্ত আজি সকল বন্ধন হ'তে।
ছিল শেষ জননীর স্নেহ,
তা হ'তেও মুক্ত আজি।
(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দো। কখন আসিলে প্রভু ?
(সোদ্বেগে) সমাপন পূজা রাঘবের ?

রাবণ। সুসম্পন্ন পূজা
পরিতৃপ্তা জগজ্জননী।

মন্দো। (সাতঙ্কে) পূর্ণ তবে রাঘবের মনস্কাম ?

রাবণ। ব্যর্থ নহে পূজা মোর।
স্বর্ণ-লঙ্কা করি পরিত্যাগ,
পরিত্যাগ করি মোরে—
কৈলাসে গিয়াছে মাতা।

মন্দো। পরিত্যাগ করিল জননী ?
কোন্ প্রাণে—কোন্ প্রাণে,

কহ স্বামী—
সন্তানে ত্যজিল মাতা ?
আজীবন একনিষ্ঠ অর্চ্চনার
এই প্রতিদান !
পাষাণী—পাষাণী মাতা !

রাবণ। জননী বিশ্বের মাতা—
নহে একার আমার !
শুধু তাই নহে—
আমার প্রার্থিত বর
দিয়াছে জননী।
মোর প্রার্থনায়,
ত্যজি' মোরে—
কৈলাসে গিয়াছে মাতা।

মন্দো। নহে তব প্রার্থনায়—
দেবগণ চাহে সবে
রাঘবের জয়—
মৃত্যু চাহে তব।
নহে, নিষ্ঠুর বিধাতা,
জানি পরিণাম—
কি হেতু বরিলা তোমা'
পৌরোহিত্য পদে ?
নহে প্রার্থনায় তব—

দেবের তুষ্টির তরে,
পুত্রে ত্যাগ করেছে জননী।

রাবণ। আনিয়ো না হেন বাণী মুখে—
কি রহস্য করে খেলা জননী হৃদয়ে
কেমনে জানিবে তুমি ?
মোর তরে কাঁদিয়া গিয়াছে মাতা,
তাঁর সেই অশ্রুসিক্ত ছল ছল চক্ষু দুটী

মন্দো। ভাল কহিব না আর।
রাখ প্রভু অনুরোধ—
অপহৃত মৃত্যুবাণ,
জননী বিরূপ—
তবে আর কেন প্রভু ?
জানকীরে দেহ ফিরাইয়া।
চল যাই রক্ষপুর ত্যজি',
কাননে করিব বাস
বাঁধিয়া কুটীর।

রাবণ। কোথা যাব এ শ্মশান ত্যজি' ?
মোর তরে স্বর্ণ-লঙ্কা
আজিকে শ্মশান।
বাসববিজয়ী ছিল পুত্র মেঘনাদ,
দেবতা দানব ত্রাস কুম্ভকর্ণ ছিল,
বীরত্বে বিশাল ছিল বীর বীরবাহু ;

শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুলন—
সরমা নয়নমণি আছিল তরণীসেন,
সমরে দুর্ব্বার ছিল রক্ষ অগণন ;
মোর তরে—মোর তৃপ্তি তরে সবে
দিয়াছে জীবন।
এই শ্মশানের প্রতি ধূলিকণা,
অভিসিক্ত রক্তে তাহাদের—
এই পূত ধূলি ছাড়ি যাইব কোথায় ?
সুনির্ম্মল লঙ্কার গগন—
চিতাধূমে তাহাদের সমাচ্ছন্ন আজি।
সমীরণে ভেসে আসে নারীর ক্রন্দন,
মোর তরে পতিহারা, পুত্রহারা,
লঙ্কার রমণীকুল—
হাহাকারে দীর্ণ করে আকাশ বাতাস ;
এ মহাশ্মশান ত্যজি' যাইব কোথায় ?

মন্দো। (কাদিয়া) শ্মশান—শ্মশান—
সুবিশাল লঙ্কাপুরী আজিকে শ্মশান !
কেহ নাই—কিছু নাই আর।

রাবণ। কেহ নাই—কিছু নাই আর !
নিঃস্ব—রিক্ত—বন্ধনবিমুক্ত আমি।

(দূত প্রবেশ করিল)

কি সংবাদ ?

দূত। অতি দুঃসংবাদ প্রভু!
সসৈন্য রাঘব করিয়াছে
পুরী আক্রমণ।

রাবণ। রামচন্দ্র আক্রমণ করিয়াছে পুরী?

দূত। দুর্জ্জয় মানব আজি করে মহামার।
নায়ক বিহীন বিশৃঙ্খল রক্ষসেনা,
ছিন্নমূল তরু সম পড়িতেছে রণে।
"কোথা তুমি? কোথা রক্ষরাজ"
বিপন্ন রাক্ষসকুল ডাকিছে সঘনে,
বিলম্বে ঘটিবে সর্ব্বনাশ!
শত্রু-করতলগত হবে লঙ্কাপুরী,
ধ্বংস হবে রক্ষসেনা
নায়ক অভাবে।

রাবণ। শত্রু-করগত হবে স্বর্ণলঙ্কাপুরী
দেহে মোর থাকিতে জীবন?
যাও দূত—সৈন্য মাঝে করহ প্রচার—
লঙ্কার ঈশ্বর নিজে সেনাপতি আজি। [দূতের প্রস্থান।]
বিপন্ন রাক্ষসকুল ডাকিছে আমায়—
(পুরীমধ্য হইতে রক্ষনারীর ক্রন্দনের রোল উঠিল।)
ওই শোন রোদনের রোল,
পতিহারা পুত্রহারা লঙ্কার রমণীকুল,
হাহাকারে দীর্ণ করে আকাশ বাতাস

নাই—নাই—
সুকুমার বৃত্তি হৃদয়ের—
তাও নাই আর।
দয়া নাই, মায়া নাই,
প্রেম নাই, প্রীতি নাই,
দেবত্ব মহত্ব নাই,
ইষ্ট কাম্য কিছু নাই আর।
আজ আমি—আজ আমি
শুধুই রাক্ষস।

(পুনরায় রক্ষরমণীর ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল—সে ক্রন্দন শুনিযা রাবণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।)

রাক্ষস—রাক্ষস—
অন্তরের সুষুপ্ত রাক্ষস,
রুদ্র তেজে উঠেছে জাগিয়া—
হিংস্র সার্দ্দূল সম,
তৃপ্তি যাচে শত্রুর শোণিতে।

মন্দো। (রাবণের ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কে)
স্বামী ! প্রভু !

রাবণ। বীরাঙ্গনা, বীরমাতা তুমি,
পুত্রহন্তা রাঘব তোমার,
তোমারে না সাজে দুর্ব্বলতা !
প্রলয়ের আলো জ্বালি'

নয়ন কমলে,
বিশ্ববুকে জাগাইয়া ত্রাসের কম্পন
রণ সাজে সাজাও আমায়।

(রণবাদ্য এবং "কোথা রক্ষরাজ—কোথা লঙ্কেশ্বর—প্রাণ গেল মানবের রণে" রণস্থল হইতে ভাসিয়া আসিল।)

ওই শোন—রণবাদ্য বাজিছে সঘনে,
শরাহত রাক্ষসের কাতর চীৎকার,
বিক্ষুব্ধ রাক্ষস চমূ অপেক্ষিছে
ব্যগ্র প্রতীক্ষায়।
পরাও দেহেতে মোর বর্ম্ম আভরণ,
দেহ চর্ম্ম—দেহ মোরে খড়্গ সুবিশাল,
নহি আর আজি দশানন,
দুর্ব্বার রাক্ষস আমি,
গতি দুর্ণিবার—
কে রোধিবে ?
প্রতিহত কে তারে করিবে ?

[উন্মত্তের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলেন।]

মন্দো। যাও স্বামী ! যাও প্রভু !
রাক্ষসের বধ কামনায়,
দেবের দেবত্ব আজি
ভুলেছে দেবতা—
রাক্ষসের রাক্ষসত্বে দীপ্ত গরিমায়,

দলিত মথিত করি' রাঘব বাহিনী,
অতুল অক্ষয় কীর্ত্তি রাখহ ভুবনে।
বীরের বাঞ্ছিত শয্যা যদি কর লাভ,
রাক্ষসী নয়ন হ'তে ঝরিবে না
একবিন্দু জল।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থলের অপরাংশ।

রামচন্দ্র ও বিভীষণ।

(দুর হইতে রণবাদ্য, রণকোলাহল, রাক্ষসের আর্ত্তনাদ ও মাঝে মাঝে রাঘব সৈন্যের জয়োল্লাস ভাসিয়া আসিতেছে।)

রাম। হের মিত্র,
সৌমিত্রি করিছে মহামার।
নল নীল অঙ্গদ মারুতি
ধর্ষিছে রাক্ষস চমূ অতুল বিক্রমে।
ত্রস্ত ক্ষুব্ধ বিচঞ্চল রাক্ষস বাহিনী—
আর ক্ষণ কাল এইরূপে করিলে সংগ্রাম,
নির্ম্মূল হইবে রক্ষকুল।
কিন্তু কেন নাহি হেরি দশাননে ?
জননীর পরিত্যক্ত দুর্ম্মদ রাক্ষস,
শুনি মৃত্যুবাণ হরণ কাহিনী,

মনে লয়—প্রাণ ভয়ে
পুরী মাঝে লয়েছে আশ্রয়।

বিভী। তুচ্ছ জীবনের ভয়ে
রণে হবে পরাঙ্মুখ রাজা দশানন!
এ কভু সম্ভব নয়!
সমগ্র রাক্ষস যদি ধ্বংস হয় রণে,
তবু মিত্র—স্থির জানি আমি,
একা রাজা করিবে সমর।

(সহসা প্রচণ্ড কোলাহল রণস্থল হইতে উত্থিত হইল, রাক্ষসের জয়ধ্বনি ও রঘুসৈন্যের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইল।)

বিভী। ওই শোন—জয়ধ্বনি রাক্ষসের।
লঙ্কেশ্বর পশিয়াছে রণে—
হের ওই ধাইছে চৌদিকে
সত্রাসে বানর কুল।
রঘুসৈন্য আর্ত্তনাদে পূরিল মেদিনী।

রাম। বজ্রের নির্ঘোষ জিনি' বাণের গর্জ্জন,
প্রলয়ের কালানল ছুটে শর হ'তে;
আর্ত্তনাদ হাহাকার উঠিছে চৌদিকে;
ভীম তেজে যুঝে দশানন—
বালক লক্ষ্মণ তারে কেমনে বারিবে?

(ছুটিয়া সুগ্রীবের প্রবেশ)

সুগ্রীব। শোন রঘুবর—

মূর্ত্তিমান কাল সম, ভীষণ দর্শন,
বহ্নি জ্বলে অক্ষি তারকায়,
বায়ু বেগে উড়ে কেশদাম,
ভীম কান্ত, মহা ভয়ঙ্কর,
দুর্ব্বার রাক্ষস দশগ্রীব—
পশি রণে বিদ্রাবিত করিছে বাহিনী।
ভীষণ মূরতি হেরি' পলায় বানর—
নল নীল অঙ্গদ মারুতি,
মহাতেজা জাম্বুবান, সুষেণ সুধীর,
জর্জ্জরিত অতি তীক্ষ্ণ সায়ক প্রহারে ;
বিচঞ্চল ঠাকুর লক্ষ্মণ—
উপায় করহ প্রভু,
নহে—ধ্বংস সুনিশ্চয়।

বিভী। (নেপথ্যে চাহিয়া সত্রাসে)
প্রমাদ ঘটিল প্রভু—ক্রোধে ক্ষিপ্ত দশানন,
ব্রহ্মবাণ করিছে সন্ধান।
মৃত্যু অস্ত্র ত্যজি'
বধ শীঘ্র দুরন্ত রাবণে,
নহে—মরিবে সৌমিত্রি,
ধ্বংস হ'বে সমগ্র বাহিনী।

রাম। চিন্তা ত্যজ সখা—
চক্ষের পলকে হের নাশি দশাননে।

পঞ্চম অঙ্ক

(শ্রীরামচন্দ্র মৃত্যুবাণ প্রয়োগ করিলেন। অস্ত্রমুখ হইতে অনল নির্গত হইতে লাগিল। তীব্র আলোকছটায় দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। শ্রীরাম অস্ত্র সংহার করিলে, হৃদয় বিদারী আর্ত্তনাদের সঙ্গে চরাচর ঘন তমসায় আবৃত হইল। সেই অন্ধকারে নানা দিক হইতে নানারূপ সামঞ্জস্য বিহীন বিকট ধ্বনিসমূহ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। মনে হইল যেন প্রলয় সন্নিকট। ক্রমে কোলাহল থামিয়া গেল। সকরুণ সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। একটী আলোক-রশ্মি রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিল। সেই আলোকে দেখা গেল শ্রীরামচন্দ্রের পদপ্রান্তে আহত রাবণ পড়িয়া আছে।)

রাবণ। কত ভাল বাস প্রভু অধম সন্তানে !
সহি' গর্ভবাস—সহি' লক্ষ্মীর বিরহ,
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠ ধাম আনন্দ আলয়,
মরতে এসেছ নাথ মুক্তি দিতে মোরে !
মোর সম ভাগ্যবান কেবা ?
কিন্তু—বড়ই কঠিন নাথ,
শত্রু ভাবে সেবা !
হৃদ্‌গ্রন্থি ছিঁড়ে গেছে দুঃখে জানকীর,
রূঢ় ভাষে বিঁধেছি তাঁহারে তবু
অভিমানে অন্তরের দেবত্ব আমার,

পশুত্বের উদ্বোধনে কাঁদিয়াছে কত
তবু পশুত্বেরে প্রাণপণে করিয়াছি সেবা।
নিজ হস্তে ছিঁড়ে ফেলা স্নেহের বন্ধন—
কত যে কঠিন নাথ জানতো সকলি !
দাঁড়াও সম্মুখে প্রভু,
ধীরে ধীরে পৃথিবীর আলো,
যাইছে সরিয়া মোর নয়ন হইতে !
বড় জ্বালাময়ী প্রভু পূর্ব্ব জন্মস্মৃতি—
তব পদে এই মোর শেষ আকিঞ্চন
যেন আর না সহিতে হয় স্মৃতির দাহন
পরজন্মে পূর্ণ পাপীরূপে মোর।

রাম। পূর্ণানন্দে লভ ভক্ত মুক্তির আস্বাদ,
মম বরে সিদ্ধ হবে মনস্কাম তব !

—যবনিকা—